১৩৬ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে অন্ত রেখ্তা গজল অশুদ্ধ হওয়াতে পুনর্ব্বার শুদ্ধ করিয়া লিখিলাম।

গান হিন্দি বাঙ্গালা মিশাল রেখ্তা।

য্যাদে হেতয়্যার যেরে লেগাদেরে লেগাদেরে। এন্তে-জারিমে তেরে বাঁচিনারে বাঁচিনারে ॥ সাথছে ছুরছে তোক, বিচ্ছেদেতে কেঁদে মরি। ছুরছেকো সাথকিয়া, আসা করে আশা করে ॥ আসওয়াপরি তুজকেঁ জোহ্যায় আঁখি কি তা ঠৈসতে পারি। ছাড়কে এহ্‌কো ভালা, কহিতেছি ত্যারে ত্যারে ॥ চেহ্‌রএ গোল্‌কাম তেরি, দর্পণেতে দেখে প্রাণ। ভলিতে মস্ত হুয়া থ্যকে মারি ঘরে ঘরে, ছিঃছিঃকি মস্ত হোকর, থাকলি যদি কিছুদিন। ছুয়েজ কর দেল্‌কি জারা, পাবি তারে পাবি তারে ॥

শ্রীশ্রীহরিব

সহায়

জারলাত শুরতজান নামের পুথি

নামিরের রঙ্গ এবং রঙ্গের গীত ও ছড়া

পয়ারপ্রবন্ধে ভাবের গীত নানাবিধ ছন্দে

বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীগমহদ্দিন ছিদ্দিকি খোনকার কৃত

ছাপাখানা মোকাম কলিকাতা।

চিৎপুররোড আছে সর্ব্বলোকে জানে। দুই শত ছয়চল্লীশ নম্বর ভবনে॥ তার সঙ্গে বিদ্যারত্ন যন্ত্র পরিস্কার। গোলাম ছন্দুর যার প্রেশী জমাদ্দার॥ সেই প্রেসে এই পুথি সংশোধন দ্বারে। মুদ্রাঙ্কিত হৈল পুনঃ উত্তম অক্ষরে॥ আবশ্যক হবে যার আসিবে হেথায়। লয়ে যাবে ভক্তিভাবে মজিবে মজায়॥

বিজ্ঞাপন।

নুরবাঁহা মন্ত্রিকে মারিবার জন্য বিষাক্ত মিষ্টান্ন রাজকুমা-রের হাতে পাঠায় মন্ত্রি না খাইয়া কাগকে খাওয়াইবাতে কাগের মৃত্যু দেখিয়া উভয়ে চমকিত হইল ৫৬।৬২

রাজকুমার ও মন্ত্রি পরামর্শ করিয়া নুরবাঁহাকে রাক্ষসি বেশ বানাইয়া উভয়ে যোগীবেশ ধারণ করিয়া নুরবাঁহাকে কাননে লইয়া যায় ৬২।৭১

নুরবাঁহার চেতন পাইয়া ভয়যুক্ত হয় ও ইহারা যোগীবেশ ত্যাগ করিয়া সান্তনার গান গায় ৭১।৭৩

তিনজনে পথে যাইতে ঐ বনে এক বৃক্ষে পক্ষি বাচ্চা করিয়া বাচ্চাগণকে যে কথা বলে সেই কথা মন্ত্রি শুনিয়া আপন বন্ধুর স্থানে দুই অসম্ভব কর্ম্মের ভিক্ষা লইয়া অশ্বপদ কাটা ও রাজবাটীর সদরদ্বার ভাঙ্গা ও রাজা আপন পুত্র বধুকে বাটী লৈয়া যায় ও রাজকুমার দুয়ার ভাঙ্গা দেখিয়া মন্ত্রিকে কাটিতে উদ্যত হওয়ায় সকল বিবরণ প্রকাশ করি-বাতে পাষাণ হয় ও নুরবাঁহা আপন পুত্রকে বলিদান করায় মন্ত্রী জীবতমান হইয়া ঐ কাটা ছেলে লইয়া অরুণ্যে আরা-ধনা করে ৭৩।৮৯

এক পরী সহিত মন্ত্রির বিবাহ হওয়া ও জানমতি নাম এক সতী জাদুগরের বিবাহ হওয়া সন্তানকে নুরবাঁহার কোলে দেওয়া ও আপনি দুই সতীকে বিবাহ করিয়া আপন ঘরে আনা ইত্যাদিতে সমাপ্ত ৮০।৯০

ভাবলাভের ভাবের গান ও শুরতজানের হাম্দ নাত ভজন প্রভৃতি ৯০।৯২

ইরান সহরের রাজার সন্তান হওয়া ঐ সন্তান শিকারে যা-ইতে শুরতজানের প্রতি আসক্ত হওয়াতে বিবাহ ও খেজুরের টুপি পাইয়া ইন্দ্রালয়ে যায় ও উভয়ে মিলন ইত্যাদি ৯৯।১১২

শুরতজান ভষ্ম ও দেলারামের খেদ মোসাহেব সকলে দেলারামকে বুঝায় ও পুনর্ব্বার শুরতজানের সহিত দেলা-রামের মিলন ও গীত পুস্তক সমাপ্ত ১১৩।১৪৪

হের খেদ ও রাজকুমারকে বাক্স লইয়া দিবার তাহাদের উভয়ে আবির্ভাব হইবার কথা। ২২।২৫

নুরযাঁহা নারীবেশ ত্যাগ করিয়া দুই হাজার পাঁচশও নারীকে সঙ্গে লইয়া পুরুষের বেশে মন্ত্রির তল্লাসে কাশ্মিরে পৌঁছিয়া সরোবরের ধারে বসিবাতে তথাকার রমণীগণ নুরযাঁহাকে দেখিয়া পাগল হইবার কথা ২৫।৩২

ছইদ আহাম্মদ শুনিয়া নুরযাঁহাকে নিজালয় আনিবার জন্য নুরমহাম্মদকে পাঠায় নুরযাঁহা মন্ত্রিকে চিনিয়া প্রকাশ না করিয়া রাজবাড়ি আসিয়া তিনজনে অধিক ভাব করিয়া রাত্রযোগে শয়ন করিবাতে উহাদের দ্বারে একঝারি তাহার উপর এক নারিকল ইত্যাদি রাখিয়া নুরযাঁহা গোপনে নিকেতনে গমন করে ৩২।৩৫

রাজপুত্রের চেতন পাইবাতে নুরযাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মন্ত্রিকে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসিবায় মন্ত্রির কাননের কথা শিঁতি হইবাতে প্রকাশ করে রাজপুত্র শুনিয়া তাহার প্রেমে পাগল হইয়া মন্ত্রিকে সঙ্গে লৈয়া নুরযাঁহার তল্লাসে গমন করে ৩৫।৩৭

রাজপুত্র ও মন্ত্রি ফেরদোছ নগরে নুরযাঁহার সহরে পৌঁছিয়া এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিবাতে সকল কথা জ্ঞাত হয় আর ঐ সহরে ঝারিমালিনীর বাসে বাসা করিয়া পত্র লেখে তাহার মায় গান ৩৭।৪৪

নুরযাঁহা পত্র পাইয়া তাহার উত্তর লেখায় রাজকুমারের মিলন হয় কোকিল ডাকিবাতে নুরযাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া মন্ত্রিকে সংবাদ দেয় ও নুরযাঁহা খেদান্বিত হইয়া গান গায় ৪৬।৫২

এক নিশি রাজকুমার পিড়িত হৈয়া না আসিবায় নুরযাঁহা মান করিবাতে রাজকুমারের খেদের মান ভঞ্জনের ছড়া ও গান ও নুরযাঁহা তাহাতে মান ভাঙ্গিয়া বন্ধুর করে ধরে উঠাইয়া আদরযুক্ত ছড়া গান ৫২।৫৮

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৫	যেরে	কেরে
৬	৪	নিশী	পিশী
১৩	১৫	রতন	যতন
১১	২	কিয়াযে	কিয়ারে
১১	১১	জলকে	জোলকে
১৪	১২	চেরেট্ট পালকী	চেরেট্ট লালকি
২১	১১	রাখি	রাখিতোবে
২২	২৩	বনে	বন
২৩	২৬	দুঃখ কহে	কহে
২৭	৫	যেন প্রাণ	হেন প্রাণ
২৮	১১	শুন মাগো	শুন ওগো
২৯	২০	আছয় রাক্ষস	আছে নরপতি
৩৭	৩	পরামশ্য	পরামর্শ
৩৮	৭	খঞ্জন	খঞ্জর
ঐ	ঐ	কয়িয়া	করিয়া
৪৩	৬	বুঝিয়া	বুঝিবা
ঐ	২৫	ধেনি	ধনি
৬১	৫	দুইজনে	দুইজন
ঐ	৬	সঙ্গে করি	সঙ্গে করে
৬২	৭	আছয়ে	আছয়
ঐ	১৩	পাঙ্কের	পাঙ্কের
৭৯	২৫	দুগ্ধপান	দুগ্ধপান টৈকল
১০৩	১০	ধায়ের	দায়ের
১০৫	৪	পেউরি	ভেউরি
১০৭	৭	বাজে	নহোবত বাজে
১২৫	১০	বধুকর	মধুকর

সূচী পত্র।

আল্লাতালার হাম্মদ ভজন ও নবিজির নাত বন্দনা ১।৩
কাশ্মির মুলুকের মহাম্মদ সাহা রাজার সন্তান না থাকায় খেদ ও মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিয়া আরাধনা ৩।৬
সাধনের দ্বারায় রাজরাণী ও মন্ত্রিনারী অন্তাপত্তি হইয়া রাজার ও মন্ত্রির ঘরে দুইজনার সন্তান হইবায় সভা বর্ণিমার কথা আলি ও কোমলিনীর গান নায় বাইনাচ ও কালাওতি গান পর্য্যন্ত ও সকলের বিদায় ৬।১১
নৃপতি কুমারের নাম ছইদ আহাম্মদ ও মন্ত্রির নন্দনের নাম নুর মহাম্মদ রাখিয়া দাইকে সমর্পন করিয়া পঞ্চমাহায় অন্নপ্রাসনের কথা ও গান ১১।১৩
দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম হইবায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কাননে শিকার করিতে যাইবায় ব্যাঘ্র সম্মুখে পড়িবাতে ও তাহাকে বধ করিয়া মৃগাদি মারিবার কথা ১৩।১৪
মন্ত্রির নন্দনের কহতমত রাজার কুমার বাজ লইয়া শিকারে যাইবাতে একটা বকের প্রতি ছাড়িবাতে বাজ তাহাকে না ধরিয়া উড়ে যাইবায় আপন বন্ধুর প্রতি রাগান্বিত হইবার কথা ১৪।১৬
মন্ত্রিরনন্দন খেদ করিয়া বাজের সন্ধানে যাইয়া বনমধ্যে বাজকে দেখিবাতে বাজের সহিত কথোপকথন হইয়া রাত্রি যোগে শয়ন করিবাতে পরীগণ বনমধ্যে মন্ত্রিকে দেখিয়া আপনাদের রথে উঠাইয়া নুরবাঁহা নামে সাহাজাদির নিকট লইয়া রাখে এবং উক্ত সাহাজাদির কুঁজা স্বামিকে বনে আনিবার কথা ১৬।২০
নুরবাঁহা নুরমহাম্মদকে দেখিয়া উভয়ের কথোপকথনে ছড়া নায় গান ২০।২২
নিশিতে নুরবাঁহার সহিত উক্ত মন্ত্রির প্রেম আলাপন হইবাতে পরীগণ পুনরায় কাননে মন্ত্রিকে রাখিয়া কুঁজাকে নুরবাঁহার নিকটে রাখিয়া যাইবার কথা ও তাহাদের বির-

পুস্তক আরম্ভঃ।

পয়ার। ইরান সহরে এক ছিল নরপতি। বাহরাম তাহার নাম দেশেতে বিখ্যাতি॥ বলবান ধনবান রূপের নাগর। বুদ্ধির পণ্ডিত ছিল বিদ্যার সাগর॥ ষোলশ আছিল হস্তী সরকারে তাহার। আরব্বি আছিল অশ্ব বত্রিশ হাজার॥ বত্রিশ হাজার অশ্ব কারসি মুল্লুকের। বত্রিশ হাজার ছিল মুল্লুক চিনের॥ বত্রিশ হাজার পুন তুরকির তাজি। বত্রিশ হাজার ছিল রকম ইংরাজী॥ রুমের সামের আর ইরানি তুরানি। সাতলক্ষ ছিল অশ্ব কাহিনীতে শুনি॥ সত্য মিথ্যা প্রভু জানে শুনেছি যেমন। উচিত হইল মোরে করিতে রচন॥ পাঁচশত ছিল মন্ত্রী নওাব নামেতে। পাঁচশত থাকিতেন প্রত্যহ সভাতে॥ শত শত কানুগোয় শত শত কাজি। শত শত নৌরতন শত শত হাজি॥ হাজার ফাজেল আর হাজার মৌলানা। মুনসি নকসি তার কে করে গণনা॥ দুই-লক্ষ পদাতিক সভায় হাজির। তাহার সর্দ্দার ছিল হাজার নাজির॥ সারি সারি চোপদার হাজারে হাজার। দাঁড়াইয়া দিবা নিশি সভায় তাহার॥ আশাবরদার যত হেমছড়ি হাতে। দুহাজার পাঁচশত থাকিত সভাতে॥ নকিব ফরাস তার কে করে গণন। ব্রজবাসী জমাদার কাহনে কাহন॥ নৌলাখ আছিল শুনি ছওার তাহার। সর্দ্দার শুবেদার আঠার হাজার॥ শত শত নরপতি কর দিত তারে। যুদ্ধ করে তার সনে এ শক্তি কাহারে॥ প্রতাপ আছিল তার তাপিত এমন। বাঘ ছাগ একস্থানে করিত বন্ধন॥ ছাগ প্রতি যদি বাঘ অন্যায় করিত। অপরাধি হয়ে বাঘ ভয়েতে মরিতো॥ ভেড়ায় মারিত লাথি বাঘিনীর বুকে। ভেক আরো

আলিয়ে মকবুল। দয়াকর দয়াকর দিনহিনে, ছিহ্নি-কি অধিনে, না জানে আরাধনে করিতে তোমার। কৃতান্তে একান্তে নিতান্তে আমায় ভুলনা ভুলনা ভুলনা॥ ভক্তি শক্তি মুক্তি আশে, অতিরিক্তি যুক্তি মুক্তি ভাসে, তপন তনয় ত্রাসে তনু হইলো আকুল॥

গান ভজন। তাল জৎ।

জানিহে জানিহে প্রভু আমি সে সন্ধান। নিজে বৃক্ষ নিজে পুষ্প নিজে ওই বাগান॥ নিলে খেলা প্রভু তোর, নয়ন নাসিকা মোর, কলেবর মধ্যে আরে আছয় পরাণ।

খোদার নিকট মনাজাত।

লঘুত্রিপদী। ওহে নিরাঞ্জন, মোরে চিরদিন, সুখেতে রেখেছ তুমি! তোমার সাধন, সেবন যতন, নারিনু করিতে আমি॥ মনে এই করি, দিবস শর্ব্বরি, ভক্ত হয়ে ভক্তি করি। রিপু অঙ্গে সঙ্গে, করে কত রঙ্গে, শক্তি কিবা আমি পারি॥ রিপুরা আমায়,সদত জ্বালায়,ভুলায় ভাবের কথা। তাহাদের বল, করহে দুর্ব্বল, নাহি লাড়ে যেন মাথা॥ মাথা লাড়াইলে, ভাব যাব ভুলে, দাস হব সব কিসে। অভক্ত হইব, দোষেতে পড়িব, অপরাধি হব শেষে॥ একে অপরাধি,আছি নিরবধি, পাপেতে হইয়ে পুর্ণ। পুর্ণ পাপী হলে, কোথা যাব চলে,তব-স্থান ভিন্ন অন্য॥ পাপের বিচার, করিলে আমার, স্বর্গীও হইতে নারি। তবে দয়া করে, মুক্তি কর মোরে,অবশ্য হইতে পারি॥ সাধন সেবন, না জানি কখন, তব দয়া ভিন্ন বিধি। জানি সে সন্ধান, তুমি দয়াবান, সকলের গুণনিধি॥ পাপের উদ্ধার, করিয়ে আমার, নিজভক্ত কর মোরে। আর না যেমন, না ভুলি কখন, প্রভু নিরাঞ্জন তোরে॥

খলকা আদমার কথা, ছিদ্দিকি কি জাননারে। জান্তে গুরু আগর, গুরুর চরণ সেবন করো॥

নবিজির নাত আরাধনার ভজন গান।

সুরট কওয়ালি

নবি নাম ভরসা করে লেরে সার। পরকালে যে নামেতে হবে রে নিস্তার॥ নৈরাকার নিরাঞ্জনে, বন্ধু করে যেইজনে, পাঠাইলো এ ভুবনে, করিতে বিচার॥ নিজ নুরে নৈরাকারে, সৃজন করিয়া তারে, দিয়াছে বিচার ভারে, করিতে উদ্ধার॥ সদা আজ্ঞাকারি হয়ে, ঐ নামের মালা লয়ে, যে থাকিবে গলে দিয়ে, ভয় কিরে তার। নবিজি নবিজি দেখ, ক্রোধে বিচার করোনাক, পাপি প্রতি দয়া রেখ, ভরসা তোমার॥ ছিদ্দিকিতো আরাধনে, করিবারে নাহি জানে, কেবল ভরসা মনে, ঐ নাম আমার॥

২ গান ভজন। নবিজির নাত।

আশ্রয় আমি বড় রাখি নবিজি তোমার। তব নাম বিনা গতি নাহিক আমার॥ পাপে মুক্তি কেবা করে, কে আছে করিতে পারে, তুমি বিনা শক্তি কার করিতে উদ্ধার॥ এ ভার তোমারে বিধি, দিয়াছেন গুণনিধি, বিচার কালেতে তুমি করিবে বিচার॥ যে দিন বিচার হবে, মাতা পিতা কৈ না রবে, সে দিন কাণ্ডারি হয়ে, করহে নিস্তার॥

নবিজি ও আছহাব কেবারের নিকট মনাজাত।

রাগিণী ভৈরবী। তাল পোস্তা।

জগবন্ধু দিননাথ মহাম্মদ, মস্তফা আহাম্মদ নবিয়ে রছুল ছিদ্দিকি আকবর খেতাব ওমোর ওছমান হৈদর

নিজ সুখে, কাতর হয়েছি দুখে, মরি মরি মরি বলে
বাঁচিনে প্রাণে। বন্ধি হয়ে মায়াজালে, প্রভু তোরে
আছি ভুলে, চেতন করিয়ে দেনা, থাকি চেতনে॥
ভক্তি শক্তি দেনা মোরে, ভক্ত হয়ে সেবি তোরে,
মনমাঝে তব নাম, জাপি যতনে। ছিদ্দিকি কাতর
যুক্তি, কেমনে করিবে ভক্তি, শক্তি ভক্তি মুক্তি উক্তি,
তোমারি স্থানে॥

আপনার মনের সহিত কথোপকথন।

হিন্দি বাঙ্গালা মিসাল আরাধনা গান। গজোল।

দেলমেঁ আত্তাহৈ মেরা, এবার সাধন করবো তারো।
কোনছে কিয়া জেছনে যাহাঁ, যত দেখ এ সংসারো॥ কয়ে-
কন বোলকে কের, রাখবে নাকো কোন প্রাণি। মেহরো
মাহতারাগণে, আর নিশি দিবা করো॥ আন্দেসা হবে
কভি, কেমন করে ভজবো তারো। না মেলে জেস্কা নেসাঁ,
তাহার সাধন করা ভারো॥ তাব হৈ মজমেঁ কাহাঁ, ভক্ত হয়ে
সাধি তারে। জব পএগম্বরণে কাহা, সাধন হলো নাক মোর॥
আজ্জ হৈ এছমেঁ ছভি, ভরসা কেবল লাতক নত্ত। নহিতো
তাব কাহাঁ, ছিল ভবে বাঁচিবারো॥ মন আরকা নফছত্তবলে,
যখন পিরে শিঁতি দিলো। তব ছতি দেলকি মেরা, ঘুচে
গেলো অন্ধকারো॥ দেলজোহেয় আরস খোদা, এ কথা
জানিয়ে আমি। ছাপমেঁয় উছকো কিয়া, ছেড়ে দিয় অহ-
ঙ্কার॥ খোল কর চস্মে একিঁ, দেখিলাম ঘটে ঘটে। কুল
দৈয়েন মুঁহিজে, প্রকাশিলো গুণ জারো॥ কত্ত কনজন মুখ-
কিয়েন, এতো বড় শক্ত কথা। মজহরে আদম করো, চিনা-
ইলো নৈরাকাবো॥ কেন্তরে হবে বয়ঁ, আদমেরি মান্য
মান্য। আজাজিল ভেক্কে লিয়ে, স্বর্গ হৈতে হয় বাহিরো॥

দেখ তখনি নূতন ॥ সমুদ্রেতে নৌকামত এভব সাগরে। ইচ্ছ মত ভাসাইল সেই নিরাকারে ॥ ভবেতে হইল সৃষ্টি পর্ব্বর প্রথম। তারপরে হৈল কত কানন কুসুম ॥ যখন প্রকাশ হৈল যত দেব ঋষি। আকাশেতে দিপ্তমান হৈল রবি শশী ॥ রবির কারণে দেখ দিবস হইল। শশী দিপ্তমানে নিশি প্রকাশ পাইল ॥ জীব জন্তু পশুপক্ষি আজ্ঞাতে তাহার। প্রকাশ হইল সবে অষ্টাদশ হাজার ॥ সকল পশ্চাতে দেখ মানব হইল। আসরফল মখলুকাত খেতাব পাইল ॥ চিত্র নগর মাঝে যত গুণ তার। প্রকাশ আছয় মন করহে বিচার ॥ অনল পবন বারী আর মৃত্তিকায়। বেদভাগে নিরঞ্জন মানবে বানায় ॥ মানবেরে সৃষ্টি কৈল আকার ঐকার। আপনি জগত কর্ত্তা কিন্তু নিরাকার ॥ নয়ন নাশিকা কর্ণ বদন রতন। ললাট মস্তক কর করিল সৃজন ॥ যুগ্মভুরু মচ দাড়ি মস্তকের কেশ। সৃজন করিল বিধি মানবের বেশ ॥ কলেবর হস্তপদ অঙ্গুলি নাখুন। বদনে অধর দন্ত জিহ্বেতে বচন ॥ গলা বুক পেট আর নাভি সরোবর। বাহু বুক কুনা হেঁটো পাঞ্জর সুন্দর ॥ অস্তি চর্ম্ম রগ আঁতে কৈল থরে থরে। হৃদি মাঝে হৃদপদ্ম আছে কলেবরে ॥ এইমত শত শত কত দ্রব্য আছে। বলিছে তদন্ত তার কেন সে করেছে ॥ কর্ণেতে শ্রবণ হেতু নয়নে দর্শন। নাশিকায় শুঙ্গিবায় বদনে বচন ॥ কলেবর মধ্যে প্রাণ হয়ে অধিকারী। উপরোক্ত দ্রব্য লয়ে করে জমী-দারি ॥ আশ্বাস বিশ্বাস যত কেবল নিশ্বাস। জুওারে আশ্বাস হয় ভাটায় নৈরাশ ॥ কত দ্রব্য সৃষ্টি কৈল এই কলেবরে। বিস্তারিত কেবা তার লিখিবারে পারে ॥ ছিদ্দিকির শক্তি কি বন্দনা লিখিবারে। কিঞ্চিৎ লিখিনু যাহা বুদ্ধি অনুসারে ॥

গান ভজন। রাগিণী বিভাষ। তাল আড়া।

এবার তরাও হে তারক তুমি এদিন হীনে। আর কে তরাইতে পারে প্রভু মোর তোমা বিনে ॥ হারাইয়ে

শ্রীশ্রীহরির।

সহায়।

গুরুতজ্ঞানের পুস্তক আরম্ভ।

গান ভজন। রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

বন্দিব বন্দনা তার কেমনেতে পাপিমোন। আকার যাহার নাই সেইতো প্রভু নিরঞ্জন॥ নিরাকার নাম যার, কি বন্দিব গুণ তার, যত দেখ এ সংসার, সেতো কৈল এ নির্ম্মাণ। স্বর্গ মর্ত্ত্য দিবা নিশি, সৃষ্টি কৈলো রবি শশী, অখণ্ড গোলকে বসি, সেতো করে বিরাজন। ছিদ্দিকি কাতর মনে, কি করিবে আরাধনে, তোমাবিনে অন্যজনে, নাহি জানে কদাচন॥

ধুয়া। বলো মন কি কারণ ভুলিলি তাহারে।
আজ্ঞাতে যাহার এলি ভব পারাবারে॥

পয়ার। প্রথম বন্দনা বন্দি সে নামে তাহার। যাহার আজ্ঞাতে হৈলো জগত সংসার॥ আজ্ঞাতে তাহার নিত্য হয় দিবা নিশি। আকাশে উদয় হয় দেখ রবি শশী॥ থরে থরে আকাশেতে তারা বসাইলো। মানবেরে মান্য দিয়ে ভূমণ্ডল দিলো॥ বিনাস্তম্ভে রাখিয়াছে উপরে আকাশ। না খায় না পরে কভু না ছাড়ে নিশ্বাস॥ নাকি পুরাতন হয় নাকি মলাধরে। আজ্ঞাতে তাহার কিন্তু দিবা নিশি ঘোরে॥ কখন ভ্রমণ হৈতে না পায় নিস্তার। শশির ঐমত রূপ তপন তারার॥ এমত আকাশ দেখ করিলো সৃজন। যখন তাহার

গেয়ে, কৌতুকেতে ডাঁড় বেয়ে, তুমি তার মাজি হয়ে, থাক হাল ধরে। ক্ষণে যখন জুওার এসে, চিত্রগাঙ্গ যায় ভেসে, ভাটায় মরে অবশেষে এভব সাগরে ॥

এই ভাবলাভের বাকী সমস্ত গীত গুরুজ্ঞানের পশ্চাতে দেওয়া যাইবেক। নিবেদন ইতি।

মধুর বচনে মোরে, কহিলো আদর কোরে, বিদায় হয়ে যাই ঘরে, নিজ নিকেতন ॥ আমারে ইহাই বলে, দেখা দিয়ে গেলো চলে, বিচ্ছেদ অনলে ফেলে, কৈলো জ্বালাতন ॥ মন মোর করে চুরি, লয়ে গেলো আহামরি, তার জন্যে ভেবে মরি কি করি এখন ॥

৭ নম্বর গান। আর কে আছে মন আমার পদ্ম মধু খায় বসি। প্রাণ প্রিয়ে কলেবরে সেইতো থাকে দিবা নিশি ॥ বিকশিল যার কলি, সেতো চিনে নিল অলি, মুদিত যাহার আছে, সে কি জানে দিবা নিশি ॥ মায়াজালে বন্ধি হয়ে, ভুলে রৈলে চিত্ত পেয়ে, এভাবে ভুলিয়া মন, মিথ্যা করো হাঁসি খুসি ॥ ভেবে নাহি মন, চিত্ত মধ্যে কেবা প্রাণ, কেবা তার মহারাজা কেবা তার দাস দাসী ॥ বুঝিনু এখন সার, তোমা বিনা নাহি আর, তোমা হৈতে এ সংসার, তোমা হৈতে মাসি পিসি ॥

৮ নম্বর গান। মিছে ভাবো কেন মন অকারণ। সদত নাহিক রবে এভব ভুবন ॥ সমুদ্রেতে নৌকামত, ভাসিতেছে ভবরথ, প্রতিবাদি যার নিত, আছয় পবন। ইতো সদা রৈবে নাকো, যত রঙ্গভঙ্গ দেখ, চিত্রসুখ মনদুখ, আপন সাধন ॥ ইরথে যে বাস করে, মৃত্যুভয় হয় তারে, এ ভয়েতে যেবা মরে, সেত সাধুজন। প্রভু আজ্ঞা হলে পরে, যেতে হবে একদিন তোরে, ছেড়ে নিজ ঘর দ্বারে, মা বাপ আপন ॥

৯ নম্বর গান। কৃপা করে এবারে। ডুবিতেছি পাথারেতে বাঁচাও আমারে ॥ তুফান হইলো ভারি, ছয় রিপু গায় সারি, তুমিতো কাণ্ডারি বারী, চিনেছি তোমারে ॥ রিপু বায় সারি

শুনো প্রাণ, তুমিতহে সেই জন, নয়ন নাসিকা কর্ণ জিহ্বেরি বচন ধন ॥ ক্ষেমতা তোমার যত, ওরে প্রাণ কবো কত, সকলেতে পরিবর্ত্ত, তোমার কিবল প্রাণ ॥

৩ নম্বর গান। আমি জেনেছি তোমারে। তুমিতো জীবন হয়ে থাক কলেবরে ॥ তব ক্ষেমতায় চলি, তব বলায় আমি বলি, তব খেলাতে যে খেলি, তব পারবারে ॥ তোমার ক্ষেমতা যতো, কিলিখিব রীত নীতো, সকলেতে পরিবর্ত্ত, আছতো অন্তরে ॥ শয়নে স্বপনে থাকি, গোপনে নয়নে দেখি, তুমি যে বনের পাখি, না থাক পিঞ্জরে ॥

৪ নম্বর গান। এ ভব সাগরে প্রাণ তোমায় চেনা ভার। খুজিলে না পাই আমি তোমার আকার ॥ কেহু যদি হয়ে ভক্ত, করে প্রাণ তোমার তত্ত্ব, না পায় খুজে স্বর্গ মর্ত্ত, এ কোন বিচার ॥ জন্মদাতা জগতের, অধিকার জীবনের, তোমা হৈতে এ সংসার তুমিতো সংসার ॥ বুঝিনু জগত স্বামি, ঘটেং থাকো তুমি, বিচারে দেখিনু আমি তুমি নিরাকার ॥

৫ নম্বর গান। ভব কি আছেরে মন ভেবনাং। ভব ভাব মিথ্যাভাব এ ভাবে ভুলিওনা ॥ যে ভা-বেতে পাবে ভাব, ঐ ভাবেরি ভাব ভাব, হলে পর এ ভাবলাভ ভবভাব আর রবে না ॥

৬ নম্বর গান। ইকি দেখিনু স্বপন, আরেং কোন রূপ সনাতন ॥ যারে দেখে রবি শশী, লজ্জা পায় দিবা নিশি, নিকটে আকার আসি, দিলো দরশন ॥

এই ভাবলাভের ভাবলাভ কারণ বিরচিত শ্রীসমছদ্দিন বৈরাগীয় গীত আরম্ভ।

১ নম্বর গান। প্রবল প্রতাপ তাপ তাপিত যাহার। করো মন আরাধন সে নাম তাহার॥ সাধুলোকে ডাকে যারে বলে নিরঞ্জন। জগত সংসার তার শ্বেত নিরাকার॥ জিহ্বা আসি বাক্যদান করে সেই জন। নয়নে আসিয়া দেখে জগত সংসার॥ কর্ণের শ্রবণ তুমি নয়নের তারা। দেখো শুনো বলো বাক্য মুখে সবাকার॥ কলেবর মধ্যে আসি হৃদয় কোমলে। বোসেং প্রেম মধু করহে আহার॥ ভালো মন্দ গন্ধ তুমি সৃজন করিলে। নাসিকায় শুঙ্গে কেনো করহে বিচার॥ ভালতে তুষ্টিত যদি মন্দ কি করিলো। উত্তম তোমার যদি অধম কাহার॥ উত্তম অধম যদি তোমারি সে মিলে। তবে কেনো দরশন না পাই তোমার॥ ঘটেং আছো বটে গোপিনে যতনে। এ অধমে দেখা দেহ হয়ো অন্ধকার॥ অধমে উত্তম তুমি পারহে করিতে। না করিলে অধমের গতি নাহি আর॥ দেখা দেহ প্রভু মোর ওহে নিরঞ্জন। না দেখিলে তব রূপ না হব নিস্তার॥

২ নম্বর গান।' আপনার রূপ ভুলে কি রূপে মাতিলে প্রাণ। নিজরূপ সঙ্গে করো অঙ্গে ঢেকলে আলাপন'॥ আপনার ঘরে কায়া, ভুলে কেনো পেয়ে মায়া, মায়াতো আপন ছায়া, জানিয়া না জান কেন॥ প্রাণেরি সাগরে প্রাণ, ছিলে তুমি দীপ্তমান, বিন্দু হয়ে আইলে কেনো, ছিদ্র মধ্যে কিকারণ'॥ প্রাণ যদি বিন্দু হয়ো ভুলে রৈলে ছিদ্র পেয়ে, শেষেতে সাগরে যেয়ে, 'কেমনে' মিলাবে প্রাণ॥ কভি দেখি

আছিল রতন। ঘোর অন্ধকার হরে যাহার কিরণ॥ সে রতন মণি খনি যতন করিয়া। রেখেছিলো মন্ত্রিহস্তে দিলেক আনিয়া॥ সে রতন ধন আর গজমতি লয়ে। বন্ধুর নিকটে যায় হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে॥ বন্ধুর নিকটে যেয়ে দিলো দরশন। হাতে ধরে বসাইলো রাজার নন্দন॥ কীর্ত্তি দোষ যতরোষ পূর্ব্বে করো ছিলো। মার্জ্জনা করিতে দোষ ভিক্ষা চেয়ে নিলো॥ পূর্ব্বেতে যেমন ভাব উভয়েতে ছিলো তাহার উপর ভাব দ্বিগুণ হইলো॥ নিরানন্দ নিরানন্দে কৈল পলায়ন। আনন্দ আনন্দে আসি দিল দরশন॥ দুঃখ গেল দূরহয়ে দামুদর পারে। সুখের আইল সুখ সুখ সরোবরে॥ কেলেশের লেশ যতো কেলেশে পালায়। আমদ প্রমদ মদ হইলো উদয়॥ সকলেতে রহিলেন আমদে মাতিয়া। ছিদ্দিকী শুনায় গান ভজন গাইয়া॥

ছিদ্দিকির গান॥ ভজন॥ হিন্দি॥

জপলে নাম নিরাঞ্জন মন্ত্র। ছোড়দে আপন মন কি ভ্রান্তি॥ কাঞ্চন আঞ্জন তপন কিরণ তাছে ঘন ঘন মলয়া বসন্তি॥ গুরুকি ভজন তপন যতন করলে মন ভজনহে সাধনকো সিদ্ধান্তি॥ ছিদ্দিকী গাবে, ছবকো শুনাবে, জ্ঞান লাগাবে, অন্যমৎ ভ্রান্তি॥

ভাবলাভ সুরচিত গ্রন্থ কৈনু সায়। যথা বিদ্যা বুদ্ধি মোর হৃদয়ে আছয়॥ গুণিগণ কাছে আমি অতি মূর্খ জন। জ্ঞান হীন দিনহীন অতি অকিঞ্চন॥ মনভ্রমে যদি কোন ভ্রান্তি ভুল হয়। অনুগ্রহ করিয়া শুধিরে মহাশয়॥ আর নিবেদন করি শুন মহাশয়। গুণি হৈলে দোষ জানী সুরস গ্রহয়॥ যেমন মরাল পক্ষ মহতের গুণ। নীরক্ষিরে নীর রাখি ক্ষীরের ভক্ষণ॥ সমাপ্ত হইল মোর ভাবলাভ পুঁথি। পাঠকে প্রণাম মোর নিবেদন ইতি॥

ইতি ভাবলাভ পুস্তক সমাপ্ত।

মন্ত্রির গান ॥ হিন্দি ॥ তাল রেখতা ॥

কিয়া চাহেজো মেরি। নৈনাঁমে বঠলা রাখোঁ তুজকো মেঁয় প্যারি ॥ তেরে নয়নাকি তারা, মুজে ইস কেমে মারা, দেলকো মেরে প্যারা কিয়া, প্রেম কুঙারি ॥ সিশাভরদারু, লদেমেরে গোলরু, পিএ-বেদো পিয়ালি মেঁয় হাত তোমারি ॥ তুভি আগর-পিবে, আরমুজকো পিলারে, ক্যাহি মজা দেবে তব প্রাণ হারারি ॥

পয়ার। রাজপুত্র লুকাইয়ে রেখেছিলো পরি। পশ্চাতে তাহারে যেয়ে আনিল সুন্দরি ॥ রাজপুত্র পরি নারি এই ছুইজনে। বাহু করো জানমতি নিজালয় আনে ॥ পতির হাতেতে সতী সতী পরিনারি। সমর্পণ করো দিলো সাবাস সুন্দরি ॥ দুই সতী পতি লয়ে প্রত্যহ রজনী। আমদ প্রমদ মদে পোহায় যামিনী ॥ সতি সত সতী হৈলে হিংসা নাহি হয়। পতি লয়ে সতিগণ রজনী বঞ্চয় ॥ কিছু দিন সেইখানে সকলে মিলিয়ে। কৌতুক কুশল করে আমাদে মাতিয়ে ॥ মন্ত্রি বন্ধুপুত্র তার করিয়ে যতন। পুত্রমত লয়ে তারে করয় পালন ॥ আমদ প্রমদ করে আনন্দিত মনে। গমন করিল মন্ত্রি আপন ভবনে ॥ পরি নারি জানমতি দুই সতী লয়ে। বন্ধুপুত্র কোলে করো তুরঙ্গে চড়িয়ে ॥ প্রফুল্ল বদনে সবে কিছু দিন পরে। পোঁছিল ভবনে আসি হরিষ অন্তরে ॥ পিতা ও মাতার পায় প্রণাম করিলো। কামনের বিবরণ সকল কহিলো ॥ মন্ত্রি পিতা পুত্রবধূ করি দরশন। আহলা-দিতে হৈল অতিপ্রফুল্ল বদন ॥ তার পরে মন্ত্রি যেয়ে রাজার নন্দনে। সুরবাহার কোলে দিলো আহলাদিত মনে ॥ সুর-বাহার পুত্র পেয়ে হরিষ অন্তরে। মন্ত্রিপুত্রে বন্ধু জানে অতি ভক্তি করে ॥ গজমতি হার তার গলে পরেছিলো। সেই হার লয়ে খসি মন্ত্রি গলে দিলো ॥ ক্রোড়ের তঙ্কার এক

পয়ার। হেত্তাকার শুনো পুন জ্ঞানমতি ধনী। আরম্ভ করিলো জ্ঞান যাদু গুণমণি ॥ কতশত অশ্ব হৈলো যাদুতে তাহার। ভেলকীতে হইলো কতো চাবুক সওার ॥ দ্বাদশ হাজার ভূত হাজির হইলো। জ্ঞানমতি সম্মুখেতে নাচিতে লাগিলো ॥ ধেই ধেই করি নাচে দূত ভূতগণ। কড়মড় করে দাঁত ঘূর্ণীত লোচন ॥ পরে জ্ঞানমতী কৈলো ভূত দূতগণে। পরস্তান যাও সবে আমার বচনে ॥ পরস্তানে পরিনারী যে যেখানে আছে। সকলে ধরিয়া আনি দেহ মোর কাছে ॥ আজ্ঞামাত্র দূতগণ পরস্তানে গেল। বিদ্যাধরি যত পরি ধরিয়া আনিল ॥ জ্ঞানমতি সম্মুখেতে পরিগণ আসি। দাঁড়াইলো সারি সারি যেন পূর্ণশশী ॥ জ্ঞানবতি প্রতাপেতে যত পরিগণ। যোড় করি কর সবে দাঁড়ায় তখন ॥ কি কারণ ডাকিয়াছ আমাদিগে ধনী। বিবরণ বিস্তারিত বলো দেখি শুনি ॥ প্রতাপে তোমার মোরা পাই বড় ত্রাস। ভূত দূতগণ দেখি হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ত্রাহি ত্রাহি কাঁপে প্রাণ রক্ষা করো ধনী। আর যাদু করনাক ও বিধুবদনী ॥ যাদুতে জীবন যায় বাঁচা ভার হলো। কেন রাগিয়াছ ধনী সত্য করে বলো ॥ শেষে জ্ঞানমতি নিজপতি হাতে ধোরে। দেখাইলো পরিগণে ভক্তির আদরে ॥ ইহার মধ্যেতে কেবা তব নারী প্রাণ। চেনাইয়ে দেহ মোরে ধরি সেইজন ॥ মন্ত্রী নিজনারী পরি চেনাইয়ে দিলো। জ্ঞানমতি যাদু করে তাহারে ধরিলো ॥ অন্য অন্য পরিগণে মন্ত্রী বিবরণ। জানাইলো বিস্তারিত কহিয়ে বচন ॥ আদি বিবরণ শুনি যত বিদ্যাধরি। ছেড়ে দিলো সকলেতে মন্ত্রীনারি পরি ॥ মন্ত্রীপ্রিয়া পরিনারী তারে পরিগণ। মন্ত্রির হস্তেতে লয়ে কৈল সমর্পণ ॥ হাতে হাতে সমর্পিয়া যত পরিগণ। বিদায় হইয়া যায় নিজ নিকেতন ॥ মন্ত্রী নিজ পরিনারী বাঁচুতে পাইল। আহ্লাদিত হয়ে অতি গাইতে লাগিল ॥

চক্ষে মোর বহে বারি, নয়নজলে ভাসে মোর জগত সংসার। যতো ছিলো রস রঙ্গ, সে সকলি হলো ভঙ্গ, বিশেষিয়ে বলো বন্ধু রোদন কাহার। সে চেষ্টাতে আমি ফিরি, যাহা বলো তাহা করি, তোমাবিনে এ সংসার দিবসে আঁধার॥

পয়ার। এককথা শুনিয়া মন্ত্রী আহ্লাদিত মনে। রমণী সাক্ষাতে কহে মধুর বচনে॥ পরিনারী রাজপুত্র জন্য প্রিয়সিনী। উচাটন মন তেঁই কাঁদি গুণমণি॥ এনে দেহ পরিনারী তুমি রসবতী। না হলে আপন গলে দিবো আমি কাতি॥ আনমতি সতী শুনে পতিপ্রতি কয়। এনে দিবো পরি আমি করেছি নিশ্চয়॥ কথায় আমার বুঝি না হলো বিশ্বাস। তেঁই তুমি কাঁদ বন্ধু এত সর্ব্বনাশ॥ হেথাকার শুনো সবে নুতন বচন। পরিনারী রাজপুত্র দুঃখ বিবরণ॥ পরস্থানে পরিনারী মন্ত্রির লাগিয়া। অন্ন জল নাহি খায় কান্দিয়া কান্দিয়া॥ কিন্তু পরি রেখেছিলো রাজার নন্দনে। গোপনে যতনে আর আপন ভবনে॥ কর্ম্মের মধ্যেতে ছিলো পালন তাহার। ভাবনারে কয়ে ছিলো চিত্র অলঙ্কার॥ বিবরণ বিস্তারিত যদি লিখি তার। পুথি বেড়ে যায় আর দ্বিগুণ ইহার॥ কখন কখন পরি হৈয়ে উচাটন। গাইতো হিন্দির গান হিন্দিকি রচন॥

গান হিন্দি। রাগিণী ঝিঁঝিট তাল হপকী।

দিন রাত তুজে বিঁদ না আবেরে। জালাজে লাগি মেঁরে যোবন ওয়ারে॥ যোবন হাঁমাঁরী বিরহা তেঁই, আজি তজে জনে ভিসে লাগি হাতিয়ারে। হোনেকি পালঙ্গ পর হাউলি তকিয়া, আজ বিছায়াই তোসক মখমলিরে। হাঁউরিয়া সুন্দর বদন দেখি তেরে কারণ জিয়া যাবেরে॥

সমছদ্দি কহে মন্ত্রী ভাগ্য ভাল বটে। যেখানে সেখানে যাও বিভা আগে ঘটে ॥

মন্ত্রির গান। তাল খেমটা।

হায়কি কপাল ভালো। নৈলে কেনে বিধি মোরে এখানে আনিলো ॥ কপালে আছিলো মোর, সেবিবো চরণ তোর, তেঁই নিধি সদয় হয়ে এখানে আনিলো। এমন ভাগ্য হবে কবে, তুমি মোর নারী হবে, শ্রুত মাত্র মন ধন প্রেমেতে মজিলো ॥

পয়ার। মন্ত্রীগান শ্রবণ করিয়া জানমতি। বাসনা করিলো ধনী করিবারে পতি ॥ শুভ কর্ম্ম বিবাহের আয়োজন কৈল। বরমালা ধনী লয়ে মন্ত্রী গলে দিলো ॥ বিবাহ হইলো সাঙ্গ রঙ্গমেতে গেলো। মদন সদয় হয়ে উপস্থিত হৈলো ॥ বলেতে লুকায় লজ্জা মদন জ্বালায়। স্নেহ আসি নিজরূপ উভয়ে দেখায় ॥ সাজিয়ে উভয়ে রঙ্গে পালঙ্কেতে যায়। অধরে অধর ধরে দেব মধুধায় ॥ এইরূপে কিছুকাল রজনী বঞ্চন। করিলেন আমদেতে মিলি দুইজন ॥ মন্ত্রী নিজে নারী লয়ে আমদে রহিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো ॥

পয়ার। এক দিন মন্ত্রীসুত উঠিয়া প্রভাতে। কান্দিতে লাগিল অতি রমণী সাক্ষাতে ॥ রমণই রাজকন্যা জানমতি ধনী। পতির ক্রন্দন শুনি কহে প্রিয়সিনী ॥ কি কারণ কাঁদিতেছো ওহে প্রাণ বন্ধু। বলহে ত্বরন্ত তার শুনি গুণসিন্ধু ॥ তোমার রোদন হেরি উচাটন মন। হইতেছে প্রাণবন্ধু আমার এখন ॥

জানমতির গান। রাগিণী ঝিঝিট তাল আড়া।

সখেলো সখেলো প্রাণে বেদন তোমার। আচম্বিতে কেন কান্দ বন্ধুহে আমার ॥ তোমার রোদন হেরি,

শুনিয়া বচন ॥ সদয় হইয়া বিধি যদি দিলো এনে। থাকহে কিঞ্চিৎকাল মোর নিকেতনে ॥ ভবনে আমার যদি কিছুদিন রবে। পরিনারী রাজপুত্র সকলে পাইবে ॥ হেন বাক্য শুনি মন্ত্রী চরণে ধরিলো। আপনি কেবট বলে জিজ্ঞাসা করিলো ॥ উত্তর করিলো ধনী মধু অধরিণী। জ্ঞানমতি নাম মোর যাদু বড় জানি ॥ পরিনারী যতো আছে যদি মনে করি। যাদু করে সকলেরে এনেদিতে পারি ॥ ঘর দ্বার সরোবর যতেক আমার। দেখিতেছো মন্ত্রীস্তুত সকল জাদুর ॥ পূর্ব্বদেশে বাড়ি মোর তপস্যা লাগিয়া। আসিয়াছি ঘর ছাড়ি উদাসি হইয়া ॥ কামিক্ষ্যার মহারাজ রাজা রাজেশ্বর। ঠাকুর আমার তিনি আমি কন্যা তাঁর ॥ আবাল কালেতে মন হলো উচাটন। তেকারণ আসিয়াছি ছাড়ি নিকেতন ॥ দ্বাদশ বৎসর মোর বয়েস হইলো। বিবাহ করিব বলে মনে সাধ ছিলো ॥ বিধি বর বানাইয়া আনিল তোমারে। আপন দাসির মত জানিবে আমারে ॥ বিবাহ আমারে যদি তুমিহে করিবে। পরিনারী রাজপুত্রে অবশ্য পাইবে ॥ এমতি বলিয়া ধনী গান আরম্ভিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো ॥

জ্ঞানমতির গান। তাল খেমটা।

আমি যৌবনেরি ভরে। নিতান্ত হয়েছি তুমি আছি হে কাতরে ॥ সদয় হইয়ে বিধি, আমারে দিলেক যদি, যতন করে হৃদয়মাঝে রাখিবো তোমারে। ॥ দিবহে তোমারে প্রাণ, যৌবন অমূল্য ধন, দাসী যদি করো তুমি বন্ধুহে আমারে ॥

পয়ার। এমতি ভাবেরি গান শ্রবণ করিয়া। উত্তর করিলো মন্ত্রী আহ্লাদিত হৈয়া ॥ কি বলিলে গুণমণি মধু অধরিণী যৌবন করিবে দান রাজার নন্দিনী ॥ বড় ভাগ্য দেখি প্রাণ তুমি মোর হবে। রাজপুত্র পরিনারী মোরে এনে দিবে ॥

পত্নির মধ্যে গণিবে আমায়॥ পরির মধুর বাণী করিয়ে শ্রবণ। লজ্জিত হইয়া মন্ত্রী কহিছে তখন॥ ভক্তি এত কেন মোরে প্রিয়া বিনোদিনী। তব আজ্ঞা ছাড়া নহে জানিবে আপনি॥ উত্তর শুনিয়া পরি আহ্লাদিত হৈল। মন্ত্রীবর বন্ধু পুত্র রথেতে লইল॥ পরস্থান চলিলেন রথেতে চড়িয়া। মন্ত্রিরে লইয়া কোলে আনন্দ করিয়া॥ পরস্থানে উত্তরিল নিজ নিকেতনে। রাখিলো মন্ত্রীকে লৈয়া গোপনে যতনে॥ এন নূতন রসে উভয়ে বিহার। করিলেন কিছুকাল আনন্দ অপার॥ একরাত্রি পরিনারী মন্ত্রীরে লইয়া। কৌতুক করিছে সুখে মদনে মাতিয়া॥ ইতোমধ্যে মাতা তার আসিয়া পৌঁছিলো। বেটি গুণাগুণ সকলো দেখিতে পাইলো॥ ক্রোধেতে অস্থির হয়ে মন্ত্রিরে ধরিলো। পবনের বাহনেতে উড়িয়ে ফেলিলো॥ কুসুম কানন এক দেখিতে সুন্দর। তার মধ্যে ছিল এক ভাল সরোবর॥ চারদিক ঘটেতে এক আছিল প্রাকার। সাজাতে আছিলো গুলি কাটারি হাজার॥ পরদা তায় পড়েছিলো জোহর জড়িত। বিছানা তাহার ছিলো তাশের শোভিত॥ সেই শয্যা বিছাইয়ে এক বিনোদিনী। অপ্সরীর রূপ সমো ইন্দ্রের কামিনী॥ প্রথম যৌবনী ধনী অনঙ্গ আগুনি। দেখিতে সুন্দর অতি যেমন মোহিনী॥ স্নান করিয়ে ধনী সহচরি সঙ্গে। বসিয়াছে সরোবরে ধ্যান লাগাইয়ে॥ পরিনারী মন্ত্রিরে যে ছুড়ে ফেলেছিলো। সেই সরোবর মধ্যে আসিয়া পড়িলো॥ কি পড়িলো বলি ধনী ত্বরায় উঠিলো। সুন্দর বদন এক মানব দেখিলো॥ দাসী-গণে সরোবরে দিলো নামাইয়া। উঠাইলো মন্ত্রীকে আজ্ঞা মাত্র গিয়া॥ সুন্দর বদন হেরি মন মজাইলো। কে তুমি বলিয়া ধনী জিজ্ঞাসা করিলো॥ মধুর বাণীতে মন্ত্রী উত্তর করিলো। যেমতি সকল কথা প্রকাশ পাইলো॥ শুনি ধনী সুবদনি কহিছে তখন। কদাচ না কর মন্ত্রি মন উচাটন॥ বুঝিলাম তুমি বড় রসিক সুজন। জুড়াইলো প্রাণ মোর

পয়ার। পরি নিজ পরিচয় মন্ত্রিরনন্দনে। বিস্তারিত বিব রণ জানাইলো গানে॥ শুনিয়া মন্ত্রীরসুত আহ্লাদি হৈলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো॥

মন্ত্রির গান। তাল খেমটা।

ইতো বড়ো দয়া দেখি। মধুবাণী শুনে সখী হুই- লাম সুখি॥ নয়ন শোভা দেখে হলো, কথাতে মোর প্রাণ যুড়ালো, চলো প্রাণ এখন তোরে নয়নে বসায়ে রাখি। তোমার বদন ধনী, যেনো নিরমল মণি, দেখি যুড়াইলো প্রাণ, উজ্জ্বল হইলো আঁখি॥

পয়ার। পরি নারী মন্ত্রীগান খেদের শুনিল। ভাবে উপর ভাব দ্বিগুণ বাড়িল॥ প্রেমের ভাবেতে মন্ত্রী নিজভা দিলো। এ ভাব কেমন ভাব লজ্জা পলাইলো॥ মদনেতে মাতোয়ারা হৈয়া দুইজনে। শৃঙ্গারের পথে গেলো র আস্বাদনে॥ পিরিতের রীতি লেখা যে দপ্তরে ছিলো মুনসি হইয়া মন্ত্রী তাহারে খুলিলো॥ পুস্তক আছিলো যত প্রেমের তাহাতে। সকল খুলিয়ে পড়ে আহ্লাদিত মতে। ক খ আদি বিবরণ হক্কিয় পর্যন্ত। সকল পড়িয়া মন্ত্রী বুঝিলো তদন্ত॥ হিসাবের লেখা পড়া সকল করিয়া। কলা করিলো বন্দ কাতর হইয়া॥ নিজবহি পরিনারী রাখে নিজ স্থানে। এ রীতে বিহার হৈলো নিশিতে কাননে॥ পরিনারী নিকটেতে মিঠাম আছিলো। উভয়ে গ্রহণ করি জলপা কৈলো॥ পরে তারে পরিনারী জিজ্ঞাসা করিলো। এই শিশু নিকটেতে তব কেবা বলো॥ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রী নন্দন। সকল বিস্তার কথা কহিলো তখন॥ মন্ত্রির সাহ শুনি আহ্লাদিত হৈল। মধুর বাণীতে ধনী কহিতে লাগিল। শুন ওহে প্রাণনাথ রসিক সুজন। দয়া করি চলো প্রাণ মো নিকেতন॥ আমি দাসিমতো হয়ে সেবিব তোমায়। আপ

কি জন্যে আইলে। নিজরূপ দেখাইয়া মোরে মাতাইলে॥ আমার মাথার কিরা তোমারে নাগরি। যথার্থ আমারে বলো ছাড়িয়ে চাতুরি॥ মুচকি হাঁসিয়া পরি ঘোমটা টানিলো। মন্ত্রীরে রসিক বুঝি উত্তর করিলো॥ শুনো ওহে প্রাণনাথ রসিক সুজন। সতত আসিছে আমি ভ্রমিতে কানন॥ তোমার রূপেতে মন মজিল আমার। অতেব চুম্বন কৈনু বদনে তোমার॥ শয়নে তোমারে দেখে কৌতুক করেছি। কৌতুকে তোমার মন আসক্ত হয়েছি॥ পরস্থান বাটি মোর আমি পরি নারী। বুঝে দেখো প্রাণনাথ আমি সে কুমারি॥ ভুলে গেলে প্রাণ মোর দেখহে বুঝিয়া। এক নিশি গিয়েছিলে অরণ্যে বাহিয়া॥ অশ্ব এক ছিল সঙ্গে বাজ পাখি লয়ে। জিন বিছাইয়ে ছিলে শয়ন করিয়ে॥ পাঁচশত পরি যোরা করিয়ে মিলন। ভ্রমণ করিতে যাই কৌতুকে কানন॥ বনেতে তোমারে দেখি যত পরিগণে। কৌতুক করিলো কতো বুঝে দেখ মনে॥ নুরযাঁহার কোলে তুমি কেমনেতে গেলে। নিশি মধ্যে আলাপিয়া কেমনে আইলে॥ পুনর্ব্বার কাননেতে কেমনেতে এলে। এমন সুন্দরী নারী কেমনে ভুলিলে॥

গান। রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

কৌতুক কেবা করিলো। নুরযাঁহার কোলে এনে তোমায় কে দিলো॥ বুঝে দেখো প্রাণ তুমি, কৌতুকি কামিনী আমি, নহিলে কেমনে তারে পাইতে বলো। নিশিতে তথায় গেলে, তার সঙ্গে আলাপিলে, এমন পিরিতে কেনো বিচ্ছেদ হলো। দেখহে তোমার সঙ্গে, করিয়াছি কতো রঙ্গে, তদবধি প্রাণ মোর প্রেমে মজিল॥

কাননে শুতিয়ে, নিদ্রাগত হয়ে আছে। আহা মরি মরি, এমন নাগরি, দাঁড়াইল তার কাছে ॥ রূপ তার হেরি, কহিতেছে পরি, এবা কোনজন এল। দেখি মনোহর, দিব্য কলেবর, হেরি মন মজাইল ॥ কহিতেছে পরি, আহা মরি মরি, এমন মানব হয়। দেখিয়া নয়ন, প্রবেশে কানন, মৃগ যদি দেখে তায় ॥ প্রেমে তার মজে, ছেড়ে দিয়ে লাজে, মন্ত্রির নিকট গেল। নিকটেতে গেল, আসন করিল, বদন চুম্বন কৈল ॥ পাইল চেতন, মন্ত্রির নন্দন, নিদ্রা ভঙ্গ তার হয়। পরি রূপ হেরি, মন্ত্রী জ্ঞান হরি, নিরক্ষণ করে তায় ॥ দেখিয়া বদন, চন্দ্রেরি কিরণ, চিত্রেরি নির্ম্মাণ হৈল। ত্রিপদী রচনে, ছিদ্দিকি নন্দনে, কৌতুকেতে বিরচিল ॥

গান। তাল খেমটা।

আহা কিবা নয়ন বাণ, মৃগ যদি দেখে তার খঞ্জন নয়ন। মানে মন মজাইয়ে, লাজেতে লজ্জিত হয়ে, প্রবেশে কানন যেয়ে, করে নিরীক্ষণ ॥ বদন নিরমল শশী, তাহে পুন মধুর হাঁসি, দেখিলে পরে হয় উদাসি, রসিক সুজন। একেতো রূপসী নারী, তাহে ধনী ছিল পরি, যৌবনেতে হয়ে ভারি, মজাইল মন ॥

পয়ার। নিদ্রাভঙ্গ হৈল মন্ত্রী পাইল চেতন। কোলেতে দেখিল পরি সুন্দর বদন ॥ অকস্মাৎ পরি দেখি ভাবিত হইল। শেষেতে সাহস করি জিজ্ঞাসা করিল ॥ তুমি কে প্রেয়সি শশী কাহার নন্দিনী। হেথা কেন আইলে তুমি মধু অধরিণী ॥ তোমার নয়নবাণ খঞ্জন যেমন। ভুরু তব ধনুঃ মত শোভিত বদন ॥ চাঁচর তোমার মুখে আছে যে পড়িয়া। বসিয়াছে ফণী যেন মণি উগারিয়া ॥ এমন উত্তম রূপ না হেরি কখন। তব রূপ হেরি প্রাণ যুড়ায় নয়ন ॥ সত্য করি বল পরি

অধিক করিল। শিশুরে লইয়ে কোলে পুনঃ নিদ্রা গেল॥
বিধি নাম যেই জন স্মরণ করিবে। অবশ্য তাহার পাপ
মোচন হইবে॥ ইতোমধ্যে পরি এক আচম্বিতে আইল।
পয়ার প্রবন্ধে শ্রীমনচান্দ রচিল॥

লঘুত্রিপদী। এক পরিনারী, পরমা সুন্দরী, উক্ত অরণ্যেতে
এলো। রূপ মনোহর, কি কব তাহার, চন্দ্রের উপমা
ছিল॥ কেশ বেশ তার, তিমির প্রকার, বদনে উদয়
শশী। ভুরুধনু যেন, কামান সমান, মুখেতে মধুর হাসি॥
চঞ্চল নয়ান, খঞ্জন যেমন, মৃগ দেখি লজ্জা পায়।
অধর মধুর, শোভিতে বিম্ব, বন্দ পুরা ছিল তায়॥
নাসিকা সঁপশারি, ফুলে বেলওয়ারে, মুক্তা গাঁথা নথ তার।
কেশরি প্রমাণ, চিত্রের নির্মাণ, গড়ে ছিল বিধি যার॥
কুচ ছিল তার, কনক কটোরি, অলঙ্কার প্রায় হয়ে।
শিশুরে কদম্ব বিবরে পাইয়ে, নিজ চক্ষে নিরখিয়ে॥
যৌবন তাহার, প্রবল বাহার, জ্বলন্ত অনল প্রায়।
দেখিলে বদন, মন উচাটন, সকলেরি প্রাণ হয়॥
গঠিত বেলুন, সুন্দর যেমন, বাহুপ্রায় তারছিল। তাহার
অঙ্গুলি, চম্পাকের কলি, করে শোভে ছিল ভাল॥ নাভিতে
সুন্দর, শোভে কলেবর, সরের মত তায়। উরু হেরি মত,
দেখিতে শোভিত, চরণ শ্রীমন্ত প্রায়॥ পরিধান তার,
আছিল সুন্দর, পায়জামা সাটিনের। কুর্তি গায়ে তায়, ছিল
সাটিনের, মুক্তা গাঁথা ছিল তার॥ পেসওয়াজ ভালো, দেখিতে
উজ্জ্বলো, তাহাতে নয়ন হয়। জৌহর জড়িত, ছিল তায় কত,
পোরেছিল পরি তায়॥ কর্ণেতে কুণ্ডল, মুকুতা প্রবাল, আকা-
শেরি তারা মত। গজমতি গলে, শোভিতেছে ঝুলে, তার মত
প্রকাশিত॥ রূপ বিদ্যাধরি, তাহে বনী পরি, কি করি বর্ণিমা
তার। চন্দ্রে আছে মল, সেত নিরমল, হেন দেখা পাওয়া
ভার॥ অরণ্য ভিতরে, তৃতীয় প্রহরে, নিশিতে শশী যেমন।
উদয় হইল, উজ্জ্বল করিল, দুর্গম গহন বন॥ মন্ত্রী শিশু লয়ে,

বুঝি বিবরণ, সকলে কান্দন, সবে করে হায় হায়॥ রাজার ভবন, উঠিল ক্রন্দন, হাহাকার শব্দ হৈল। মাতা পিতা কান্দে, ত্রিপদীর ছন্দে, সমচন্দ্র বিরচিল॥

পয়ার। হেতাকার শুন বাণী মন্ত্রির নন্দন। মরাশিশু কোলে লয়ে প্রবেশে কানন॥ আরাধন আরম্ভিল কান্দিয়া কান্দিয়া। যোগী মত যোগ কৈল অরণ্যে বসিয়া॥

গান আরাধন।

রাগিণী খাম্বাজ লুম। তাল আড়া।

এবার তার হে তারণং। দয়াময় দাতা তুমি প্রভু নিরঞ্জন॥ তুমি না তরালে পরে, কোথা যাব অন্য-স্তরে, যথা যাই তথা তুমি কর বিরাজন। লীলা খেলা তোমার যত, কে বুঝিতে পারে তত, সকল ঘটে জানি আমি তুমি সে জীবন॥ দয়া কর দয়াবান, ওহে প্রভু নিরঞ্জন, করি পাপ বিমোচন বাঁচাও পুত্রধন॥

পয়ার। এমতি করিয়া ধ্যান ধ্যান আরম্ভিল। দিনমান গতো হৈল রজনী আইল॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইল যখন। বুকে শিশু রাখি মন্ত্রী করিল শয়ন॥ বিধাতা সদয় হৈল আরাধন শুনে। তুষ্ট হয়ে বাঁচাইল রাজার নন্দনে॥ রাজার নন্দনধন জীবন পাইল। ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে কাঁদিতে লাগিল॥ নিদ্রাগত ছিল মন্ত্রী শুনিয়া রোদন। আহ্লাদিত হৈল অতি পাইয়া চেতন॥ আমোদ আহ্লাদ পরে দুখের লাগিয়া। সন্তানের জন্য মন্ত্রী ভাবিছে বসিয়া॥ মৃগ এক আপনার বাচ্চা সঙ্গে করে। শিশুর রোদন শুনে আইল ধীরে ধীরে॥ আপনার দুগ্ধ লয়ে শিশু মুখে দিলো। ক্ষুধায় আছিল শিশু দুগ্ধ পান॥ তার পরে মৃগ গেল কানন ভিতরে মন্ত্রী বসে বসে দেখে হরিষ অন্তরে॥ বিধির নির্বন্ধ তবে

লঘুত্রিপদী। মন্ত্রীর নন্দন, হইয়া পাষাণ, দুয়ারে পড়িয়া থাকে। সুরবাহাঁ ধনী, আসিয়ে আপনি, কান্দে কত দেখে তাকে।। পুন শুন বাণী, সুরবাহাঁ ধনী, গর্ব্ববতী হয়েছিল। দশমাস পূর্ণ, হইল যখন, পুত্রধন প্রসবিল।। উজ্জ্বল ভুবন, চন্দ্রেরি কিরণ, রূপের সাগর যেন। হইল উদয়, জুড়াল হৃদয়, দেখি সেই পুত্রধন।। মহারাজ দেখি, হইলেন সুখি, মন্ত্রিরে ভুলিয়ে গেল। পাষাণেতে যেয়ে, পুত্রেরে লইয়ে, কাটিতে আর নারিল।। কহিছে তখন, যদি পুত্রধন, কিছু দিন বেঁচে রবে; ওয়ারিস হইবে, বাবাজি বলিবে, মন্ত্রী লয়ে লভ্য কবে।। রাণী শুনি বাণী, কহিছে তখনি, রাজার নন্দন শুন। তোমার হৃদয়, যেমন নিদয়, নাহি দেখি কদাচন।। মন্ত্রি তব জন্য, হইল পাষাণ, বুঝে দেখ প্রাণ মনে। সেত কৈল মর্ম্ম, জানাইল ধর্ম্ম, ধর্ম্ম করি দিল প্রাণে।। ধর্ম্মঘট্ট করে, ভুলিলে তাহারে, একি দেখি তব রীত। সন্তান লইয়া, কেটে ফেল গিয়া, বিধি দিলে পাব কত।। রাজার নন্দন, শুনিয়ে বচন কহিছে তখন ভেবে। সন্তানে কাটিয়া, মন্ত্রী বাঁচাইয়া কিবা লভ্য মোর হবে।। শুনি হেন বাণী, রাণী পাগলিনী, ক্রোধেতে অনল হৈয়া। ছেলে কোলে নিয়া, আপনি উঠিয়া, পাষাণ নিকটে গিয়া।। লইয়ে সন্তানে, রাখিয়ে পাষাণে, ছুরি হাতে ধনী নিল। বিধি নাম নিয়া, নিদয় হইয়া, নিজহাতে বলি দিল।। মন্ত্রী নিজপ্রাণ, পাইল তখন, যেমন শয়নে ছিল। ত্বরায় উঠিয়া, অতি ব্যস্ত হৈয়া, কাটাছেলে কোলে নিল।। পুত্র কোলে করে, রাজাররাণীরে, মন্ত্রী বলে ধিরি ধিরি। মড়াছেলে নিয়ে, অরণ্যে যাইয়ে, বাঁচাইতে যদি পারি।। তবেত ফিরিব, ঘরেতে আসিব, প্রতিজ্ঞা রহিল মোর। মন্ত্রী এই বোলে, ছেলে লয়ে কোলে, ঘরে নাহি গেল আর।। ছাড়ী নিকেতনে, চলিল কাননে, অরণ্যে প্রবেশে গিয়া। হেথা রাজরাণী, পুত্রশোকে ধনী, নিতান্ত কাতর হৈয়া।। কান্দে ঘরে যেয়ে, মাথায় মারিয়ে, সকলে শুনিতে পায়।

রণ বিস্তারিত সকল শুনিব ॥ হেন কথা শুনে মন্ত্রী কান্দিতে লাগিল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিল ॥

গান। আড়খেমটা। নাড়ার শুর।

এমনি কি পাষাণ হলো আমার রাজার মন। কিছু বুঝলেনা কারণ, এক ধর্ম্ম বিচক্ষণ, আচম্বিতে শুনতে চাহে আদ্দি বিবরণ ॥ ইতো ভাল জ্বালা হলো উপায় করি কি এখন। মোর কথা শুনলেনা, কিছু দয়া করলেনা, নিদয় বড় দেখি আমি রাজার নন্দন। আমি নৈলে ভাল হবে, একি ধর্ম্ম আচরণ ॥

পয়ার। কান্দিয়া অস্থির হৈল মন্ত্রীর নন্দন। কহিতে উদ্যত হৈল আদ্দি বিবরণ ॥ শুনহে নিদয় রাজা মোর নিবেদন। পাষাণ হইব আমি কহিলে বচন ॥ মরে যাব পড়ে রব তোমার দুয়ারে। বাঁচাইতে চাহ যদি পুনর্ব্বার মোরে ॥ সুরখাহা ধনী যবে পুত্র প্রসবিবে। সেই পুত্র লয়ে মোর উপরে কাটিবে ॥ কাটা মাত্র নিজ প্রাণ পাইবহে আমি। আদ্দাস আমার এই রেখ যেন তুমি ॥ আরম্ভ করিল পরে আদ্দি বিবরণ। চরণ পাষাণ হৈল বন্ধুর তখন ॥ যখন সকল কথা নিবেদন কৈল। পাষাণ হইয়া মন্ত্রী দুয়ারে পড়িল ॥ পাষাণ হইল মন্ত্রী দেখে রাজরাণী। কান্দিয়া আকুল হৈল কুলের কামিনী ॥ মন্ত্রী পিতা হেন কথা করিয়া শ্রবণ। শিরে করাঘাত হানি করয়ে ক্রন্দন ॥ হায় হায় বলে মন্ত্রী যায় নিজ ঘরে। পাষাণ হৈয়া পুত্র ছৈল বলে সবাকারে ॥ শুনিয়া সকলে কান্দে মাথায় মারিয়ে। শিল লয়ে বুকে মারে জননী শুনিয়ে ॥ কেন্দে কেন্দে রজ্জু লয়ে গলে দিতে যায়। সহচরী হাতে ধরি রাখিল তাহায় ॥ মন্ত্রী ঘর পুত্র বিনে শূন্যাকার হৈল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিল ॥

লস্কর লইয়া। পুত্র আনিবারে জান আমদ করিয়া॥ কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে তথায় পৌঁছিল। পুত্র বধু দুই জনে যাইয়া দেখিল॥ পুত্র আসি পিতা পায় প্রণাম করিলো। যতনেতে নরপতি কোলেতে লইল॥ তুষ্ট মনে নরপতি আনন্দিত হয়ে। নিকেতনে চলিলেন পুত্রবধূ লয়ে॥ লস্কর চলিল সঙ্গে ডঙ্কা মেরে যায়। নকিব ফুকারি রব সকলে জানায়॥ শশী আসি গগনেতে উদয় হইল। নিজ নিকেতনে রাজা আসিয়া পৌঁছিল॥ বাটীর প্রবেশকালে নৃপতি নন্দন। সদর দুয়ার ভাঙ্গা দেখিল তখন॥ নৃপতি নন্দন ভূপে জিজ্ঞাসা করিল। সদর দুয়ার মোর কেমনে ভাঙ্গিল॥ মন্ত্রী কথা নরপতি পুত্রে জানাইল। নৃপতি নন্দন শুনে অনল হইল॥ জিজ্ঞাসিল বিবরণ কেন মন্ত্রীসুত। ভাঙ্গিলে দুয়ার মোর কহিবে নিশ্চিত॥ সত্যকথা না কহিলে তোমারে কাটিব। তব পিতা মাতা আদি সকলে পীড়িব॥ মন্ত্রী কহে শুন রাজা মোর নিবেদন। চাহিয়া ছিলাম ভিক্ষা ইহার কারণ॥ মার্জ্জনা করহে দোষ আমারে এখন। তোমারে উচিত নহে শুনিতে বচন॥ একথা শুনিয়া অতি রাগান্বিত হৈল। অসি লয়ে মন্ত্রীসুতে কাটিতে উঠিল॥ নুরবাহা নারী তবে কহিল রাজনে। বন্ধুরে আপন তুমি কাটিবে কেমনে॥ নির্দ্দয় এমন কেন তোমার হৃদয়। তব ভাল কত কৈল মন্ত্রির তনয়॥ হেন কর্ম্ম কেমনেতে করিবেহে প্রাণ। তোমার চরিত্র দেখি মাতাল সমান॥ মনেতে আপন কিছু ভাল বুঝিয়াছে। তেকারণ মন্ত্রীসুত দুয়ার ভেঙ্গেছে॥ এইমত কত শত ভৎসনা করিল। মধুর বচনে ধনী কত বুঝাইল॥ তবু নাহি বুঝে রাজা রাগিল দ্বিগুণ। সতেজ হইল যেন জ্বলন্ত আগুন॥ মন্ত্রির নন্দন ধন কহিল তখন। বিবরণ বিস্তারিত নৃপসুত শুন॥ যদি আমি বিবরণ সকল কহিব। কলেবর পাষাণ হবে পরাণ ত্যজিব॥ রাজসুত হেন কথা কহিতেছে শুনি। আমি এমন চাতুরির কথা কত জানি॥ তব চাতুরিতে আমি নাহিক ভুলিব। বিক-

মহারাজ মন্ত্রিরে কহিল। মহারাজ সায় দিল, মন্ত্রি আহ্লা-
দিত হলো, বিস্তারিত পয়ছন্দি রচিল ॥

পয়ার। মহারাজ রাণী লয়ে নিজ নিকেতন। চড়িয়ে
তুরঙ্গে রঙ্গে করিলো গমন ॥ খাঁড়া হাতে করি মন্ত্রী পশ্চাতে
চলিলো। দ্বাদশ দিবস পরে কানন ছাড়িলো ॥ দেশ অন্বে-
ষণ কিছু পাইয়ে রাজন। রাজরাণী করে ধরি দেখায় তখন ॥
আমোদে আহ্লাদ করি হেঁসে হেঁসে যায়। হেনকালে এক
নালা দেখিবারে পায় ॥ নালা দেখে অশ্ব চায় যায় লম্ফ
দিয়া। খাড়া লয়ে কাটে মন্ত্রী পেছু পা থাইয়া ॥ চরণ ছেদন
হৈল অশ্ব পড়ে গেলো। ক্রোধিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা
করিল ॥ শুন ওহে মন্ত্রি তুমি কি কর্ম্ম করিলে। অসি লয়ে
অশ্বপদ কেনহে কাটিলে ॥ উত্তর করিল তারে শুন বিবরণ।
পূর্ব্বেতে ইহার আমি করি নিবেদন ॥ অসম্ভব দুষ্ট কর্ম্ম
আমি যে করিব। বিবরণ কদাচন তার না কহিব ॥ সেই কর্ম্ম
করিয়াছি শুন নরপতি। না কহিব কদাচন করুন প্রণতি ॥
নরপতি শুনি কথা হইল লজ্জিত। অশ্ব কেনে পায় যায় সঙ্গে
মন্ত্রীসুত ॥ অশ্ব আরোহণে রাণী চলিলেন রঙ্গে। পেছু পেছু
রাজা মন্ত্রী পদাতিক সঙ্গে ॥ একদিনের পথ আছে নিকে-
তনে যেতে। বিদায় হইল মন্ত্রী বলে নৃপসুতে ॥ এখানে
থাকহে রাজা আমি যাই ঘরে। সুসংবাদ দিব গিয়া তোমার
পিতারে ॥ লস্কর লইয়া সঙ্গে রঙ্গে লয়ে যাব। ত্বরায় যাইয়া
আমি ফিরিয়া আসিব ॥ এই বলি মন্ত্রীসুত বিদায় হইল।
রঙ্গেতে তুরঙ্গে চড়ে নিকেতনে গেল॥ তথায় পৌঁছিল গিয়া
রাজার সাক্ষাতে। সাক্ষাত করিল যেয়ে আহ্লাদিত মতে ॥
সবিস্তার বিবরণ ত্বরায় কহিল। নরপতি শুনি অতি আন-
ন্দিত হৈল ॥ পরেতে কহিল মন্ত্রী শুনহে রাজন। সদর দুয়ার
ডাক আছে প্রয়োজন ॥ হুকুম করিল রাজা ডাকিতে দুয়ার।
আজ্ঞামাত্র ডাকে সবে যত নেজদার ॥ মহারাজ মন্ত্রী সঙ্গে

জিজ্ঞাসিল, সত্যকরি মাতাবল, রাজা তবে বাঁচিবে কেমনে॥ মনেতে হইয়া দুখি, উত্তর করিল পাখি, শুন তবে কহি বিবরণ। কোন লোক হেন হয়, অশ্ব পিছে নিজে যায়, খাঁড়া নিয়ে করিয়ে গোপন॥ উক্ত নানা অশ্ব দেখি, মনেতে হইয়ে সুখি, লম্ফ দিতে চাহিবে যেমন। অশ্বপদ খাঁড়া লয়ে, কেটে ফেলে পেছু যেয়ে, তবে বুঝি বাঁচিবে রাজন॥ ইহাই উপায় আছে, পুন ফাঁড়া আছে পাছে, মুক্তি হয়ে ঘরেতে যাইবে; সদর দুয়ার ভেঙ্গে, মস্তকে পড়িবে রঙ্গে, পুন রাজা তাহাতে মরিবে॥ হেন কোন জন হয়, আগে রাজবাটী যায়, সমাচার রাজারে কহিবে। দুয়ার ভাঙ্গিবে গিয়া, পশ্চাতে কুমারে নিয়া, মহল ভিতরে যেতে দিবে॥ এই দুই ফাঁড়া গেলে, সদা রবে কুতুহলে, রাণী লয়ে আমদে থাকিবে। পুন শুন অনাকথা, আমাদের হেন কথা, যদি শুনে থাকে কোন জন। রাজারে কহিলে পরে, দুখ বড় হবে তারে, সদ্যমাত্র হইবে পাষাণ॥ উপায় আছয় তার, পুনর্ব্বার বাঁচিবার, হবযাঁহা পুত্র প্রসবিলে। প্রসব হইবা মাত্র, পিতা মাতা লয়ে পুত্র, পাষাণেতে যদি কেটে ফেলে॥ তবায় বাঁচিবে তবে, আপনার কায়া পাবে, কিছুদিন আনন্দে রহিবে। জেগেছিল মন্ত্রীসুত, শুনিয়ে সকল তত্ত্ব, তৈর কিছু পায় নাক ভেবে॥ এই সব বিবরণ, শুনিলেক যাহাগণ, মন্ত্রী নিজে শুনিতে পাইল। ভাবিতে লাগিল বসি, পোহাইয়ে গেল নিশি, মহারাজ চেতন পাইল॥ মন্ত্রির মলিন রূপ, নিরক্ষণ করি ভূপ, কেন হলো বলে জিজ্ঞাসিল। মন্ত্রী কহে শুন শুন, আচম্বিত মোর মন, উচাটন কেমনে হইল॥ নৃপসুত দেখো দেখো, দুটি কথা মোর রেখো, অসম্ভব দুকর্ম্ম করিব। কারণ তাহার যদি, জিজ্ঞাসিবে নরপতি, ভিক্ষা দেহ তাহা না কহিব॥ তব অনুমতি ভিন্ন, না করিব কর্ম্ম অন্য, এবে দুই কর্ম্ম ভিক্ষা দিলে। ভুলিবে সকল দুখ, চিরকাল হবে সুখ, রাজবালা লয়ে কুতুহলে॥ করিবে যাহাই তুমি, নাহি জিজ্ঞাসিব আমি।

লয়ে করবে বিরাজন।। পিরিতি বিসম জ্বালা, ইতো নহে ছেলে খেলা, যত দেখ লীলেখেলা, করিতেছে সেই জন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। কথোপকথনে নিশি, উপস্থিত হৈল আসি, মহারাজ রাজবালা লয়ে।। অশ্বজিন বিছাইয়ে, শয়ন কৈলে প্রিয়া লয়ে, অতিশয় আদর করিয়ে।। এইরূপ করি মন্ত্রী, ভিন্ন শয্যা করি রাতি, ভিন্ন হয়ে শয়ন করিল। সোবামাত্র ঘুমাইল, নিদ্রায় রজনী গেল, নিশাবধি প্রভাত হইল।। প্রভাত হইল দেখি, মহারাজ উঠে সুখি, ঘরে চল মন্ত্রীরে কহিল। দুই অশ্ব ছিল সঙ্গে, তিন বাঁধিলেন রঙ্গে, রাজ অশ্ব রাজবালা নিল।। মন্ত্রী নিজ অশ্ব লয়ে, মহারাজে দিল গিয়ে, রাজালয়ে আরোহণ হৈল। দুই অশ্বআরোহণে, চলিলেন দুইজনে, মন্ত্রী নিজ পদেতে চলিল।। আমদ প্রমদ যত, লিখিব তাহায় কতো, যত কৈল মিলে তিনজনে। কৌতুক করিয়া যায়, বিশ্রাম নাহিক তায়, একাদশ দিবা বনে জনে।। এক নিশি সেই বনে, শয্যা করি তিনজনে, পুনর্ব্বার আমদে রহিল। রাজা রাজবালা লয়ে, কাপড়ে কাণ্ডার দিয়ে, ভিন্ন হয়ে শুইয়া রহিল।। অন্য এক বৃক্ষতলে, মন্ত্রীসুত কুতুহলে, একা যেয়ে শয়ন করিল। মন্ত্রী নিজে জেগে রহে, রাজা রাজ বালা দোঁহে, আহ্লাদিত হয়ে ঘুমাইল।। উপরোক্ত বৃক্ষপর, কোন পক্ষি বাসাঘর, বানাইয়া বাচ্চা করেছিল। নিশি দুই প্রহরেতে, সেই পক্ষি আদরেতে, বাচ্চাগণে কহিতে লাগিল।। বাচ্চা শোন বাছাধন, অদ্য নূতন বিবরণ, এসেছে যে রাজা বৃক্ষতলে। তাহার কপাল মন্দ, দেখিতেছি হবে মন্দ, দুই ফাঁড়া আছয় কপালে।। অশ্ব চড়ি ঘরে জাবে, পথ মধ্যে নালা পাবে, লম্ফ দিয়ে অশ্ব পার হবে। শুন বাছাধন তবে, তখনি পরাণ যাবে, মহারাজ পড়িয়া মরিবে।। এমন সুন্দরি নারী, রাঁড়ি হবে তৎঘড়ি, এইরূপ ভাবি নিজমনে। বাচ্চাগণ

রাজার গান। তাল রেখতা।

চলরে চল রাজবালা প্রাণপ্রিয়া বিধুমুখী। তব দুঃখে দুঃখ ঘটে তব সুখে হই সুখি॥ আশা মোর যাহা ছিলো, সে আশাতো পূর্ণ হলো, পুনরায় এই আছে হৃদয়মাঝে লয়ে রাখি॥ আমি যে সে কালেতে, তুমি প্রিয়া প্রাণ মোর, নয়নের তারা জ্ঞানে তোরে নয়নে যতনে রাখি॥

পয়ার। রূপবতী সতী প্রিয় এই গান শুনে। উত্তর করিলো ধনী মধুর বচনে॥

রাজনন্দিনীর গান। তাল রেখতা।

দেখো দেখো প্রাণনাথ মিলিল দুজন। যেন সদা চির- দিন থাকে হে এমন॥ কোথা রৈলো মোর মাতা কোথা রৈলো মোর পিতা, এখন কেবল ভরসা করি তোমারি চরণ॥ দাসী হয়ে যাই আমি, দয়া রেখো প্রাণ তুমি, দেখ যেন দুঃখো নাকে মোরে কদাচন॥ পিতৃ ঘরে তোর সঙ্গে, থাকিলাম যেই রঙ্গে, সেই রঙ্গে রঙ্গ করে থাকিবো দুজন। চিরদিনের শুন বাণী ওলো রাজনন্দিনী, বিরাজ কর বন্ধুলয়ে আনন্দে মগন॥

পয়ার। উভয়ের গান মন্ত্রী করিয়া শ্রবণ। আহ্লাদিত হয়ে অতি গায় নিজ গান॥

মন্ত্রীর গান। রাগিণী আড়ানা তাল যৎ।

এমন পিরিতি রীতি সদা রাখে নিরাঞ্জন। কিবা শোভা পায় ভবে যদি থাকে চিরদিন॥ রসিক যে জন হবে, প্রেমে মন মজাইবে, তবেত এমন হবে,

মতলব তুজকো দিয়া, এইহি দেতা হৈগা ছবকো
জেস্কা জোহৈ ভাগী ॥

পয়ার। রাজার নন্দিনী লয়ে ভজন গাইয়ে। উপস্থিত হৈল সবে অবণ্যে যাইয়া॥ অরণ্যের মধ্যস্থানে পালকী রাখিলো। পশ্চাতে কাহার গণে বিদায় করিল॥ প্রাণভয়ে বেহারাগণ কানন ছাড়িয়া। পালকী রাখিয়া সবে গেলো পলাইয়া॥ যোগী চেলা দুইজনে করিয়া মিলিন। ধনী মুখে পানি দিয়া করায় চেতন॥ ক্ষণেক বিলম্বপরে চেতন পাই-লে। যোগী চেলা রূপ হেরি ভাবিতে লাগিলো॥ নিজ ঘর নাহি দেখি হৈলো উচাটন। যে দিগে চাহিয়া দেখে সেই দিগে বন॥ ত্রাসিত হইয়া প্রাণে কাঁপে থর থর। উদাশ্য হইয়া ধনী কান্দেন বিস্তর॥ উদাশ্য দেখিয়া প্রাণে ভাবি দুইজন। চেলা বেশ গুরুবেশ ছাড়িলো তখন॥ যাহার যেমত রূপ তাহাই হইলো। রাজারনন্দিনী ধনী দেখিয়া চিনিলো॥ বিবরণ বিস্তারিত সকল কহিলো। রমণী শুনিয়া অতি লজ্জিত হইলো॥ মন্ত্রিরনন্দন ধনে কহিলো তখন। এ সকল কিন্তু করা কেবল অপমান॥ তোমারে যেমন আমি দিয়াছি হে ফাঁকি। ফাঁকির উপরে ফাঁকি দিয়াছ হে ফাঁকি॥ কলঙ্ক আ-মার দেশে রটাইয়ে এলে॥ এবড় অধর্ম্ম কর্ম্ম অন্যায় করিলে॥ কপালেতে ছিলো মোর কলঙ্ক হইলো। এখন আপন দেশে লয়ে মোরে চলো॥ দেখ হে মন্ত্রীর সুত রসিক সুজন। না করিও যেন মোর আর অপমান॥ মন্ত্রী হেনকথা শুনে কহিছে তাহায়। সদা মোরে আজ্ঞাকারী জানিবে নিশ্চয়॥ তুমি মোর মাতা তুল্য আমি যে চাকর। সেবিব চরণ সদা এই আশা মোর॥ তব বুদ্ধি বিদ্যা দেখি কৌতুক করেছি। প্রকারন্ত করে তোরে ভুলায়ে এনেছি॥ এমতি ভাবের কথা উপস্থিত হৈলো। তিনজনে একি ভাব আসিয়া জন্মিলো॥ পরেতে সকলে মিলে গান আরম্ভিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীমহম্মদ রচিলো॥

যোগী ঘরবন্ধ করে। কাঁপিতে কাঁপিতে রাজা আইলো বাহিরে ॥ যোগী কহে শুন রাজা আমার বচন। রাক্ষসীরে কাটা ভাল নহে কদাচন ॥ ইহারে কাটিলে পরে জঞ্জাল ঘটিবে। ইহা হৈতে শত শত রাক্ষসী হইবে ॥ একটা কাটিলে পর এক শত হয়। বিধানেতে দেখিয়াছি শাস্ত্র মত কয় ॥ গত রজনীর ভয় আছয়ে আমারে। চেতন হইলে পর ধরে খাবে মোরে ॥ এখন নিদ্রায় আছে আকুল হইয়া। রাক্ষসীরে উচ্চা করি শিকলে বান্ধিয়া ॥ পালকী আনিয়া তার ভিতরেতে পুরে। বন্ধ করে লয়ে যাই অরণ্য ভিতরে ॥ যোগের যোগের স্থান আছয়ে তথায়। সেই থানে লয়ে যাব কাটিব ইহায় ॥ তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় না পাই। যা বলিলে মহারাজ করিব তাহাই ॥ যোগীর মুখেতে শুনি সভাসদগণ। সায় দিল সবে মিলে নিজেক রাজন ॥ শিকল আনিয়া পরে যোগী হাতে দিল। রাক্ষসীরে কেঁপে কেঁপে বান্ধিতে লাগিল ॥ পালকি আনিয়া তার ভিতরেতে পুরে। কাহারের স্কন্ধে দিল উঠায়ে তাহারে ॥ অন্দর মহল হৈতে বাহির করিলো। মহা ঘোর বনমধ্যে লইয়া চলিলো ॥ মহারাজ দুইজনে দুই ঘোড়া দিলো। তুরঙ্গে চড়িয়া দোঁহে রঙ্গেতে চলিলো ॥ পালকী আগেতে যায় কাহার লইয়া। দুইজনে পাছে যায় ভজন গাইয়া ॥ রাজরাণী মহারাজ কান্দিতে লাগিলো। জামাতার ঘরে কন্যা বিদায় করিলো ॥ পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচন। সকলেতে শুন পুনঃ যোগীর ভজন ॥

গান ভজন।

হরদম বোলরে মন মনমাঝে নাম নিরাঞ্জন, আরে যোগি। ওহি হৈগা জমিন জমান, ওহিছে হৈ এহ আছমান, চাঁদশুরুজ ওহকি হৈগা, কাহেকো ফিকির করম কি লাগি ॥ জেছনে তুজে এহাঁতক লায়া, তেরা

মারনেকো কৌন ছুখেগা ॥ কালজো মুঝে পাতি ঐছি নেগল জাতি, কেস্কা দোঠো মাথা হেয় ওছকি পাছু জাগা ॥ হামছে আদোওাতি হেয়, রাতকিতো বাত হেয়, পাঁজেব কেরলিয়াহেঁ৷ মেঁই মুজকো চিনে গা। বহুত দেখা রাখছনি, বহুত দেখা শুকছনি, মগর এয়ছা না দেখা বাবা পকড় খাবেগা ॥ জব ছিদ্দিক কহেগা, তব হোবি ছুকেগা, নহিতো মুজমেঁ ক্যা তাব বাবু মৈঁ না ছুকঁগা ॥

ছিদ্দিকির আজ্ঞা গান।

রাগিণী ঝিঝিট। তালা আড়া।

যাওহে যোগী যাও যাও ধরে আন রাজবালা।
চাতুরী করেছে যেমন তেমনি হয়েছে ছলা ॥
যার জন্যে যোগী হলে, তারে যদি বিধি দিলে, যতন করে ধরে তারে, ওরে যোগী লয়ে পালা ॥ ছিদ্দিকির কথা শুন, ত্বরায় গিয়ে তারে আন, সঙ্গে করে লয়ে চরে পথে পথে করে খেলা ॥

পয়ার। ছিদ্দিকির আজ্ঞা হৈলো রাজা হৈতে ভারি। অন্দরে চলিলো যোগী শুনি ধীরি ধীরি ॥ চেলারে লইয়া সঙ্গে রঙ্গেতে চলিলো। রাক্ষসীরে সকলেতে দেখিতে আ-ইল ॥ যোগীজির পাছু পাছু চলিল রাজন। উপনীত হৈলো আসি নন্দিনী সদন ॥ হাত বাড়াইয়া রাজা দেখাইয়া দিল। মহল ভিতরে ভুপ ভয়ে নাহি গেলো ॥ বাটীর ভিতরে যোগী প্রবেশ হইয়া। কাপড়েতে ছিলো ঢাকা খুলিল যাইয়া ॥ মন্ত্রী আদি যত লোক সঙ্গে এসেছিল। রাক্ষসীরে মড়া থেকে প্রত্যক্ষ দেখিল ॥ ত্রাসিত হইয়া সবে কাঁপিতে লাগিলো। যোগিজী বাসয়া তথা জ্ঞান আরম্ভিলো ॥ তন্ত্র মন্ত্র পড়ি

রাণী ॥ অতি ব্যস্ত হয়ে, রাণীরে উঠায়ে, জিজ্ঞাসিলো মহীপাল। কেন হেন হলে, জ্ঞান হারাইলে, নলিনের দোষে বল ॥ রাণী কহে শুন, বলিহে রাজন, যোগী কথা মিথ্যা নয়। দেখি যে আকার, অতি ভয়ঙ্কর, কন্যা মড়া লয়ে যায় ॥ মড়া বুকে লয়ে, মুখেতে ধরিয়া, খাইতেছে রাজবালা। রাজার নন্দিনী, হৈলো রাক্ষসিনী, এত হলো ভালো জ্বালা ॥ শুনিয়া রাজন, দেখিবারে যান, আপন নন্দিনী গুণ। প্রত্যক্ষে দেখিলো, রাক্ষসী বুঝিলো, ভয়ে হারাইল জ্ঞান ॥ কিছুই উপায়, ভাবিয়া না পায়, ত্বরায় বাহিরে এলো। কন্যা গুণাগুণ, রাক্ষসী লক্ষণ, সকলেরে নৃপ কৈলো ॥ শুনে সভাসদ, বুঝিলো প্রমাদ, মহা ভাবনায় হলো। রাজা সকলেরে, জিজ্ঞাসিলো পরে, কি উপায় করি বলো ॥ রাখিলে এজনে, খাবে কোন দিনে, মনুষ্য সহিত সকল। সহর ভাঙ্গিবে, সকলে খাইবে, এ কন্যায় বিনা ফল ॥ আমারে খাইবে, সকলে মারিবে, রাখিবে না কোন প্রাণি। হায় হায় বলে, মাথে মারে তুলে, কিল বধে রাজরাণী ॥ আমার নন্দিনী, হৈল রাক্ষসিনী, কোনদিন মোরে খাবে। রাক্ষসী হয়েছে, রাখা নহে কাছে, মনে মনে রাণী ভাবে ॥ মন্ত্রী আসি কয়, শুনো মহাশয়, রাজা ধর্ম্ম অবতার। মহল ভিতরে, রাক্ষসী কন্যারে, কোনমতে পার নারে ॥ অন্যদেশে গিয়া, মানব ধরিয়া, এক্ষনে আনিয়া খায়। ফুরালে সে দেশ, খাইবে এ দেশ, পরে খাবে বাপ মায় ॥ এক্ষণে উপায়, শুনো মহাশয়, কোনমতে মেরে ফেলো। কারসাধ্য হেন, যোগিজি আছেন, এহারে কাটিতে বলো ॥ নৃপ শুনি বাণী, কাটিতে নন্দিনী, যোগিরে আজ্ঞা করিল। ফিকির রচিলো, যোগিজি শুনিলো, নৃপতিরে জানাইল ॥

হিন্দি গানে যোগীর উত্তর। তাল কেরবা।

হামছে না হোগা বাবা হামছে না হোগা। রাখহমি

লয়ে খায় কড়মড় করিয়া॥ কড়মড় করি দন্ত ভয় দেখা-ইয়া। চেলারে আমার চাহে যায় ধরে নিয়া॥ হাতেতে আছিলো চিমট্যা মারিনু তাহায়। বাপ বাপ করিয়া সে রাক্ষসী পলায়॥ চরণে তাহার এই পাঁয়জেব ছিলো। পালাইবার কালে এক খসিয়া পড়িলো॥ ভাল দ্রব্য দেখি আমি লয়ে রাত্রিকালে। রাক্ষসীর স্থানে লৈয়া রাখি ঝুলি-তলে॥ বিক্রয় করিবো বলে বাসনা করিয়া। চেলারে আপন ডাকি প্রভাতে উঠিয়া॥ এই দ্রব্য লয়ে আমি দিয়াছি বে-চিতে। চোর বলি ধরাপড়ে তোমার সাক্ষাতে॥ বিস্তারিত বিবরণ কহিনু এখন। বুঝিয়া বিচার করো উচিত যেমন॥ চোর মোরা নহি বাবু শুন যুবরাজ। আরাধন জন্য মোরা করি যোগি সাজ॥ বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া রাজন। ভাবিত হইল অতি মনেতে আপন॥ মন্ত্রী আদি সকলেরে জিজ্ঞাসা করিলো। অসম্ভব কথা যোগি কেমনে কহিলো॥ পাঁজেব কন্যার মোর আমি ভালো জানি। রাক্ষসী কেমনে পেলে অসম্ভব বাণী॥ মন্ত্রীআদি সকলেতে হেন কথা শুনে। ভাবিত হইলো সবে নিজ নিজ মনে॥ পুনরায় মন্ত্রীগণ কহিলো রাজনে। কন্যারে জিজ্ঞাসা করো যাইয়া সদনে॥ পাঁজেব তাহার পায়ে আছে কিনা আছে। তদারক আবশ্যক জানা যাবে পাছে॥ ছিদ্দিকি শুনিয়া কথা নিচে দিলো সায়। তদারকে নরপতি নিকেতনে যায়॥

লঘুত্রিপদী। মহল ভিতরে, রাণীর আগারে, মহারাজ নিজে গেলো। যোগি মুখে যতো, শুনিলো প্রকৃতো, রাণীর সাক্ষাতে কৈলো॥ রাণী শুনে বাণী, শিহরিল ধনী, বলে একি কথা হয়। কন্যার ভবন মিলিয়া দুজন, অতি ব্যস্ত হয়ে যায়॥ চাদরেতে ঢেকে, রেখেছিলো তাকে, রাণী জেয়ে খুলে তারে। রাক্ষসী যেমন, খায় মড়াগণ, মুখেতে আপন ধোরে॥ তেমতি দেখিলো, জ্ঞান হারাইলো, ত্রাসিত হইলো রাণী। বাবারে বলিয়া, যায় পলাইয়া, মুখে নাহি স্বরে

তক্তমত ভক্তি করি লৈয়া বসাইলো ॥ জিজ্ঞাসিলো মহারাজ
যোগি মহাশয়। পাঁজেব কন্যার মোর পাইলে কোথায় ॥
তনচেল্লা আনিয়াছে বিক্রী করিবারে। স্বর্ণকার চিনে ধোরে
এনেদিল মোরে ॥ কেমনে পাইলে তুমি যোগি মহারাজ।
সত্যকরি বলো মোরে ছেড়ে দেহো লাজ ॥ যোগিজি শুনিয়া
কথা উত্তর করিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো ॥

গান হিন্দি। যোগির উত্তর।

গুজরি রাত মৈনে জোগি ধুনি জালাই। গোহাএরা
শাম লিয়ে চেত্ত লাগাই ॥ দোপহর রাত আইজো-
ন্যো চেলা। তন হামেঁও বএটকে ধ্যান লাগাই ॥
অজব রং সচবাই রাতকি বিচে। রাক্ষচীনি এক
ছেবাকি উপর মোরদা লেআই ॥ এক বাচ্চো মোরদা
লেতকা হাতমেঁ বরকে। খাতিজুই ওহ্‌কো বাবা হামনে
আই ॥ চাহ্‌তিথি ওস্‌ মেরা ওহ্‌কোভি লেখান।
মুজকোভি দেখকে ফের গোস্বেসে আই ॥ চিমটা
জো হাতমে থা মারা ওস্তে এড্ডু। ছোড়কর চেলা মেরা
ভাগকে আই ॥ চেল্লাকে ভাগি জব রাক্ষছনি এয়া-
রো। পাঁজেবওহিঁ গেরগেই দেখনে আই ॥ উঠা-
লিয়া রাতমেঁ রথ দিয়া পাঁজেব। এইহি হুরতমেঁ
বাবা হাতমেঁ আই ॥ এয়ছা রাক্ষছনি কভু মৈঁনে নেহি
দেখা। দোঠ মোরদা খাতিজুই এত্তরক আই ॥

হিন্দিগানের অর্থ বাঙ্গালাতে পয়ার।

যোগিজি উত্তর কৈলো শুন বিবরণ। গতো নিশি ধুনি
জালি করি আরাধন ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইলো যখনো।
চেলা মোর ঘুমাইলো মহারাজ শুনো ॥ ইতি মধ্যে রাক্ষসী
এক দুটা মড়া লয়ে। খেতে খেতে এক মড়া পৌঁছিলো আ-
সিয়ে ॥ ছোট মড়া জেটা ছিলো বগলে রাখিয়া। বড় মড়া

তেকারণে ডাকিয়াছে আপনি রাজন ।। বড় রঙ্গভঙ্গ দেখি জোগিরাজ তোমার। রাজার দরবারে আজি হইবে বিচার ।। শুনিয়া উত্তর কৈলো মন্ত্রির নন্দন। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীনমছুদ্দি রচন ।।

গান হিন্দি। তাল খেমটা। যোগির উত্তর।

বাবা যোগী কি রং, গাঁজা আর ভাং। এক চেলা ছেওা মেরা ছাথিনাছঙ্গ। কাহেকো বোলায়া মুঝে রাজা মহারাজ ।। মেওিঙতো হোঁ দেলকি রাজা রাজা মেরা ছঙ্গ। কিমগরি নাহি জান আরে পিয়ারে। গোস্থাঞিয়া নাম মেরা দিলকি হেয় বঙ্গ। চেলা মেরা কাহেকো ছব বাঁদেকে লায়া। ছচতো কহো বাবা মেরা কেঙ্কে কিয়া জঙ্গ ।। চলো চলো জাতাহোঁ মঞে রাজাকি নজদিক। বাঁদা কাহে চেলা মেরা দেখ হওা দঙ্গ। জোগিকি জোগ উপর নাজৈা চড়ায়া। এছমে বড়ি খপাগি হুই দেলতো ছওা তঙ্গ ।। ছিদ্দিকি জানে মেরা জোগিয়া ছামান। ফারিখেল ওছকো হৈগা দেখ জেস্তা রং ।।

গান। রাগিণী খাম্বাজ লুন ছপকি।

চলেজো জোগি মন মন রাগি। রাজা দরশন লাগি ।। পিকর ভং চড়ালিয়া রং আভোওারা হোকর ভাগি। গোজরে জোদম, বোলে হরদম, দমদম না দরিয়া জোগি। চলাজো সংমে দুজোগ সংমে, ছিদ্দিকিছে লিয়া সংগি ।।

পয়ার। দুজনে সঙ্গে যোগি গমন করিল। রাজার সম্মুখে আসি দরশন দিল ।। যোগিরূপ দেখে নৃপ উঠে দাড়াইলো।

বোলে যদি তোরে ধরে ॥ যদি কেহো জিজ্ঞাসয় কোথা হৈতে এলে। পাঁজেব এমন তুমি কোথায় পাইলে ॥ উত্তর তাহার দিবে শুনো গুণমণি। গুরু মোর জানে বাবা আমি নাহি জানি ॥ ভয় না করিবে মনে সাহস করিবে। কৌতুক করিয়া তুমি সকলে দেখাবে ॥ আপদ বিপদ যতো হবে উপস্থিত। বুঝে নিবো আমি তাহা কহিনু নিশ্চিত ॥ এমতি বুঝায়ে মন্ত্রী পাঁজেব লইয়া। নৃপতির হাতে দিলো বিক্রির লাগিয়া ॥ চেলা বেশে যায় নৃপ নগর ভিতরে। পাঁয়জেব দেখাইলো সকলে আদরে ॥ একজন স্বর্ণকার দেখিতে পাইলো। পাঁয়-জেব নিজহস্তে সেই গড়ে ছিলো ॥ দেখিয়া চিনিলো সেই গঠন আপন। চোর জ্ঞানে নৃপতিরে ধরিলো তখন ॥ কোথায় পাইলে চোর পাঁজেব রাজার। রাজার কন্যার দেখি গঠন আমার। হাতে ধরে বেন্ধে তারে রাজার হুজুরে। স্বর্ণকার লয়ে গেলো নৃপতি কুমারে ॥ স্বর্ণকার পাঁয়জেব রাজারে দেখায়। দেখামাত্র চিনে রাজা জিজ্ঞাসিলো তায় ॥ কন্যার আমার চোর পাঁজেব কেমনে। চুরি করি লয়ে গেলে অ-নিয়া ভুবনে ॥ উত্তর করিলো শুনি নৃপতি নন্দন। আমি নাহি কিছু জানি শুনো বিবরণ ॥ গুরুজি আমার আছে পাঁজেব দিয়াছে। বেচিবারে তিনি মোরে হেথা পাঠাইছে ॥ জিজ্ঞা-সিলে তারে রাজা পাইবে সন্ধান। এই ভিন্ন নাহি জানি অন্য বিবরণ ॥ শুনিয়া নৃপতি দূতে আপনি ডাকিয়া। যো-গিরে ধরিয়া আন কহিলো রাগিয়া ॥ চেলারে লইয়া সঙ্গে দূত ভৃত্যগণ। পঞ্চ হাতিয়ার লয়ে করিলো গমন ॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে তথায় পৌছিল। চেলা যেয়ে গুরুজিকে দেখা-ইয়া দিল ॥ দেখামাত্র যোগিজিরে কহে দূতগণে। সুন্দর দেখিয়া রূপ ভাবে মনে মনে ॥ যোগিজি বলিয়া ডাকে যত দূতগণ। চলো চলো উঠে চলো রাজার ভুবন ॥ যত চেলা আছে সঙ্গে তারে লয়ে চলো। তোমাদিগে লয়ে যেতে নৃপ পাঠাইলো ॥ যোগিজি তুমি বুঝি কি মায়াগিরি জান।

পাঁজের পাইয়া, আহ্লাদিত হৈয়া, পরে মন্ত্রি নৃপে কৈলো। কহিলাম যাহা, করিয়াছ তাহা, ইহার পাইবে ফলো॥ গুরুজি সাজিব, চেলা বানাইব, নৃপতিনন্দন তোরে। আজ্ঞা মত রবে, তবে প্রিয়া পাবে, নাহি বুক ভিন্ন মোরে॥ নিশি পোহাইল, কোকিল ডাকিল, যোগী হৈতে হয় মন। ছিন্দিকী রচন, রসেরি বচন, হিন্দি বিরচনে শুন॥

গান। তাল আড়খেমটা।

যোগিকি জোগ দেখো জোগিয়া রে। ছোনেকি কায়া মেঁ রাখ মলারে॥ হরদম জোবোলে জোগি চৈ চৈ কি বোলি। গোসাঁইয়া নাম লিয়া মালা লিয়া রে॥ জোগিকি জোগমেঁ জোগ মেঁলোয়া। শের পর জটা বাঁদ জোটাধারী বানারে॥ রাজা মহা-রাজকো চেলা বানায়া। ধুনি জালানে কি লিয়ে লকড়ি লিয়ারে॥ মৃগছালা জোলিয়া কাঁদমে ধরকে। বিনা বাজানে কি লিয়ে বিনা লিয়ারে॥ চিমটা লিয়া তাম্বুলিয়া জোগিয়া ছামান। লোটা লিয়া ছোটা লিয়া জোগি বানারে॥

পয়ার। মন্ত্রির নন্দন ধন প্রভাতে উঠিয়া। মত্তির ভস্ম করি অঙ্গেতে লেপিয়া॥ পরচুলা লয়ে তার জটা বানাইলো। কণ্ঠমালা গলেদিলো জপমালা দিলো॥ নৃপতিরে আপনার চেলা বানাইয়া। সঙ্গে করি রঙ্গে যায় নগর ভ্রমিয়া॥ সহর ভিতর এক বটবৃক্ষ ছিল। তাহার তলায় যোগি আসন করিল॥ বসিয়া তাহার তলে ধুনি জ্বালাইয়া। নিরঞ্জন আরাধনে রহিল বসিয়া॥ চুরি করে পাঁজের যাহা এনেছিলো। আয়োজন পরে যোগি বাহির করিলো॥ চেলারে আপন ডাকি কহে বিবরণ। বেচিবারে দিব তোরে পাঁজের এখন॥ বেচিবারে যাহ রাজ্য সহর ভিতরে। কোনজন চোর

মন্ত্রিসুত শুনিব তখনি ॥ কথার বাহির তব কথাচ না হব। কহিবে আমারে যাহা তাহাই করিব ॥ মন্ত্রির ভাবেতে রাজা নিজ ভাব দিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো ॥

লঘুত্রিপদী। মন্ত্রি কহে শুন, রাজার নন্দন, মোর কথা তুমি শুন। চতুর নাগরী, রাজার কুমারী, কথাতে ন-ইবে মন ॥ আজি তার ঘরে, যাইয়া আদরে, বলি যাহা আমি কর। এক শিশি মোর, আছয়ে যাদুর, নাকে দিবে যেয়ে তার ॥ ঘ্রাণেতে সে ধনী, হবে পাগলিনী, তিনদিন নেশা রবে। মড়া মত হবে, নেশাতে থাকিবে, জ্ঞান হত অতি হবে ॥ এক মড়া ছেলে, দিব কালি তুলে, আমি শ্মশানেতে গিয়া। সেই ছেলে নিয়ে, গোপন করিয়ে, প্রথমে রাখিবে নিয়া ॥ নিশি শুতাইবে, বেহুস করিবে, মড়া তার মুখে দিয়া। চাদর ঢাকিয়া, পাঁজের লইয়া, মোর হাতে দিবে নিয়া ॥ তার পরে সত্য, করিব বিদিত, যোগির বেশ ধরিব। নৃপতিরে বলে, নিশি পোহাইলে, তোমারে চেলা করিব ॥ ইহাই বলিয়া শ্মশানেতে গিয়া, মড়া এক লয়ে এলো। নৃপতির হাতে, দিলো মন্ত্রিসুতে, রাজবাটী যেতে কৈলো ॥ চলিলো রাজন, হরষিত মন, শিশা মড়া দুই লৈয়া। পৌঁছিল ভুবনে, রাখিলো যতনে, মড়া শিশা লুকাইয়া ॥ রাজার নন্দিনী, সিরাজল ধনী, বঁধুরে নয়নে দেখি। হুড়াহুড়ি করে, যৌবনেরি ভরে, মনেতে হইয়া সুখী ॥ রাজা হেনকালে, নাকে শিশী দিলে, শুঁখে হৈল পাগলিনী। জ্ঞান হত হৈলো, বুদ্ধি হারাইলো, বেহুঁস হইলো ধনী ॥ রাজারনন্দন, ধনিরে তখন, চিত করে শোয়াইলো। মড়ারে লইয়, বুকে তার দিয়া, মুখেতে লা-গায়ে দিলো ॥ রাক্ষসী যেমন, খায় মড়াগণ, তেমন তাহারে করে। মন্ত্রি কথা মত, করিলো প্রকৃত, ধনীমুখে রক্ত ঝরে ॥ চাদরে ঢাকিয়া, ধনীরে রাখিয়া, পাঁজের খুলিয়া নিলো। রাজারনন্দনে, মালিনী সদনে, মন্ত্রিরে আনিয়া দিলো ॥

রিবো তারো, যত আছে মনে মোরো, মন্ত্রি শুনি নিষেধ করিল। গোপনে তথায় থাকে আমোদে সদত রবে, চাতুরির মত দিবো ফল॥ চতুর রমণী সেই, মনেতে করেছে এই মহারাজ শুন হে সন্ধান। হইলে আমার মৃত্যো, নিশ্চিন্ত হইয়া রেকো, আমোদে থাকিতে দুই জনে॥ আমি যদি বেঁচে রবো, তোমারে লইয়া যাবো, নিজদেশে রঙ্গে সঙ্গে করি ইহাই বুঝিয়া ধনী, লাড়ু দিলো গুণমণি, জীবনেতে মারিবে আমারে॥ যেমন চাতুরি কৈলো, উচিত তাহার ফলো, নিব তারে লয়ে যাব ঘরে। ছিদ্দিকী রাগিয়া কয়, এই যে উচিৎ হয়, মনোমত সাস্তি দিব তারে॥

পয়ার। মন্ত্রিরনন্দন কৈলো দেখিলে রাজন। রাজার নন্দিনী ধনী চতুর যেমন॥ মেরেছিলো এবে মোরে লাড়ু খাওাইয়ে। বিরাজ করিত ধনী তোমারে লইয়ে॥ এখানেতে কদাচন আর না থাকিব। উচাটন মন কৈলো দেশেতে যাইব॥ রাজারনন্দন শুনে ভাবিতেছে মনে। প্রাণপ্রিয়ে ছেড়ে দিয়ে যাইব কেমনে॥ থাকিতে পরাণ আমি ছাড়িতে নারিব। না হেরিয়া হেন রূপ পরাণে মরিব॥ মন্ত্রিরে কহিল রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া। যাইব কেমনে আমি প্রিয়সী ছাড়িয়া॥ কলেবরে প্রাণ মোর যতক্ষণ আছে। হেরিব তাহার রূপ মনেতে জেগেছে॥ হেন বাক্য শুনি মন্ত্রি উত্তর করিলো। ছাড়িতে প্রিয়সী কেবা তোমারে কহিলো॥ যদি মোর কথা তুমি রাখহে রাজন। লয়ে যাব প্রিয়া তব করিয়া যতন॥ চাতুরি করিছে যেমন চাতুরি করিব। ঘরের বাহির করে সঙ্গে লয়ে যাব॥ নৃপতি কহিল মন্ত্রি কি বলিলে শুনি। বাহির করিবে তুমি রাজারনন্দিনী॥ অসম্ভব কথা হেন কেমনে পারিবে। ঘরের বাহির করে লইয়া যাইবে॥ প্রাণপ্রিয়া যদি মোর লয়ে যেতে পার। আজ্ঞাকারি সদা আমি থাকিব তোমার॥ তোমার বুদ্ধিতে পাই রাজার নন্দিনী। যাহা কবে

মন্ত্রি, সে জন চতুর অতি, কোন দিন রঙ্গে ভঙ্গ দিয়া ॥ রাজা-রে লইয়া যাবে, মোর দশা কিবা হবে, বুঝিতেছি আমি অনুমানে। মন্ত্রির কুমার বলে, বিশাক্ত মিষ্টান্ন এনে, খাওয়া-ইয়া মারিব সে জনে ॥ ভুলায়ে রাখিবো প্রাণে, আপনারি নিকেতনে, আমোদেতে সদত থাকিবো। নূতন নূতন রঙ্গে, কৌতুক করিয়া শেষে, যুবরাজে ভুলায়ে রাখিবো ॥ এই বলি ছলা কৈলো, নৃপতিরে জানাইলো, শুন শুন নৃপ মহারাজ। আসিয়াছ মন্ত্রি সঙ্গে, ভুলিয়াছ মাতি রঙ্গে, একি করা তব সাজে কাজ ॥ সন্ধান করিয়ে তোরে, এনে দিলো মোর ঘরে, সেতো কৈলো তব কত কর্ম্ম। তাহারে ভুলিলে প্রভু, কিছু নাহি দিলে কভু, এতো করা কেবল অধর্ম্ম ॥ চারি লাড়ু তার জন্য, দিতেছি করিয়া মান্য, আজি লয়ে দেহো তারে গিয়া। আপনার সাক্ষাতেতে, খাওাইবে মন্ত্রিসুতে, খেয়ে পরে কহিবে আসিয়া ॥ আপনি না খাবে কভু, নিষেধ ক-রিনু প্রভু, খাবে যদি মোর মাথা খাবে। এই বলি উঠে গেলো, চারি লাড়ু আনি দিলো, মন্ত্রিরে লইয়া প্রাণ দিবে ॥ মহারাজ লয়ে তারে, আসি মালিনীর ঘরে, মন্ত্রি হস্তে সেই লাড়ু দিলো। তুমি মোর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রি, রাজকন্যা রূপবতী, তুমে এই লাড়ু খেতে দিলো ॥ সাক্ষাতেতে খেতে মোর, কহিয়াছে প্রিয়া মোর, না খাইলে ছাড়িবনা তোরে। হেন বাণী মন্ত্রি শুনে, বুঝিলেন মনে মনে, এত দিনে লাড়ু দিলো মোরে ॥ সন্দেহ তাহার হৈলো, নৃপতিরে জানাইলো, রাজা লয়ে পশ্চাত খাইবো। এত দিনে রাজকন্যা, লাড়ু দিলো মোর জন্য, কেন দিলো মনে বিচারিবো ॥ পরে লাড়ু লয়ে মন্ত্রি, হইয়া চঞ্চল অতি, নৃপতির সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া। কাকে আগে খাওাইলো, খাওামাত্র মরে গেলো, চমৎকার হইল দেখিয়া ॥ রাজা বলে একি হৈল, ভাল লাড়ু দিয়া-ছিলো, এখনি মরিতো মন্ত্রি মোর। কহিবো তাহারে গিয়া, হেন কর্ম্ম কেন প্রিয়া, রূপবতী হয়ে তুমি কর ॥ তবে রাজা ক-

রাজন। তোমার আশাতে আসি ছাড়ি নিকেতন।। জাতি কুল মান প্রাণ সকলি লইয়া। সঁপিয়াছি প্রিয়ে তোরে রসিক বুঝিয়া।। এই মত হৈলো কত কথোপকথন। পরেতে হইলো আসি উদয় মদন।। উদয় হইলো প্রেম উভয় দুজনে। লজ্জা পলায়ন কৈলো নিজ নিকেতনে।। রাজার নন্দিনী স্থানে রস দম্প ছিলো। রসের পলিতা তায় যুবরাজ দিলো।। প্রেমের তৈলেতে রাজা পুরাইলো তায়। মদনের অনলেতে পলিতা ধরায়।। লোভেতে আন্ধার মন যতো হয়ে ছিলো। পিরিতের দম্প জেলে দীপ্তমান কৈলো।। পিরিতের রীতি ক্রিয়া করিলেন সাঙ্গ। বিদায় হইলো রাজা ভেঙ্গে গেলো রঙ্গ।। বিরচিত সমছাদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে। শুন শুন অন্য কথা ত্রিপদির ছন্দে।।

দীর্ঘত্রিপদী। সুর্য্য যেয়ে লুকাইলো, নিশি আসি দেখা দিলো, উদয় হইলো শশী আসি। কিঞ্চিৎ বিলম্ব পর, আসিবেন প্রিয় মোর, হেন ধ্যান করিছে প্রেয়সী।। হেনকালে যুবরাজ, করিয়া আপন সাজ, উপস্থিত হইলেন আসি। রসবতী কহে তায়, এস এস রসময়, ওহে বঁধু মোর প্রাণশশী।। রাজা শুনি হেন বাণী, কহিতেছে গুণমণি, এত মান মোর কেন প্রাণ। সদা মোর এই আশ, থাকিবো হইয়া দাস, এই আশে আছে হে জীবন।। সেবিবো চরণ জানি, দেখিবো বদন ধনি, এ ভরসা সদা করি মনে। দেখ দেখ প্রিয়সিনী, রসবতী কমলিনী, হেন কথা থাকে হে যে মনে।। তাদের ভাবিয়া কথা, উপস্থিত হৈলো তথা, প্রেম আসি সাক্ষাৎ করিলো। লজ্জা পলাইয়া গেলো, মদন উদয় হৈলো, দুই জনে রসেতে মাতিলো।। করিয়ে রসের খেলা, উঠিলেন রাজবালা, সাজ করি রসরঙ্গ যতো। গোপনে লইয়া পতি, সুতন রসেতে নিতি, সমস্ত আমোদ করে কতো।। এমতি বিহার নিতি, সদা করি রসবতী, এক নিশি মনে বিচারিয়া। রাজার সঙ্গেতে

গান। তাল রেখতা।

এসোহে প্রাণনাথ তুমি কোথা ছিলে প্রাণ। না হেরে তবরূপ ভাবি আমি রাত্র দিন॥ যদবধি প্রাণনাথ, তুমি কৈলে মনরথ, তদবধি আশার পথ, করি আমি নিরক্ষণ। আসাতে তোমার শশী, সদত হইয়ে আসি, দিবা মোর হয় নিশি, আসি কর দিপ্তমান॥

পয়ার। বিনোদিনী গান শুনি বিনোদ মাতিলো। নিজে বাঞ্ছা মজে গানে উত্তর করিলো॥

গান। রাগিণী অড়ানা। তাল জৎ।

তব বদন হেরি প্রাণ উজ্জ্বল নয়ন। উজ্জ্বল হইল মন শুনিয়া বচন॥ কিবা দেখি কোমল কেশি কুটিল নিশি প্রায়। ঢাকিয়াছে চিকুর আসি তব শশীবদন॥ শুন প্রাণ গুণমণি, তব চাঁদের কলঙ্কনাশিনী, বদন নিরমল মণি, লয়ে করে বিরাজন। সমচন্দ্রিকী বাণী, বুঝে দেখ গুণমণি সেবিতে সাহিক আমি, কেবল তব চরণ॥

ছড়া। রসবতী সতী, যুবতী এমতি, উপপতি সঙ্গে ধর্ম্মকে সাক্ষি করিয়ে, আপন পতি করিয়ে, বরমালা গলে দিয়ে, নিতি নিতি এই রীতি, বিহার করিতে লাগিলো॥

পয়ার। রসিকের গান শুনি রসবতী প্রাণ। যৌবন আপন মন কৈলো সমর্পণ॥ যৌবনের রাজা ছিলাম শুন যুবরাজ। সঁপিয়াছি তাহে আমি ছেড়ে দিয়ে লাজ॥ কলেবরে আছে মোর কেবল পরাণ। অধিকার তার এই দিনু তোরে দান॥ তোমার গুণেতে প্রাণ বিক্রিত একনে। আশ্রিত হইল এবে নাথ হে চরণে॥ উত্তর করিলো শুনি রসিক

ছড়া।

করে করে যুগল করে, ধনি এসে করে ধরে, অপরাধ ক্ষমা করে, কার সাধ্য হেন করে, মিলন করে, আপন করে, যে করে, সাধন করে, পায় না যাহারে। সেই কর কর্ত্তার, যারে দিলো করতার, করের হয়ে অধিকার, কর লয় সবাকার, হেন করের কি বিচার, সুখে করে আপনার, ছিদ্দিকি নারে॥

রাজ-নন্দিনীর উক্তি।

গান। রাগিণী বিভাষ। তাল আড়া।

একি মানে নিশি গেলো হয়ে অবশান; দণ্ডে দণ্ডে রজনী গেলো হইয়া বিহান॥ বুঝিবারে তোর গুণে, করিলাম অপমানে, শেষে ভেবে মরি আমি শুনো প্রিয় প্রাণ। তোমার জন্য প্রাণনাথো, গতো রাত্রি ভাবি কতো, না এলে যখন বন্ধু করিলাম মান॥

পয়ার। ভাঙ্গিলো কুম্ভুল পরে মিলন হইলো; মদন সদয় হয়ে আসি দেখা দিলো॥ যতো সাধ ছিলো মনে পুরাইলো তায়। নিশি নাই বলে রাজা হইলো বিদায়॥ নিশি অবসান হৈলো সূর্য্য প্রকাশিলো। বিনোদিনী উঠে ধনী বাহিরে বসিলো॥ মনে মনে গোণে রামা রাজার নন্দন। চতুর নাগর বটে রসিক সুজন॥ আমার মানেতে কল্য অপমান করে। গিয়াছেন যুবরাজ চরণে ধরিয়ে॥ আজি এলে তারে আমি মধুর বচন। শুনাইবো যতো পারি ছিদ্দিকি রচন॥ হেন ধ্যানে দিনমানে কাটিলেন ধনী। প্রাণ শশী এলো তার লইয়া রজনী॥ ব্যস্ত হৈয়া শীঘ্র গিয়া বন্ধুরে আপন। হাতে ধরি লয়ে ধনী বসায় তখন॥ করিয়ে বিস্তর স্তুতি মিনতি প্রণতি। বন্ধুরে শুনায় গান সতী রসবতী॥

দ্বারে প্রায় উপস্থিত হৈলো ॥ পায়ে ধরাইবো বলে পড়ে গেলো মনে। অভিমানে রহিলো ধনী পুন মজে মানে ॥ রাজার নন্দন ধন ভাবিতে লাগিলো। ভাঙ্গিলনা মান ছড়াগানেতে বুঝিলো ॥ উত্তম মানের ছড়া ঝিঁঝিটি রচিত। পুনর্ব্বার শ্রুত করা তোমারে উচিত ॥

ছড়া।

প্রাণ বুঝি মানের মান জাননা, কিম্বা মানের গুণ জাননা, মানের আচার জাননা, মানের বিচার জাননা, মানের নাম শুনেছো, মানের কথাও কওনা, হেন মানে হয়না ভারি। ঝিঁঝিটির কথা মান, তারে বলি মান, দিলে প্রাণ বলিদান, না ভাঙ্গে যদি মান, সেইতো ভালমান, তার নাহি অপমান, শুনেছি বিধান, করো সমাধান, ওলো সুন্দরী ॥

গান। তাল খেম্‌টা।

মানে মান রাখা ভালো ও মানিনী তোরে বলি।
অধিক মান অপমান কেবল করা গালে কালি ॥ যদি
মান করবে প্রাণ, মানের মতো মান করো। যে
মানে দিবেনা লোকে শুনলে পরে হাতে তালি ॥
হেন মান ছাড় মান যে মানেতে মান যাবে। অপ-
মান হলে পরে ভেঙ্গে যাবে মানের ডালি ॥

পয়ার। বুঝাইলো কতো প্রাণে বলে ছড়া গান। তবু নাহি ভাঙ্গে মান দেখিলো রাজন ॥ অল্প মান এতো নহে বুঝি অনুমানে। ক্ষেম অপরাধ বলি ধরিলো চরণে ॥ পড়িয়া চরণ তলে গড়াগড়ি যায়। মান ত্যজি করে ধরি বন্ধুরে উঠায় ॥ হেন করে কর ধনি বন্ধুর ধরিলো। যে করেতে কর লয় ঝিঁঝিটি রচিলো ॥

দিবা নিশি আসি আশি হয়ে হারাইলো মান ॥ শুন ওলো রসবতী, ঠাট ছলা ছাড় রীতি, এসেছি মধুর লোভে দয়া করে কর দান। তোমার আশাতে ধনী, আসিয়াছি প্রেয়সিনী, ছিদ্দিকির শুনে বাণি, ফিরে শুনো ছড়াগান ॥

ওলো সজনী, গজগামিনী, বেশকারিণী, গুণমণি, গুণধনী, মধু অধরিণী, নূতন যৌবনী, জলন্ত অনলিনী, বিনোদিনী, প্রিয়সিনী, সুহাস্যবদনি, শরলকুর্দায়নী, কোমলনয়নি। যুগ্ম ভুরু, কণ্ঠতরু, শোভে উরু, অঙ্গে সরু, চরণ গেরু, চলুতে মেরু, রঙ্গের গুরু, বিনোদিনী ॥

বোল ছড়া।

তাহে পুন নয়ন বাণ। দেখলে হরে লয় প্রাণ ॥ মৃগ দেখি লজ্জাপায়। লুকাইতে বনে যায় ॥ এমনি লজ্জা তারে হলো। লুকাইতে বনে গেলো ॥ বলিব কি প্রাণ আপনারে। দেখলে নয়ন নয়নঝুরে ॥ নয়নেতে জুওার এসে। প্রেমের নদী যায় ভেসে ॥ প্রেমতরঙ্গ রস রঙ্গ। ডুবে যায় হয় ভঙ্গ। এমনি নয়ান তোর ও গুণমণি ॥

গান। তাল রেখতা।

কি নয়ন নয়ন হেরে নয়ন শোভা ছৈলো মোর।
দেখলে পয় দেখব বলে দেখবো দেখবো করে যার ॥
ঐ নয়ন যার নয়নে লেগেছে হে রসবতী। আপন নয়নে কাজি দিয়ে দেখো নয়ন তার ॥ ছিদ্দিকি কহিতেছে ঐ নয়নের বলিহারি। না দেখলে যে নয়নে হয়ে যায় ঘোরজগ আঁদার ॥

পয়ার। ধনী ছড়াগান শুনি মোহিত হইলো। মান ভাঙ্গি-

তাহার কারণ ॥ প্রাণপ্রিয়া মোর বুঝি করিয়াছ মান ॥ শারীরিক হয়ে ছিলো আমার পীড়িত। আসিতে না পারি তাহে তোমার সাক্ষাত ॥ ইহাতে এতেক দোষ পাইয়াছো প্রাণ। কুপথাতে মোরে মেরে কর খান খান ॥ অধরে অধর ধরি [illegible] ধীরি ধীরি। আঁটিয়ে কুন্তল ধরে করছে প্রহারি ॥ প্রেমের নৌকায় পুরে প্রেমের সাগরে। ডুবাইয়া রেখো প্রাণ মারিয়া আমারে ॥ নয়নের বাণে বাণে হানে এই জনে। কথায় খঞ্জরে ধনী বধ মোর প্রাণে ॥ শুনে ধনী গুণমণি মনে মনে গণে। যুবরাজ ঠাট জনা বিস্তারিত জ্ঞানে ॥ চতুর নাগর মোর ঠেকেছেন দায়। কথা কবো কিন্তু আনি ধরাইবো পায় ॥ কথাতে যখন মান নাহিক ভাঙ্গিল। পশ্চাতেতে ছড়া গান আরম্ভ করিল ॥ বিরচিত সমচ্ছন্দিল পয়ার প্রবন্ধ। ছড়া গান শুন ধনী আমদে আনন্দে ॥

ছড়া।

বলি তোরে শুন, রূপবতী প্রাণ, তবরূপ নিরীক্ষণ, করি আমি যখন, হারাইয়া জ্ঞান, মূর্চ্ছাগত হয়ে থাকি। শয়নে স্বপনে, তব আলাপনে, প্রীতি আলিঙ্গনে, আপন জীবনে, আনন্দিত মনে, কেবল তোমায় সুখ দেখি ॥ তদন্তিম, বদন চুম্বন, প্রেম আলিঙ্গন, কপাল বিগুণ, আমার এখন, হলোনাক প্রাণ। দেখ ধারা, এমন করা, কঠিন যারা, করে তারা, প্রাণে মারা, কেবল করা, অপমান ॥ বলি এখন, শুনো মর্ম্ম, রসিকের নহে কর্ম্ম, যে করে অধর্ম্ম, থাকে নাক তার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ভিন্ন অন্যকর্ম্ম, একি করা ভালো ॥ অতিশয় কাতরে, মহারাজ আদরে, ছিদ্দিকী বচন সারে, কহিতেছে বারে বারে, জাননাক আর কারে, মধুদানে কর আলো ॥

গান। তাল আড়খেমটা।

মধুর লোভে মান হারায়ে মর্ম্মে মরি হলো প্রাণ।

রাজারনন্দন। রাজারকুমারী লয়ে করে বিরাজন॥ প্রতি নিশি শশীমত উদয় হইয়া। সদা আসা যাওয়া করি মদেতে মাতিয়া॥ উভয়ে মিলিয়া করে প্রেম আলাপন॥ নূতন নূতন রসে রজনী বঞ্চন॥ নরপতি একরাতি নাহিক আইল তাহাতে যুবতী অতি দুঃখিত হইল॥ মনে মনে গণে রামা ন এলো নাগর। বুঝিয়া আপন মন দিলো অন্যন্তর॥ না হেরে আকুলিত প্রাণ সে বিধুবদন। তার লাগি মন ধন হলো উচাটন॥ নিশি কাটা হলো দায় শশী কোথা গেল। এই খেদে বসে ধনী গান আরম্ভিল॥

গান। রাগিণী বিভাস। তাল আড়া।

বলগো সখি এ নিশি পোহায় কেমনে। না হেরে তাহারে আমি বাঁচিব কেমনে॥ উড়ু উড়ু করে মন, না ধরে ধৈর্য্য ধারণ, করে গেলো প্রাণ শশী উদাসী প্রাণে॥ যারে না দেখিলে প্রাণ, উচাটন হয় মন, সে ধন মোর কোথা গেল বধে জীবনে॥

পয়ার। এমতি খেদের গান বসে বসে গায়। শশী নিশি আরোহণে নিকেতনে যায়॥ কপন যতন করি দেখায় বদন রাজার কুমারী ধনী উঠিলো তখন॥ মুখে পানি দিয়ে ধনী ভাবিতেছে মনে। অদ্য নিশি যদি আইসে রাজার নন্দনে উচিত তাহার [illegible] বুকে তারে দিবো। মানে মন মজাইবে পায়ে ধরাইবো॥ যেমন কাঁদালে মোরে তেমন কাঁদাবো মানভরে তত্র করি কথা না কহিবো॥ এই ধ্যানে দিনমা কাটিলেন ধনি। হেনকালে উপস্থিত হইলো রজনী॥ রাজা কুমার ধন সময়ে আপন। ধনির মন্দিরে গিয়ে দিলো দর শন॥ বঁধুরে আপন প্রেমী কোরে নিরীক্ষণ। মানেতে মগ হলে ঢাকায় বদন॥ কাতর [illegible] হেয়ে কহিছে রাজন। বদ সুধাংশু [illegible] রজনী [illegible] নিশি [illegible]

মিষ্টান্ন লইয়া দোঁহে জলপান কৈলো ॥ সুস্থির হইয়া দোঁহে পালঙ্কেতে গিয়া। শয়ন করিলো পুনঃ মুখে মুখ দিয়া ॥ এমন সময় তথা কোকিল ডাকিলো। রাজার নন্দন শুনে উঠে দাঁড়াইলো ॥ এখন আমারে প্রাণ করহে বিদায়। নিশি নাই সুস্বরে কোকিল জানায় ॥ কেমনে রাখিবে ধনী রাখিতে নারিলো। অতিশয় কাতরেতে বিদায় করিলো ॥ নিষেধ করিলো ধনী শুন প্রাণবন্ধু। দেখ যেন ভুলনাক খেয়ে হেনমধু ॥ প্রতি নিশি আসি শশী উদয় হইবে। আঁদার আমার মন প্রফুল্ল করিবে ॥ রাজার নন্দন শুনে কহিছে তাহায়। কি কহিলে প্রাণপ্রিয়ে ভুলিব তোমায় ॥ আমি কলেবর প্রাণ তুমিত জীবন। না হেরিলে অবকাশ হইবে মরণ ॥ উত্তর করিয়া রাজা গমন করিলো। ধনীর মন্দির হইতে বাহির হইলো ॥ বাহিরে দাঁড়ায়ে ছিলো মন্ত্রীর নন্দন। সকল সংবাদ তারে কহিলো রাজন ॥ শুনিয়া মন্ত্রিসুত আনন্দিত মনে। গমন করিলো দোঁহে মালিনী সদনে ॥ হেতাকার শুন আর রাজারনন্দিনী। নাগরে বিদায় দিয়া কান্দিতেছে ধনী ॥ কোকিলের প্রতি রাগি গান আরম্ভিল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসম-সদ্দি রচিল ॥

গান। রাগিণী বিভাস। তাল আড়া।

কোকিল তোরে কি হলো। এতরাত্রে ডাকলি কেন
বন্ধু পালালো ॥ তোর ডাকের শুনি ধ্বনি, শিহরিয়ে
উঠে ধনী, নিশিনাই বলে প্রাণ কেলে পালালো ॥
করলি যেমন বিশ্বঘাতি, আমি তোরে পাই যদি
দিব বেঁধে প্রেমডোরে উচিত ফলো ॥

পয়ার। দিনমান গত হৈল রজনী আইল। ধনীর মন্দিরে আসি রূপ দেখা দিল ॥ সাজ করি রস রঙ্গ নিশি অবশেষে। নির্ব্বাহ গেলো নৃপ মালিনী সদনে॥ এই রীতে এই ভাবে

আমার দেশেতে গিয়ে, এলে প্রাণ দেখা দিয়ে, এখন লাজে কিকায় করে মিছে লাজ করো ধনি। ছিদ্দিকী কহিছে মজে, ছাড় ধনি হেন লাজে, পাইলে যদি যুবরাজে, মজ রাজনন্দিনী॥

ধুয়া। যৎ॥ দেখোৎ খুলিয়া নয়ন। রসবতী রাজবালা॥ তব আজ্ঞামত আসি ছাড় ধনী ঠাট ছলা॥

পয়ার। একি অপরূপ দেখি রাজার নন্দিনী। মনচোরা প্রাণধন মধু অধরিণী॥ আপন দাসের মধ্যে এজনে গণিলে। আসিবার জন্য পুনঃ অনুমতি দিলে॥ তব আশে আশা করে ছাড়ি নিজ দেশে। আসিয়াছি দাসি হয়ে মালিনীর বাসে॥ নৈরাশ আশার ধনী পাইয়া বিশ্বাস। রহিতা আছয় মোর নাশিকা নিশ্বাস॥ তব অনুমতি মত এসেছি এখানে।। ছেড়ে লাজ কথা কহ উঠায়ে বদনে॥ রাজার নন্দিনী ধনী করিয়া শ্রবণ। বন্ধুর হাতেতে ধরি বসায় তখন॥ কহিতেছে গুণমণি আদর করিয়া। বৈসো বৈসো প্রাণনাথ শয্যাতে আসিয়া॥ তোমার রূপেতে আমি মজেছি নাগর। বিদ্যা যেমন মজেছিলো পাইয়া সুন্দর॥ আপন আপন দুঃখ বিবরণ কয়ে। শয়ন করিল দোঁহে পালঙ্কে যাইয়ে॥ মদন মদেতে দোঁহে পাগল হইল। স্নেহ দরশন দিল লজ্জা পালাইল॥ অধরে অধর মেলে বদনে বদন। বুকে বুক লাগাইয়ে করিল চুম্বন॥ লোভেতে আইল লোভ লোভেতে মাতিলো। মধুপান আশে অলি কমলে বসিলো॥ প্রেমমধু বদ্ধ করে রেখেছিল দ্বারে। লাজের কপাট দিয়া পিরিতেরি ঘরে॥ রসের চাবিতে অলি খুলিয়া তাহায়। সোহাগ করে ইচ্ছামতো বসে মধু খায়॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে অধিক কাতরে। উঠিলেন উভয়েতে ক্রীড়া সাঙ্গ করে॥ পিরিতেরি আলাপনে তুষ্টা হয়ে ছিলো।

বোল খাম্বাজ।

চলো চলো যুবরাজ মহারাজ বরবেশ ধরি।
যৌবন করিবে দান রাজ-কুমারী॥

লঘু-ত্রিপদী। মন্ত্রীর নন্দনে, কহিলো রাজনে, শুন শুন মহারাজ। প্রহর নিশিতে, আহার পরেতে, বস্ত্র লয়ে করো সাজ॥ সুসাজ করিয়, দুজনে মিলিয়া, রাজার আগার পাবো। দরওয়ানি গণে, দিয়ে কিছু ধনে, শেষেতে তাদিগে কবো॥ রাজার ভুবন, সুন্দর কেমন, দেখি নাই কদাচন। উক্ত এই করি, শুনহে শ্রীহরি, দেখি মোরা দুইজন॥ কথাতে ভুলাবো, তোমারে পাঠাবো, বাহিরেতে আমি রবো। শুনি মহারাজ, লইলেন সাজ, করিয়া বিস্তর ভাবো॥ পরি যোড়া জামা, চন্দ্রের উপমা, রাজরূপ প্রকাশিলো। মন্ত্রি সঙ্গে করি, বরবেশ ধরি, ত্রাসিত হৈয়ে চলিলো॥ চলে থর থর, কাঁপে বর বর প্রেমমদেতে মাতিয়ে। সেকাই শান্তরি, দুয়ারি প্রহরি, তাহাদিগে ধন দিয়ে॥ কথোপকথনে, মন্ত্রির নন্দনে, সকলেরি মন নিলো। উপরোক্ত মত, কহিলো প্রকৃত, সবে [illegible] দিলো। হরষিত মনে, চলিলো রাজনে, নিশি দুই প্রহরেতে। রাজার আগার, প্রবেশে কুমার, মন্ত্রি থাকে বাহিরেতে॥ তথায় কামিনী, নুরবাহা ধনি, ভাবিতেছে মনে মনে। সে বিধুবদন, রসিক সুজন, আসিবে প্রাণ কেমনে॥ এমন সময়ে, উপস্থিত গিয়ে, হুইদ আহম্মদ হৈলো॥ নুরবাহা ধনি, হেরিয়ে অমনি, লাজেতে ঘোমটা দিলো॥ সরমতে আর, কথা নাহি তার, রাজার নন্দন ভাবে। ছিদ্দিকীর বাণী, শুন প্রিয়সিনী, মধু দান দিতে হবে॥

গান॥ রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

কেনো লাজে, রৈলে মজে ওহে প্রাণ প্রিয়সিনী।
লাজের মাথায় পড়ুক বাজ মিলি এগো প্রিয়সিনী॥

কালি দিলো। একডালি চালুদিয়ে বিদায় করিলো॥ ঘরেতে যাইয়া আজি মন্ত্রীরনন্দনে। ভর্ৎসনা করিবতায় নিষ্ঠুরবচনে॥ ক্রোধেতে অনল হয়ে মালিনী চলিলো। নিজ নিকেতনে আসি উপনীত হৈলো॥ মন্ত্রির কুমার ধনে মালিনী যাইয়া। বিপরীত বিস্তারিত কহিলো রাগিয়া॥ তব মালা রাজবালা পাইয়া রাগিলো। চুন কালি গালে দিয়া বিদায় করিলো॥ সদা মোরে এক টাকা দিতো রাজবালা। না দিয়া তাহায় চালু দিলো এক ডালা॥ নিকটে মন্ত্রীর গিয়ে চালু ডালি লয়ে। ক্রোধেতে অনল হয়ে আইলো রাখিয়ে॥ মন্ত্রীর কুমার ধন বুঝিলো কারণ। ইহার ভিতরে কিছু থাকিবে সন্ধান॥ উপস্ত করিয়া চালু ডালিফেলাইলো॥ মুক্তা আদি পত্র সহ দেখিতে পাইলো॥ উত্তর পত্র লয়ে মন্ত্রী গোপন করিলো। মুক্তা আদি মালিনীরে ডেকে দেখাইলো॥ মুক্তা আদি পেয়ে মালি হরষিত মন। ভকতি করিয়া ধরে মন্ত্রির চরণ॥ তব গুণে এত ধন পেলেম বাছাধন। হেন মালা গাঁথ বাবা সদত যেমন॥ মাথা মুড়াইয়ে যদি করিতো বিদায়। এত ধন দিরাছিলে ভুলিতাম তায়॥ মালিনীরে তুষ্ট করি মন্ত্রীর নন্দন। রাজায় শুনায় লয়ে পত্র বিবরণ॥ সবিশেষে সমাচার শুনে নরপতি। পত্র খুলে পড়ে দেখে আনন্দিত মতি॥ যাশার আশেতে আমি আশিহয়ে ছিলো সে আশে বিশ্বাসতাসি আসি দেখাদিলো॥ মালিনীর গালে চুনকালী দিয়ে ছিলো। হেতু তার মন্ত্রীস্থানে নৃপ জিজ্ঞাসিলো॥ গালে কালী নিশি বলী চুনে শশী জানি। দিয়াছে সন্ধান তার রাজার নন্দিনী॥ অর্দ্ধেক নিশির পরে শশী লুকাইবে। তার পরে অর্দ্ধেক নিশি আন্ধার থাকিবে॥ তোমারে মধ্যম কালে যাইতে কয়েছে। মালি গালে চুণ কালি সন্ধান দিয়াছে॥ নৃপতি শুনিয়া অতি হরষিত হৈলো। সন্ধান করিলো মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলো॥

তোমারিতো তত্ত্বে আমি রমণী হইয়া। তবরূপ দেখে আসি পুরুষ সাজিয়া ॥ কেমনে এমন কথা মিথ্যা কৈলে ধনী। কিরিত কুরীত হৈলো রাজার নন্দিনী ॥ চিরকাল শোক যার হৃদয়ে রাখিয়া। ভ্রমণ করিয়ে এলে দেশে দেশে গিয়া ॥ তাহার ভাবের ভাব সদা ভেবেছিলে। এভাব কেমন ভাব সে ভাব ভুলিলে ॥ ভাবের হইয়া ভাবি তোমারি অভাবে। আশাতে বিশ্বাস করি মন্ত্রৌষুত ভাবে ॥ এখন এ ভাব শুনি মরিবে ভাবিয়া। ভেবে দেখো প্রিয়সিনী মনে বিচারিয়া ॥ ব্যাভিচারি মত রীত দেখি যে রমণী। একি রীত বিপরীত রাজার নন্দিনী ॥ একি রীত বিপরীত কুরীত করিলে। সুরীত পিরিতী রীত তাহায় ভুলিলে ॥ মন্ত্রির কুমার বড় সে জন চতুর। পশ্চাতে উচিত দণ্ড করিবে তোমার ॥ যেমন অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াছ ধনী। তাহার উচিত কল পাবে প্রিয়সিনী ॥ ধীক তোর জীবনেতে অধিক অধিক। পয়ার প্রবন্ধে দিল সমছদ্দি ছিদ্দিক ॥

ধুয়া যৎ। যারে যারে লাগে হে মনে। রসরাজ রাজনে ॥ থাকেহে সদত সেই আপন সন্ধানে ॥

পয়ার। প্রত্যুত্তর পত্র ধনী লিখে নিজহাতে। একডালি ভালো আনি রাখিল তাহাতে ॥ পত্রের উপরে কত মুক্তা বিছাইলো। তাহার উপরে চালু দিয়ে লুকাইলো ॥ মালিনীরে কহিলেন বাহিরে আসিয়া। তব মালা গাঁথা দেখি মনে বিচারিয়া ॥ অর্দ্ধ ডালিপুরা চালু আছে মোর ঘরে। লয়ে যা মালিনী মাসী দিলাম তোমারে ॥ কিন্তু মাসী তোর গালে চুনকালি দিবো। বাসনা হয়েছে মোর সং সাজাইব ॥ গালে চুণ কালি দিয়ে চালু ডালি দিল। অন্দরমহল পথে বাহির করিল ॥ মালিনী বুঝিলো একি হিতে বিপরীত। রাজবালা মালা পেয়ে হইলে ক্রোধিত ॥ তেকারণ মোর গালে চুণ

মন। তেকারণ গিয়াছিলাম করিতে সন্ধান॥ রমণীর বেশ ছাড়ি পুরুষ সাজিয়া। তোমার আগার প্রাণ আস্যাছি দেখিয়া॥ তব রূপ দেখে মোর ভুলে গেল মন। অতেব রাখিয়া আসি করিতে সন্ধান॥ আশাতে তোমার প্রাণ বড় আশি হৈয়া। নিশ্বাস রহিতেছিল বিশ্বাস করিয়া॥ হেনকালে পুষ্প লয়ে মালিনী আইল। পুষ্পমালা বাক্স লয়ে মোর হাতে দিলো॥ পত্রপাঠ করি আমি পাইনু সন্ধান। আহ্লাদিত হৈল মোর উচাটন মন॥ এক্ষণেতে নিবেদন চরণে তোমার। যে প্রকারে পার এসো আমার আগার॥ আপন যৌবনধন তোমায়ে সোপিব। জ্বলন্ত অনল প্রেম তারে নিভাইব॥

ছিদ্দিকির তরফ রাজনন্দিনীকে ভৎর্সনা।

গীত। রাগিণী। তাল আড়া।

সবে এসে দেখ প্রাণ কুরিত মেয়েরি গুণ। রাজার নন্দিনী হয়ে কিছু নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান॥ রসবতী রাজবালা, হেতা কত্তো কৈলো ছলা, সন্ধানে কাহার গেলো, কারে সমর্পিলো মন॥ তত্ত্বতে মন্ত্রির গেলো, রাজারে দেখিয়ে এলো, মন্ত্রী হইতে রাজরূপ, ভাল দেখে দিলো প্রাণ। ছিদ্দিকি কহিছে সবে, মজোনা হে ভব ভাবে, এইরূপ ভবমেয়ে কারু নহে কদাচন॥
ধুয়া॥ যৎ। বলো বলো একি রূপ ধনী। ওহে প্রাণ প্রিয়সিনী॥

পয়ার। মন্ত্রীর তত্ত্বকে গেলে ওহে রসবতী। তাহারে ভুলিলে কেন দেখে নরপতি॥ ভুপতির রূপ যদি মন্ত্রী হৈতে ভাল। মন্ত্রীর বুদ্ধিতে কিন্তু নৃপতি আইল॥ কেমনে লিখিলে পাতি নৃপতিনন্দনে। তব রূপ দেখি আমি নিদ্রাতে স্বপনে॥

ধুয়া। যৎ। উড়ু উড়ু করে আমার প্রাণপতি
দরশনে। কি যাদু করিলে ধন রাজারনন্দনে॥

পয়ার। গোপনে যাইয়া প্রাণ রাজারনন্দিনী। পত্রখুলে পাঠ করে হৈলা উদাসিনী॥ মনেতে জানিল রামা বড়ই চতুর। রাজারনন্দন ধন রসিক নাগর॥ সন্ধান করিয়া মোর মালিনী সদনে। আসিয়াছে প্রাণ কত ভ্রমিয়ে কাননে॥ কাগজ কলম ধনী উঠাইয়ে নিল। রাজারে উত্তর পত্র লিখিতে লাগিল॥ অতিভক্তি করে লিখে বঁধুরে আনন্দে। বিরচিত মমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে॥

গান। রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

তোমারি লাগিয়ে বঁধু পুরুষ আকার ধোরে। রমণী হইয়ে কত বেড়াইলাম ভ্রমণকরে॥ স্বপনে তোমারে দেখে, ভুলিলাম নিজ সুখে, মত্ত হয়ে শেষে দুঃখে, আসি প্রাণ খুজে তোরে। দেখা দিয়ে এলেম তোরে, চিনিতে নারিলে মোরে, আবার কেন আনিলি ফিরে, ছিদ্দিকিবে সঙ্গে করে॥

ধুয়া। যৎ। দেখ দেখ এসো হে বঁধু। যৌবন করিব দান। আসিয়া হৃদয় মাঝে বসে পান কর মধু॥

পয়ার। রাজারনন্দন ধন চরণে তোমার। অতি মিনতি পারে প্রণতি আমার॥ তোমারে লইয়া প্রাণ মন্ত্রির নন্দন। আনিয়াছে সঙ্গে করি বুঝিনু কারণ॥ সবিশেষ সমাচার শুন রসরাজ। প্রকাশ করিতে বড় মনে পাই লাজ॥ নিদ্রা গত দেখি আমি আশ্চর্য্য স্বপন। তব রূপ প্রাণনাথ করিনু দর্শন॥ এক নিশি যেন আসি আলাপন কৈলে। নিশি মধ্যে আলাপিয়া পুন লুকাইলে॥ তদবধি উচাটন হৈলো মোর

প্রাণ হারাইলাম জ্ঞান। তদবধি আছে মন হয়ে উচাটন ॥ আমার সহরে ধনী গমন করিয়া। পুরুষের বেশ করি আ-ইলে দেখিয়া ॥ আমার সহিতে কতো আমোদ করিলে। কি দোষ পাইলে প্রাণ লুকায়ে আইলে ॥ রমণী বলিয়া যদি জানিতাম ধনী। তবে কেন ঘুমাইতাম ও বিধুবদনী ॥ নিদ্রা মোর কাল হৈলো শুনলো সুন্দরী। এই মোর অপরাধ উঠে ভেবে মরি ॥ ঝারি গলে মালা দেখে পাইনু সন্ধান। রমণী বলিয়া মোরা জানিলাম তখন ॥ পরেতে লইয়া সঙ্গে মন্ত্রির নন্দন। কতো দুঃখ পাই মোরা ভ্রমিয়া কানন ॥ সন্ধান করিয়া কতো পাইনু নগর। খুজে নাহি পাই প্রাণ মালিনীর ঘর ॥ যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে জানি। ভাল খেলা খেলিয়াছো রসবতী তুমি ॥ বিদেশী লোকের প্রতি কেনবা রাগিলে। নগরে থাকিতে প্রাণ নিষেধ করিলে ॥ ভাগ্যে ছিলো সঙ্গে মোর মন্ত্রির নন্দন। তাহার গুণেতে পাই মা-লিনী সদন ॥ মালিনীর মন কতো ছলেতে লইয়া। দুই জনা মোরা আছি এখানে আসিয়া ॥ কাতর দেখিয়া যদি দয়াদান কোরে। মনবাঞ্ছা পূর্ণ করো হরিষ অন্তরে ॥ এই আশে আশা করি এসেছে এখানে। দয়া করি জেনো প্রাণ রেখহে চরণে ॥ আমার দুখের কথা খুলিয়া নয়ন। পড়িয়া বুঝিবে ধনি ছিন্দিকির গান ॥

গান রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

তব রূপ দরশনে হৈল মন উচাটন। উথলিল প্রেম আগুন না মানে বারণ ॥ আকাশের তারা মত, নয়ন তার অনুগত, কালো মেঘে প্রকাশিত, হয়ে কর নিরক্ষণ। তব নয়ন দরশনে, মৃগ লজ্জা পেয়ে মনে, দেশত্যাগী গেলো বনে, কিবা নয়ন নয়নবাণ ॥ যেমন ফণি মণিহারা, তেমনি নয়নতারা, চঞ্চলাতে হলো সারা, ধারা বহে দুনয়ন ॥

আমার খেলা বুঝিতে নারিলো। তাহার কারণ প্রাণ ধরিতে আইলো॥ বটু দেখে এলেম আমি সেই দুই জনে। শকুরে আসিয়া বুঝি আছয় গোপনে॥ হেনকালে মালিনী তথায় উপস্থিত। মলিন বদন হেরি হইলো ত্রাসিত॥ মালিনী জিজ্ঞাসা কৈলো কেনগো এমন। দেখিতেছি তব কেন মলিন বদন॥ উত্তর করিলো ধনি স্বামী গেলো মরে। উদাসা সদত মন যৌবনেরি ভরে॥ পরেতে লইয়া বাক্স ধনি হাতে দিলো। নিজ হস্তে লয়ে ধনী তাহায় খুলিলো॥ ভিতরেতে পত্র ছিলো তাহারে লইয়া। মালিনীরে লুকাইয়া পড়েন খুলিয়া॥ কহিলো মালিনী মাসি একি দেখি রঙ্গ। পুষ্প বাক্স কেবা কৈলো করিয়া ত্রিভঙ্গ॥ হার গাঁথিয়াছে কেবা কোথায় পাইলে। বৃদ্ধ কালে হেন বিদ্যা কোথায় শিখিলে॥ যেমন এনেছো মালা পাইবে তেমনি। অনুমতি দিলো ধনী রাজার নন্দিনী॥ গোপনেতে পত্র খুলে পড়িবারে যায়। সমছন্দিন বিরচিয়ে সকলে জানায়॥

গান। রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

তব বদনে নয়নে কি গুণ জানে। চন্দ্র লুকাইলো মেঘে মৃগ যায় বনে॥ ললাট অধর কর্ণ হেন নাহি হেরি। যুগ্মভুরু দন্তপুঙক্তি কেশ কাননে॥ নাশিকা নাশিকা ন্যায় জেনো হেম ছড়ি। হংসী অভিমানী হৈলো দেখি চলনে॥ বড় আশে আশি হয়ে এসেছি দেখিতে। সমছন্দিন কহিতেছে রেখো চরণে॥

ধুয়া। যৎ। ইকি ইকি অপরূপ ধনি রাজার নন্দিনী। দেখাইয়ে বদন কেন লুকাইলে প্রিয়সিনী॥

পয়ার। আগেতে প্রণাম অতি পরে নিবেদন। রাজার নন্দিনী ধনী করুন শ্রবণ॥ তোমার নয়ন বাণে মরে এই জন। সদত চঞ্চলা হয়ে জ্বলিছে কামন॥ কেশ বেশ হেরি

রীতি নিতি নিতি আসা যাওয়া করে। টাকা দিয়ে সকলের নিলো মনহোরে।। সরদার সেকাই আদি দুয়ারি প্রহরি। চাকরের মতো হৈলো সবে আজ্ঞাকারী।। ভাবের উপরে ভাব উভয়ে করিল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিল।।

ধুয়া।। যৎ। জানা যাবে এবার তোরে রসবতী প্রাণ ধন। সকল দ্রব্য ছাড়ি বড়ো চুরি করি লহ মন।।

পয়ার। একদিন মন্ত্রীসুত প্রভাতে উঠিলো।। মালিনীরে ডাকি কতো আদর করিলো।। মালিনী মাসিগো শুন বলি বিবরণ। ফুল লয়ে এসো মাসি গাঁথি দুই জন।। গাঁথিতে চিকনমালা আমি ভালো জানি। তাহাতে হইল ইচ্ছা শুনগো মালিনী।। রাজার কুমারী শুনি ভাল মালা পরে। মোর গাঁথা মালা লয়ে যদি দেও তারে।। সন্তুষ্ট হইবে বড় পেয়ে পুষ্প মালা। ইনাম বখসিস দিবে তোরে রাজবালা।।

গান। আড়খেমটা।

মালা গাঁথিতে চিকন। আমি ভালো জানি মাসী মালার সন্ধান।। আমার হাতের মালা, পেয়ে পরে রাজবালা, সন্তুষ্ট হইবে অতি দিবে তোরে ধন। সাজায়ে পুষ্পের ডালি, যেগো মাসি তোরে বলি, গাঁথিব চিকন মালা শোভিত লোচন।।

পয়ার। লোভ এত দেখাইলো মালিনী ভুলিলো। পুষ্প ডালি সাজাইয়ে সম্মুখে আনিলো।। গাঁথিলো চিকন হার মন্ত্রির নন্দন। পুষ্পের বানায় এক বাক্স বিচক্ষণ।। কাগজেতে পরিচয় সকলি লিখিলো। বাক্সর ভিতরে মালা সহিত পূরিলো।। এমতি করিয়া বাক্স দিলো মালিনীরে। মালিনী লইয়া যায় রাজার মন্দিরে।। রাজার নন্দিনী তাতে বসিয়া তথায়। প্রাণনাথ কেমনেতে আসিবে হেতায়।। বুঝিবা

বুঝি অনুভাবে। না হইলে এত ধন কোথায় পাইবে।। মালিনী কহিলো বাছা তোমরা কোন জন। আইলে নগরে কেন কিসেরি কারণ।। মন্ত্রির নন্দন শুনি কহিল তাহারে। নিবাস মোদের শুন কাশ্মীর সহরে।। হুইদ আহাম্মদ নাম নৃপতি নন্দন। পরিচয় এই মাত্র শুন বিবরণ।। শুনিয়া মালিনী ধনী প্রণাম করিলো। অতি ভক্তি করি সতা সেবিতে লাগিলো।। মন্ত্রির কুমার পরে রন্ধন করিয়া। গ্রহণ করিলো দোঁহে একত্রে মিলিয়া।। শয্যা কেলাইয়া দোঁহে শয়ন করিল। নিদ্রাতে রজনী পুন অবসান হৈলো।। মালিনীরে ডাকিলেন উঠিয়া প্রভাতে। জিজ্ঞাসা করিলো মন্ত্রী রাজার ঘরেতে।। সেকাই সর্দ্দার দ্বারি কতো আছে তার। কোথা কোথা আছে বলো রাজার আগার।। কোথায় থাকেন রাজা কোথা পাট রাণী। কোন ঘরে রাত্রি থাকে রাজার নন্দিনী।। পুষ্প মালা গাঁথি তুমি কোথা লয়ে যাও। কোন ধনী পরে মালা কাহারে জোগাও।। বিবরণ সুবিস্তার নিস্তার হইয়া। বলো দেখি মাসি ওগো যথার্থ করিয়া।। আমরা বিদেশী লোক কিছু নাহি জানি। অতেব জিজ্ঞাসা করি শুনগো মালিনী।। ইহাতে অন্যথা ভাব কিছু না ভাবিবে। বরঞ্চ পুত্রের মত মোদিগে জানিবে।। যাদুভরা কথা শুনি মালিনী ভুলিলো। বিবরণ বিস্তারিত সকলি কহিলো।। সে দিন মন্ত্রির সুত দিলো কিছু ধন। মালিনী পাইয়া ধন হরষিত মন।। একদিন মন্ত্রিসুত উঠিয়া বিহানে। অতি ব্যস্ত হয়ে গেলো নৃপতি সদনে।। সেকাই সর্দ্দার দ্বারী যত লোক ছিলো। সবারি সঙ্গেতে গিয়া দরশন কৈলো।। পরে তার সবাকার সম্মান রাখিয়ে। অধিক ধন ব্যয় কৈলো ভাবের লাগিয়ে।। টাকা পেয়ে সবে মিলে আনন্দিত হৈলো। সে দিন মন্ত্রিসুত বাসাতে আইলো।। পর দিন দুই জনে অশ্ব আরোহণে। গোপনে গমন কৈলো নৃপতি সদনে।। সবারি সঙ্গেতে পুন সাক্ষাৎ করিয়া। পুনরায় দিয়ে ধন আইলো ফিরিয়া।। [illegible]

গান রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

সন্ধান করেছি ধনী কোথা আর লুকাইবে। চাতুরি করেছো যেমন চতুর নাগরে পাবে॥ রবিচন্দ্র ছিদ্দিকী বলে, শঠের সঙ্গে শঠে মিলে, শঠেতে সরল হলে, মজেনা প্রাণ একি ভাবে॥

ধুয়া যৎ। দেখো দেখো রেখহে মনে ভুলনা আমারে। তোমা বিনা কারে পাবো সেবিবো তাহারে॥

পয়ার। মালিনীরে কৈলো রাজার নন্দনে। গোপনে থাকিবো মোরা তোমারি সদনে॥ তব নাম শুনে মোরা এসেছি নগরে। বাসা বাড়ি নাহি পাই ভ্রমিয়ে সহরে॥ তুমি যদি নাহি দিবে বলো কোথা যাব। নিশি উপস্থিত হইল কোথায় থাকিব॥ পাঁচশত টাকা লয়ে রাজার নন্দন। তার পরে মালিনীরে কৈল সমর্পণ॥ আপন ভবনে যদি বাসা মোরে দিবে। ইহার চৌগুণ ধন মোর স্থানে পাবে॥ বাক্স ভরা টাকা পেয়ে মালিনী ভুলিলো। বড় লোক হবে বলি আশ্বাসে আসিলো॥ লোভেতে আইল লোভ লোভেতে ভুলিলো। তুষ্ট হয়ে নিজ ঘরে বাসা ঘর দিলো॥ বাসা লয়ে রৈলেন বাছা গোপনে থাকিবে। কদাচিত ঘরের বাহির নাহি যাবে॥ বাজার করিতে যত কহিবে আমারে। দাসীমত গিয়ে আমি আনিবো তাহারে॥ রাজার নন্দন আর মন্ত্রির নন্দন। মালিনীর ঘরে বাসা করিলো তখন॥ দশ টাকা দিলো রাজা বাজার করিতে। আহ্লাদে আনন্দে অতি মালিনীর হাতে॥ মালিনী লইয়া টাকা বাজারে চলিলো। খাদ্য দ্রব্য লয়ে শীঘ্র ঘরে ফিরি এলো॥ দশের মধ্যেতে পাঁচ রোজগার করিয়া। রাজার নন্দনে দিলো সামিগ্রি আনিয়া॥ নৃপতি নন্দন পেয়ে সন্তুষ্ট হইলো। মালিনী বুঝিলো মোটে কিছু না কহিলো॥ রাজার নন্দনে হবে

উপস্থিত হবে, অন্যলোকে যে আসিবে, না পাইবে সহরে থাকিতে॥ কেহ লুকাইয়ে রাখে, প্রকাশ পাইলে তাকে, তার নাক কান কাটাইবো। পরিচয় এই মোর, সহ করিবো পার, তারে ধরে মাথা মুড়াইবো॥ শুনিয়া মন্ত্রির সুতে, অতি আনন্দিত মতে, পুন তারে জিজ্ঞাসা করিল্যো। ঝারি নাম আছে কার, কোথা আছে ঘর তার, সত্যকারে আমাদিগে বলো॥ সেজন শুনিয়া কথা, করিলেক হেঁটমাথা, মোর নাম বলে নিবেদিল। সহরে যাহারে পুছে, ঝারিনাম কার আছে, মোর নাম সে জনে কহিল॥ মন্ত্রীসুত শুনি তায়, টের কিছু নাহি পায়, একি দায় বলে ভাবে মনে। কেন খেল সেই ধনী, খেলিয়াছে গুণমণি, কেমনেতে পাইব সন্ধানে॥ সহরেতে আসিয়াছি, টের আমি করিয়াছি, দেখিব তাহার বুদ্ধি কত। যেমন সে ধনী শঠ, পাবেনাকো মোরে খাট, উপযুক্ত করিব বিহিত॥ মন্ত্রির কুমার পরে, জিজ্ঞাসিলো অন্যজনে, ঝারি মালিনীর ঘর কোথা। পুষ্প লয়ে প্রতি দিন, যোগাইছে যেই জন, রাজবালার নিকটে সর্ব্বথা॥ চকের মধ্যেতে ঘর, আছে সেই মালিনীর, সেইজনে দিলেক বলিয়া। রাজার নিকটে আসি, মন্ত্রীসুত হাসি হাসি, কহিলেক সব বিবরিয়া॥ সন্ধান করিয়া মন্ত্রী, হয়ে আনন্দিত অতি, চকে যায় লইয়া রাজনে। তল্লাস করিয়া পায়, মালিনীর ঘরে যায়, মালিনীরে কহে বিবরণে॥ বিদেশী অতীথি মোরা, পথেতে হইয়া সারা, আসিয়াছি আজি সহরেতে। খুজেনাহি পাই ঘর, করিবারে বাসা ঘর, তব ঘরে এসেছি থাকিতে॥ মালিনী শুনিয়া কয়, একর্ম্ম আমার নয়, কার দুটো মাথা, বাসা দিবে। রাজার নন্দিনী ধনী, শুনে যদি হেনবাণী, তবে মোর মাথা মুড়াইবে॥ সবারে নিষেধ আছে, বিদেশী অতীথ কাছে, বাসা দিয়ে রাখিতে না পাবে। হিরিলকী তথায় ছেল, মালিনীরে বুঝাইল, বাসা দিতে তোমারে হইবে॥

রাজারনন্দন হবে লক্ষণে জানায়। তাহাদের রূপ শশী দে-খিলে লুকায়॥ সহরের নারীগণ তথায় যাইয়া। প্রেমেতে মজেছে সবে বদন দেখিয়া॥ জ্ঞানহারা হয়ে সবে সরোবর তটে। জাত লাগায়েছে সবে দেখে দুই শঠে॥ আসিতে না চায় ফিরে যত নারীগণ। ভাল দায় হলো বলে করি কি এখন॥ এমন সময় তথা রাজার নন্দন। মন্ত্রির কুমারে লয়ে হয়ে উচাটন॥ নগরের ভিতরেতে যায় দুইজনে। দেখিতে কৌতুক দোঁহে অশ্ব আরোহণে॥ কুলের কামিনী যত শুনিতে পাইলো। গবাক্ষ খুলিয়া তারা দেখিতে লাগিলো॥ কুলেতে আপন কালি বিরহিণী দিয়া। কত নারী সঙ্গে যায় নির্লজ্জ হইয়া॥ পশ্চাতে আপন নারী সকলেতে ধরে। নিজ নিজ ঘরে রাখে দ্বারবন্ধ করে॥ সহরের নাম পরে নৃপ জিজ্ঞাসিল পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিল॥

দীর্ঘত্রিপদী। রাজসুত মন্ত্রী লয়ে, সহরে পৌঁছিলো গিয়ে, তথাকার এক লোকে ডেকে। সহরের নাম কিবা, নৃপতি আছয় কেবা, জিজ্ঞাসিল নরপতি তাকে॥ উত্তর করিল সেই, কেরদৌছনগর এই, খোছরো নামে নৃপ আছে হেথা। এক কন্যা ভিন্ন আর, নাহি রাখে পরিবার, বেটা বেটি আর নাতী পোতা॥ রূপের তুলনা তার, দিতে পারে সাধ্যকার, নুর-বাঁহা বলে ডাকে তারে। বিবাহ হইয়া ছিল, অল্পকালে স্বামী মৈল, রাঁড়ী হয়ে এবে আছে ঘরে॥ বয়েস হয়েছে ষোল, যৌবন হয়েছে কাল, জলন্ত অনল প্রায় তার। পোড়া-ইছে কলেবর, তাব দেখি নৃপবর, এই খেদে নাহি যায় ঘর॥ ঘর মধ্যে দুইরাণী, তার মাতা পাটরাণী, রাজত্ব করয়ে কন্যা লয়ে। রাজা বড় ধর্ম্মজ্ঞানী, উপযুক্ত পাটরাণী, সদা সশঙ্কিত ধর্ম্মভয়ে॥ তিনমাস গত হলো, রাজবালা গিয়া-ছিলো, সহচরীগণে সঙ্গে লিয়া। দেশ ভ্রমণ করিবারে, পুরু-ষের বেশ ধরে, সকলেতে তুরঙ্গে চড়িয়া॥ কিছু দিন পরে ফিরে, আসিয়া আপনঘরে, ঢেঁড়রা দিয়াছে সহরেতে। নিশি

বদন। এ উহায় বলে দিদি এরা কোনজন ॥ কিবা নাক কিবা বুক কিবা রূপশোভা। অধর মধুর মত যেন রতিলোভা॥ নাসিকা বাঁশরী মত বেলওয়ারি কলি। নয়ন খঞ্জন প্রায় নরগছি কলি॥ ললাটেরি শোভা কিবা হেমেরি সমান। তাহাতে যুগল ভুরুধনুর প্রমাণ॥ আঁখির পলক নহে বলা যায় বাণ। জীবনে যাইয়া বধে পাইবে সন্ধান॥ নিরীক্ষণ করে দেখে খঞ্জন প্রকার। দৃষ্টিমাত্র বধে প্রাণ করিয়া সংহার॥ দুইজনা একি মত দেখিতে সমান। বুঝি বিধি নিজ হাতে করেছে নির্ম্মাণ॥ কেহ বলে আমি যদি পাই দুইজন। হৃদয়ের মাঝে রাখি করিয়া যতন॥ সুন্দরী কামিনী এক কহিল তাহারে। দুজনার মন যোগাইবে কেমনে রে॥ আমার মনেতে সাধ হয়েছে এমান। লয়ে এক জনে সেবি দিবস রজনী॥ আর এক নারী কহে ঘরে যেতে নারি। মনেতে বাসনা করি যেয়ে হাতে ধরি॥ আপন হৃদয়ে রাখি হরিদ্রা জানিয়া। স্নেহেতে সদত মাখি অঙ্গেতে লেপিয়া॥ আর এক নারী অতি দেখিতে সুন্দরী। প্রথম বয়েস তার যেন বিদ্যাধরী॥ সহচরী সঙ্গে লয়ে সিনান করিতে। অহঙ্কারে নিজরূপ এলো দেখাইতে॥ এরূপ দেখিয়া ধনী হারাইল জ্ঞান। ভেকামত রৈল চেয়ে চিত্রেরি নির্ম্মাণ॥ সহচরী দেখে রূপ কত বুঝাইল। পাগলিনী মতো কেনো তবরূপ হৈল॥ তোমার রূপের যোগ্য ইহারাতো নয়। কিরূপ হেরিয়া তুমি মজিলে তাহায়॥এমতি ভর্ৎসনা অতি সহচরী কৈলো।প্রেমের অনলে ধনী পুড়িতে লাগিলো॥ শেষে সহচরী নিজে মজিলো আপনি। উলঙ্গ হইয়া নাচে হয়ে পাগলিনী॥ হায় হায় বলে ধনী গড়াগড়ি যায়। সহচরী নেচে নেচে তাল রাখে তায়॥ যত নারী এসেছিলো সিনান করিতে। হেন রূপ হেরে ফিরে নারে ঘরে যেতে॥ সরোবর তটে প্রায় হাত লেগে গেল। কুলবধুগণ কতো দেখিতে আইল॥ সহরে হইলো ধুম শুন বিবরণ। কোথা হতে সরোবরে এসেছে দুজন॥

পয়ার। মন্ত্রিরকুমার আর রাজারনন্দন। উভয়েতে যুক্তি কৈলো মিলি দুই জন॥ গোপন হইয়া মোরা যাবো দুইজনে। অন্বেষণ করিবারে মনোচোর প্রাণে॥ পরাণ সুস্থির করি সুসাজ করিলো। গোপনেতে অশ্ব আনি আরোহণ হৈলো॥ চলিল সুন্দর প্রায় সুন্দর বদন। যার রূপ দরশনে ত্রাসিত তপন॥ চড়িয়া তুরঙ্গে দোঁহে গমন করিলো। সদেশ ছাড়িয়া পরে বনে প্রবেশিলো॥ সপ্তদিবা সপ্তরাত্রি বনে বনে যায়। দেশ অন্বেষণ কিছু দেখিতে না পায়॥ বনের কাঁটায় কায়া ছেদন হইলো। বদনে চরণে কতো রক্তধারা দিলো॥ দেখিয়া রাজার পুত্র ভাবিতেছে মনে। হারাইলাম প্রাণ বুঝি আসি এই বনে॥ মন্ত্রিরকুমারধনে দেখিয়া বদন। রাজার নন্দন ধনে কহিছে তখন॥ বল দেখি এতকেন হইলে ত্রাসিতো। কিসের ভাবনা কর প্রথমেতে এতো॥ নদী নালা এবে কতো পার হতে হবে। সাহসেতে ভর করি কেবল চলিবে॥ বিধাতা সদয় যদি থাকেন আপনি। আপদে বিপদে রক্ষা করিবেন তিনি॥ মনের বাসনা সেই পুরাইয়ে দিবে। নতুবা তাহারে তুমি কেমনেতে পাবে॥ শুনিয়া মন্ত্রির কথা রাজার নন্দন। সাহসেতে ভর করি চলিলো তখন॥ অষ্টাদশ দিবা পরে কানন ছাড়িলো। আবাদি মুলুক এক দেখিতে পাইলো॥ আনন্দে প্রমদ করি চলিলো সহরে। পথমধ্যে দেখি এক ভালো সরোবরে॥ তথায় যাইয়া দোঁহে সিনান করিয়া। জলপান করিলেন মিষ্টান্ন খাইয়া॥

ধুয়া। কিবা রূপ অপরূপ সই বলিবো কাহারে।
শাঁপিতে বাসনা হয় যৌবন উহারে॥

পয়ার। নগরের রামাগণ সিনান করিতে। দাসীগণ সঙ্গে করি আইল পুষ্করীতে॥ কুম্ভ রাখি সারি সারি দেখয়ে

মাস পরে, পৌঁছিলো আগারে, পুন শুন অন্য বাণী ॥ আ-
পন আগারে, পৌঁছিল আদরে, সহরেতে ঢেঁড়ি দিলো।
বিদেশি লোকেতে সহরে থাকিতে, পাইবেনা রাত্রিকালো ॥
যদি কেহ এসে, সহরে জিজ্ঞাসে, খারি মালিনীর ঘর। শু-
নিবে যে জন, কহিবে সে জন, মাথা তার মুড়াইব। কহিনু
নিশ্চয়, সহরে তাহায়, কদাচ নাহি রাখিব ॥ শুন তার পরে,
খারি মালিনীরে, নিজঘরে ডাকাইলো। বৃক্ষ নারিকেল,
বাড়ি তার ছিল, তাহে ধনী কাটাইলো ॥ সে বৃক্ষ উপরে,
চিলে বাসা করে, আছিলো বিস্তর কাল। সে বাসা ভাঙ্গিলো,
চিল উড়ে গেলো, পরে মালিনীরে কৈলো ॥ ঘরেতে তোমার
যদি সহাকের, উত্তরিতে এসে চাহে। বাসা নাহি দিবে, বি-
দায় করিবে, মধুর বচন কহে ॥ মালিনীরে কয়ে, বিদায়
করিয়ে, চিন্তাত্যাগী ধনী হয়। হেথা রাজসুতে, লয়ে মন্ত্রিপুতে,
ছিদ্দিকীর গান গায় ॥

রাজপুত্রের বিরহ গান। তাল রেখ্তা ;

মনচোরা মনোচুরি করে মোর কোথা গেলো।
না হেরে তাহার রূপ প্রাণে বাঁচা ভার হলো ॥

গত নিশি প্রাণশশী, দেখাদিলো মোরে আসি, হাসি
খুসি করে শশী, পুন কোথা লুকাইলো। হায় হায় মরি মরি,
হেন রূপ নাহি হেরি, মনে এই সাধ করি, লয়ে মাগি চরণ
ধুলো ॥ বদনে তপন ত্রাসি, তাহে মুখে মধুর হাসি, দন্তমুক্তা
পেয়ে মিসি, শশী নিশি প্রকাশিলো। অন্বেষণ তার কোরে,
চলো গিয়া আনি ধরে, ছিদ্দিকীরে সঙ্গেকরে, রাজসুত লয়ে
চলো ॥

ধুয়া জৎ। তারো তারো এ দিনহীনে নিরঞ্জন নিরা-
কারো। আমার এই বড় ভরসা মনে ॥ নিরঞ্জন
নিরাকারো। সদা সশঙ্কিত মন প্রতাপে তোমার ॥

রির গলায়, দিয়াছে মালায়, চিলপর কেন দিলো ॥ কিসের কারণ, করিলো এমন, রাজারনন্দন হয়ে। মোরে নাহি বলে, কোথা গেলো চলে, হেন খেল খেলাইয়ে। মন্ত্রিরনন্দন, কহ বিবরণ, ইহার কারণ কিবা। সে কেন আইল, এত আলাপিল; চোর বুঝি ছিলো সেবা ॥ কতক্ষণ পরে, মন্ত্রির কুমারে, স্মৃতি হৈলো তার মনে। পুরুষ সেজন, নহে কদাচন, বুঝিতেছি অনুমানে ॥ ছিলো সেই ধনী, রাজারনন্দিনী, আলাপন যার সঙ্গে। নিশিতে প্রমোদে, আহ্লাদে আমোদে, করেছিলাম কত রঙ্গে ॥ তল্লাসে আসিয়া, হেতা দেখাদিয়া, বুঝিবার জন্য মোরে। সেই রাজবালা, করেগেছে ছলা, এমতি আমদ করে ॥ হায় হায় মরি, এখন কি করি, কোথা গেলে তারে পাবো। চিনিতে না পেরে, ছেড়ে দিয়ে তারে, তেড়ে কেমনে ধরিবো ॥ আদি বিবরণ, মন্ত্রির নন্দন, রাজার নন্দনে কৈল। শুনি মহারাজে, প্রেমে তার মজে, বুদ্ধি হত অতি হৈল ॥ আহা একি হলো, সে যে মেয়ে ছিলো পূর্ব্বে যদি জানিতাম। হয়ে অধগামি, সেবিতেম আমি, চরণ ধরে থাকিতাম ॥ এক্ষণে উপায়, বল হে আমায়, কোথা গেলে তারে পাব। না হেরিলে তায়, বাঁচা হবে দায়, বুঝি বা প্রাণে মরিব ॥ মন্ত্রির নন্দনে, দেখিয়া রাজনে, কৌতুকেতে বুঝাইলো। ভেবনা রাজন, পেয়েছি সন্ধান, সে যে ঝারি রেখে গেলো ॥ ইহাতে কারণ, বুঝি এই শুন, ঝারি নামে মালি আছে। তাহার কারণ, ফুলেরি সন্ধান, ঝারি গলে দিয়ে গেছে ॥ মনে হয় দুঃখ, নারিকেল বৃক্ষ, তাহার ঘরে থাকিবে। চিলে বাসা তায়, করেছে জানায়, অবশ্য ইহা হইবে ॥ সে বিধুবদন, দিয়াছে সন্ধান, বুদ্ধি বুঝিবার জন্যে। বড় বুদ্ধিমান, রসবতী প্রাণ, দেখি সে রাজার কন্যা ॥ তুমি আমি যাবো, সন্ধান করিব, যথায় পাইব তারে। কৌতুক করিব, ভুলায়ে আনিব, এনে দিব তব ঘরে ॥ যাইব সন্ধানে, যুক্তি কৈলো মনে, হেথা সুরযাঁহা ধনী। তিন

নানা মত খাদ্য দ্রব্য আনিয়া খাওয়ায়। সে সকল লিখিবাতে পুথি বেড়ে যায়॥ আহারের পরে সবে শয়ন করিলো। কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে সবে ঘুমাইলো॥ রাজার কুমারী ধনী তখন উঠিয়া। ঝারি এক লয়ে তার দ্বারেতে রাখিয়া॥ নারিকেল এক ঝারি উপরে রাখিলো। তাহার উপর এক চিলপর দিলো॥ ঝারির গলায় এক দিয়ে পুষ্পমালা। রাজবালা ছলা করি করে এই খেলা॥ নিশি দুই প্রহরেতে আপন ডেরায়। দাসীগণে আসি ধনী সকলে জাগায়॥ চল চল সবে মিলে দেশেতে যাইবো। এখানেতে কদাচিত আর না রহিব॥ বলামাত্র দাসীগণ কোমর বান্ধিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো॥

গান। তাল খেমটা।

রঙ্গরসে ভঙ্গদিয়ে দাসীগণে সঙ্গে করে। অশ্ব আরোহণে ধনী চল্লো ফিরে নিজাগারে॥ ঠাট ছলা করে ধনী, চলিলেন বিনোদিনী, রাতারাতি সহর ছেড়ে প্রবেশিলো বনমাঝারে। রাজকুমার রসরাজে, হেতা উঠে নিদ্রা ত্যজে, বাহরামের তত্ত্ব করে, উঠে বসে ঘুমের ঘোরে॥ ছিদ্দিকীর কথা শুন, তারে তুমি নাহি চিন, প্রাণ যদি চিনবি প্রাণ, বস্‌গে একবার হৃদয়মাঝারে॥

ত্রিপদী। কোকিল কুহরে, ময়ুর ঝঙ্কারে, শশী নিশি লয়ে গেলো। রজনী প্রভাত, হৈলো আকস্মাৎ, তপন তাপিত হৈলো॥ হেথা শুন আর, রাজার কুমার, উঠিয়া ঘুমের ঘোরে। কোথায় বাহরাম, করেন বিশ্রাম, শয্যায় না দেখি তারে॥ মন্ত্রিরনন্দনে, উঠায় রাজনে, বিবরণ জিজ্ঞাসিল। এসেছিলো যিনি, কোথা গেলো তিনি, ভাবিয়া না পাই স্থল॥ হইলো বিকল, দেখে নারীকল, বলে একি কল হলো। কা-

করিলো। বিবরণ বিস্তারিত সকলি কহিলো ॥ ভকতি মিন-
তি অতি আদর করিয়া। জোড়করি দুটি কর সম্মুখে আ-
সিয়া ॥ কহিতে লাগিলো মন্ত্রী চলো মহাশয়। উজ্জ্বল করুন
গিয়া রাজার আলয় ॥ দেখিতে তোমারে রাজা সচিন্তিত
হয়ে। সঙ্গে লয়ে যেতে মোরে দিল পাঠাইয়ে ॥ সে বিধুব-
দনী ধনী করে নিরীক্ষণ। মন্ত্রিরনন্দন ধনে চিনিলো তখন ॥
মনে মনে বলে রামা পেয়েছি সন্ধান। সেই বটে এই চোর
মন্ত্রিরনন্দন ॥ মনুষ্য হইয়ে তথা কেমনেতে গেল। নিশিমধে
আলাপিয়ে ফিরে কেন এলো ॥ বিদ্যার পাণ্ডিত শুনি জাদু
বুঝি জানে। শঠ বটে এই লোক দেখি অনুমানে ॥ এক্ষণেতে
পরিচয় করা ভালো নয়। দেখিব ইহার বুদ্ধি পশ্চাৎ যা হয় ॥
আশাক্রোধ যতো ছিলো তাহা নিবারিয়া। ত্বরায় উঠিলো
ধনী মন্ত্রিরে দেখিয়া ॥ করে ধরি পরে ধনী মন্ত্রিরনন্দনে।
আদর ভকতি করি বসায় যতনে। পরে তারা দুই জনে অশ্ব
আরোহণে। গমন করিলো মিলে নৃপতি সদনে ॥ নৃপতি
নন্দন ধন আগামি আসিয়া। হাতে ধরে লয়ে গেলো যতন
করিয়া ॥ আপনার গদ্দি ছাড়ি দিয়া বসাইলো। আদর ভ-
কতি পরে জিজ্ঞাসা করিলো ॥ কোন দেশে বাড়ি ঘর কো-
থায় যাইবে। কি নাম আপন মোরে যথার্থ কহিবে ॥ উত্তর
করিলো ধনী বাড়ি পুর্ব্বাংশেতে। বাহরাম আমার নাম এ
দেশ দেখিতে ॥ ইচ্ছা বড় মনে ছিলো দেখিতে আইনু।
আপনার সঙ্গে পুন সাক্ষাত করিনু ॥ যত সাধ ছিলো মনে
তব দরশনে। পুরিলো সকল এবে যাবো নিকেতনে। নৃপতি
নন্দন ধনে দেখিয়া বদনে। রূপ দেখে মজেছিলো ভুলিলো
বচনে ॥ মন্ত্রির কুমার রূপ নিরীক্ষণ করে। চিনি চিনি করে
কিন্তু চিনিতে না পারে ॥ দিনমান গতো হৈলো নিশি উপ-
স্থিত। সে নিশি তথায় ধনী করিলেন স্থিত ॥ তিনজনা মিলে
ভাব অধিক হইল। আহারের আয়োজন পরেতে করিল ॥

রসিক নাগর রসের সাগর, রসের মানব রসের অধর, কত রসবতি কাতর, হয়ে কমল খুলে রয়।। তবু নাগর চক্ষে হেরি, নাহি দেখে প্রেমনাগরি, রসবতি কত নারি, চরণে পড়িয়া রয়। নাগরের রূপ হেরি, নাগরিগণ জ্ঞানহরি, কুম্ভ রাখি সারি সারি, ধরণী লোটায়ে রয়। পড়িয়া ধরণীতলে, নাগরেরি চরণ তলে, রসিক সমছুদ্দি বলে, হৃদয় মাঝারে লয়।।

পয়ার। পরে শুন তথাকার নৃপতি নন্দন। পরস্পর লোক মুখে করিল শ্রবণ।। অন্য দিনমানে এক রাজার নন্দন। আসিয়াছে নগরেতে করিতে ভ্রমণ।। তার রূপ অপরূপ দেখে রামাগণ। উচাটন হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ।। পতির মুখেতে সবে চুন কালি দিয়া। দেখিতেছে রামাগণ উলঙ্গ হইয়া।। অশ্ব আরোহণ হয়ে ভ্রমিতে নগরে। চাকর সঙ্গেতে করি এসেছে সহরে।। কদম্ব তলায় সেই অশ্বেরে বান্ধিয়া। শানবাঁধা সরোবরে আছয়ে বসিয়া।। জল আনিবারে যতো নাগরি গিয়েছে। তার রূপ দেখে সবে প্রেমেতে মজেছে।। কুম্ভ রাখি সারি সারি ধরণী লুটায়ে। দেখিতেছে রামাগণ চরণে পড়িয়ে।। এমন নিদয় সেই নৃপতি নন্দন। নাহি দেখে কোন দিকে উঠায়ে বদন।। আপনার রূপ হেরি আপনি মজিয়া। অহঙ্কারে অন্য লোকে না দেখে ফিরিয়া।। কিম্বা সেই কার রূপে আপনি মজেছে। সেকারণ উচাটন উদাসা হয়েছে।। নৃপতিনন্দন যখন করিলো শ্রবণ। আপন বন্ধুরে ডাকি কহে বিবরণ।। অশ্ব আরোহণ হয়ে তুমি তথা গিয়ে। তাহারে লইয়া আইস ভকতি করিয়ে।। বল গিয়ে হেথাকার নৃপতিনন্দন। তোমার আশার কথা করিয়ে শ্রবণ।। নিতান্ত হয়েছে ইচ্ছা দেখিতে তোমারে। সঙ্গে করে লয়ে যেতে পাঠাইল মোরে।। ইহাই বলিয়া নৃপ বিদায় করিলো। অশ্ব আরোহণ হয়ে মন্ত্রীসুত গেলো।। রাজারনন্দনে দেখি প্রণাম

হেরি, পাশরিতে নারি, চরণ হলো ভারি, ঘরে যেতে নারি চোলে ॥ আর এক ধনী, হেরিয়ে অমনি, হয়ে উদাসিনি, পাগলিনী মতো হলো। ছেড়ে দিলো লাজে, প্রেমেতার মজে, অলঙ্কার তেজে, উলঙ্গ নিতান্ত হৈলো ॥ আর একজন, নবীন বদন, প্রথম যৌবন, বাহার করেছে তার। সে ধনী আইলো, দেখিতে পাইলো, মদনে মাতিলো, করে তারে নমস্কার ॥ আসি এক প্রাণ, রসিক সুজন, দেখিয়া বদন, গাইতে লাগিলো গান। ছিদ্দিকি রচন, রসেরি বচন, করয় শ্রবণ, রসবতী যতো প্রাণ ॥

গান। তাল খেমটা।

হেত্তা দেখ্ গেলো বিনোদিনী বিনোদ এসেছে। হৃদয় বৃন্দাবন হেরি উজ্জ্বল হয়েছে ॥ বিনোদ মুখে বিনোদ হাঁসি, হেরি বিনোদিনী দাসি, হবারজন্য হয়ে আসি, দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছিদ্দিকি রচন, ওহে রসভরা বচন, তাহার দুটি চরণ ধরে সেবন কর বল্‌তেছে ॥

পাঁচালি।

পরে এক নারি, পরম সুন্দরি, যেন বিদ্যাধরি, সহচরি সঙ্গে লয়ে। আইলো দেখিতে, ভৎসনা করিতে, সভারি পশ্চাতে, গুরুজনা জেনো হয়ে ॥ সে সেরূপ হেরি, মজিলো সুন্দরি, ভাবে কিবা করি, কেমনে ঘরে যাইবো। ছাড়িলে এহারে, পাব কেমন কোরে, যৌবনেরি ভরে, চলিতে আর নারিবো ॥ মদনে মাতিয়া, আকুল হইয়া, তথায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলো প্রাণ। আইলাম কেন, হেরিতে একজন, হারাইলেম জ্ঞান, শেষে মজে গায় গান ॥

তাল আড়খেমটা।

হায়গো হায় রসিকনাগর নাগর কদম্বতলে। হায়।

সরোবর। শানবান্ধা আটঘাট দেখিতে সুন্দর॥ আটঘাটে আট বৃক্ষ কদম্ব আছিল। তথায় যাইয়া রামা আহ্লাদে বসিল। বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে। নূতন বচন শুন পাঁচালির ছন্দে॥

নাগরীদের খেদের গীত। খেমটা।

কে যাবেগো সঙ্গে এসো শুক সরোবরে। আসিয়াছে নবীন বিনোদ দাঁড়ায়ে ঐদেখ আলো কোরে॥ রূপ তারো দেখে, ওগো না চাবি ফিরে, আসিতে না চাবি [illegible] আপনার ঘরে। এমন বিনোদ দাঁড়ায়ে আছে [illegible] লয় হরে॥ সরোবর শোভন, ওগো যায় পড়ে [illegible] আমি জানি সে চরণ অমূল্যরতন। বিনোদিনী [illegible] পেলে বৃন্দাবনে রাসকোরে॥ কহে সমছদ্দি, ওগো প্রেম বড় নদী, এ নদীর থা নাই থা খোজ যদি। ডুবারুর চরণ ধরে উদ্দেশ পাবি ডুবলে পরে॥

পাঁচালি ছড়া।

[illegible] রমণী, কুলের কামিনী, মত্ত প্রিয়শিনী, জল আনিবারে [illegible] কদম্ব তলায়, দেখিয়া রামায়, ভুলিলো সভায়, বলে হলো [illegible] কিদায়॥ কাহার নন্দন, এবা কোনজন, কিসের কারণ, নিজ ভুবন ছাড়িলো। ইচ্ছা এই করি, হেন রূপ হেরি, দিবস শর্ব্বরী ঘুচাই মনের শূলো॥ আপন আগারে, এ যদি আমারে, লয়ে যেতে পারে, তবে সঙ্গে চলে যাবো। করিবো চুম্বন, দিবো আলিঙ্গন, দেখিবো বদন, মনসাধ পুরাইবো॥ হেনরূপ হেরে, ঘরে যেতে মোরে, ইচ্ছা নাহি করে, বল কি করি সজনী। একেতো অবলা, মদন প্রবলা, নাহি জানি ছলা, কেমনে বাঁচিবো পাপিনী॥ ওলো সহচরি, তোদের পায়ে ধরি, আমি কি করি, এক ধনী কেন্দে বলে। কিবা রূপ

গোপনে চলিলো ধনি লঙ্গে সহচরী। সহর নগর যত অন্বেষণ করি॥ এমতি সাবধান হৈয়া চলিলেন ধনী। চিনিতে না পারে কেহ বলিয়া কামিনী॥ ছাড়িয়া আপন দেশ কত দেশে যায়। বন্ধুর সন্ধান ধনি খুজিয়া না পায়॥ কাননে কাননে কতো ভ্রমণ করিলো। শয়নে সপনে প্রাণে তবু না দেখিলো॥ ভাবিয়ে অস্থির অতি বলে কিবা করি। কোথা যেয়ে সে চোরের অন্বেষণ করি॥ চোর মোর মন লয়ে বুঝিবা আমায়। দেখা দিবেনাক মোরে লক্ষণে জানায়॥ চোরের সন্ধান আমি কোথায় পাইবো। পাইলে তাহার মন কেমনে হরিবো॥ নিদয় এমন কেন সে বিধুবদন। ছাড়িয়া সকল দ্রব্য চুরি করে মন॥ বিধাতা আমারে তুমি সদয় হইয়া। বোলে দেহ প্রাণ কোথা আছে লুকাইয়া॥ না হেরি তাহার রূপ বাঁচিবো কেমনে। আশাতে নৈরাশ হৈলে তেজিব জীবনে॥ হেন ধ্যান করি ধনি ভাবিলো বিস্তর। ছাড়িয়া কানন পথ চলিলো সহর॥ সম্মুখে সহর এক সুন্দর দেখিলো। দাসীগণ লয়ে ধনী তথা উত্তরিলো॥ বৃদ্ধ এক লোকে ধনী জিজ্ঞাসা করিলো। সহরের নাম কিবা নৃপতি কে বলো॥ উত্তর করিলো বৃদ্ধ শুন বিবরণ। কাশ্মীর মুল্লুক নাম করুন শ্রবণ॥ ভূপতির নাম পুন কহে প্রনতি। আহাম্মদ সাহা নামে আছয়ে রাজন॥ ছইদ আহাম্মদ নাম সন্তান তাহার। নুর মহাম্মদ নামে পাত্রের কুমার॥ বিদ্যায় পণ্ডিত বড় উভয়ে দুজনে। রূপ গুণ হেন আর না দেখি নয়নে॥ মন্ত্রীসুত রাজপুত্র মিলে দুইজন। সদত কৌতুকে থাকে আপন ভবন॥ বিদেশী লোকের তারা খবর পাইলে। আদর ভকতি করে দোঁহে কুতুহলে। তোমার সংবাদ যদি শুনিতে পাইবে। আপনি আসিয়া তারা লইয়া যাইবে॥ বিবরণ সুবিস্তার করিয়া শ্রবণ। মনেতে করিলো রামা দেখিবো রাজন॥ ভ্রমিতে সহরে রামা চড়িয়া তুরঙ্গে। দাসীরে লইয়া সঙ্গে চলিলেন রঙ্গে॥ সহরের মধ্যে এক ছিল

গান। রাগিণী খাম্বাজ। তাল রেখতা।।
খাবেহে' কেবা চলো আছে কোথা বিনোদ কালা।
সেতো চোর মনচোরা হরে নিল রাজবালা।।
দেখিতে নাপেলে শঠে, ওলো সই প্রাণ ফাটে,
বিচ্ছেদ তার আমি সহিতে নাপারি জ্বালা।। বন্ধু
কি গুণ জানে, চুরিকোরে লয় মনে, আর গুণ তার
এত এসে কতো কলা ছলা।। সমছন্দি ছিন্দিকি ভনে
খোজ প্রাণ নিজ প্রাণে, হৃদয় মাঝেতে এসে, সেতো
করে লীলাখেলা।।

[illegible] [illegible]কুমার নন্দিনী ধনি উঠিয়া প্রভাতে। অতি ব্যস্ত
হয়ে গেলেন পিতার সাক্ষাতে।। শুনো মাগো মাতা পিতা
করি নিবেদন। স্থানান্তরে যাবো আমি করিতে ভ্রমণ।। দুই
হাজার পাঁচশত দাসী দেহো মোরে। যাইবো সকলে মোরা
পুরুষ প্রকারে।। সকলেতে অশ্বোপর আরোহণ হৈয়া। কিছু
কাল ভ্রমি মোরা দেশে দেশে গিয়া।। পিতা মাতা শুনি
কথা বুঝিলো কারণ। অশ্ব দাসী কন্যারে করিলো সমর্পণ।
সুন্দরী দাসীগণে ডাকিয়া আপনি। সাজ করিবারে সবে
কহিলেন ধনি।। আপনি আপন সাজ সুসাজ করিলো।
কুমার [illegible] প্রায় যুবরাজ হৈলো।। অলঙ্কার তেজিলেন
গাএ [illegible]। কাঁচলিতে কসিলেন কুচ হেমিরত।। মা-
থায় [illegible] জওহর জড়িত। যাহা দরশনে হয় নয়ন
শোভিত।। [illegible] পায়জামা কিমখাবি কাবা। তাহার
উপরে পরে [illegible] আবা।। বানারছি দোপাট্টায়
কোমর বান্ধিলো। [illegible] ভাল চাদর রঙ্গি অঙ্গে দিলো।।
অশ্ব এক ভাল আনি আরোহণ হৈলো। বন্ধুর তল্লাসে ধনি
গমন করিলো।। পশ্চাতে তাহার দাসী সকল সাজিয়া।
সকলে চলিলো অশ্ব আরোহণ হৈয়া।। একেতে সুন্দরী সবে
তাহাতে রমণী। পুরুষের বেশ দেখি ভুলিলো কামিনী।।

সঙ্গে লয়ে পরী।। জলেতে নামিয়ে সবে শিনান করিয়ে। হাস্যমুখে হাঁসিখেলি করেণ বসিয়ে।। এমতি দেখিয়া মাতা হারায়েছি জ্ঞান। তদবধি আছে মন হয়ে উচাটন।। কুব্জা মনে কৈলো এই মোরে কুব্জা দেখে। ধনী বুঝি হারাইল আপনার সুখে।। যেন প্রাণ আপনার আর না রাখিবো। গরল করিয়া পান পরাণ তেজিবো।। এই বলি গরল আনি গ্রহণ করিলো। গ্রহণ মাত্রেতে কুব্জা লোকান্তর হৈলো।। কাতর আতর পুন দিগুন বাড়িলো। স্বামী মৈলো বলে ধনী কান্দিতে লাগিলো।। জামতা মরিলো শুনি কান্দে রাজ-রানি। সেই উপলক্ষে কান্দে যত বিরহিনী।। রাজবালা প্রিয় শিনীর ক্রন্দন হেরিয়া। সহচরী গণ কান্দে মাথায় মারিয়া।। কেহ মাথে শীল মারে কেহ বলে হায়। গালেতে চড়ায় কেহ কেহ দেখায় দশায়।। কেহো ছিঁড়েফেলে ধোরে কেশ আপনার। বুকে শীল মারে কেহ তেজি অলঙ্কার।। ভুপতি আ-পনি কান্দে বাহির দেওানে। মন্ত্রী আদি যতলোক কান্দে সেইখানে।। তদপরে সহরে হইলো হুলথুল। প্রজাগণ শুনি সবে কান্দিয়া আকুল।। রাজার কুমারী ধনী মনে মনে বলে। স্বামী মৈলো ভাল হৈলো বন্ধুরে পাইলে।। আপন আলয়ে আনি রাখিবো গোপনে। প্রত্যহ রজনী সুখ করিব দুজনে।। সন্ধানে তাহার আমি নিজেতে যাইবো। যাইয়া তাহার মন হরিয়া লইবো।। স্বামী মৈল চাল্লিসার ক্রিয়া আদি করে। পিতারে ডাকিয়া ধনী কহে মধুস্বরে।। মন উ-চাটন মোর পুর্ব্বে হৈয়া ছিলো। কপালের দোষে পুন স্বামি মোর মৈলো।। অদৃষ্ট আপন ভুপ যদি দৃষ্ট করি। উদা-সিনী মত বসে কেন্দে কেন্দে মরি।। দেশে দেশে কিছুকাল ভ্রমণ করিব। কুসুমে কানন বন সকল দেখিব।। এমতি আ-মার মন হয়েছে ভুপতি। গোপনে যাইব আমি দেহ অনু-মতি।। বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে। অনুমতি হইলে কালি যাইবো আনন্দে।।

আকুল হৈলো কুলের কামিনী ॥ কুজা হেনরূপ দেখি জি-
জ্ঞাসা করিলো। কহ ধনি হেন কেন তব রূপ হৈলো ॥ বিরস
বদন কেন হাঁসি নাই মুখে। কিদুখে দুখিত এতো হারা-
ইলে সুখে ॥ পিতা মাতা পরে তার সকলে আইলো।
বিরস বদন দেখি দুখিত হইলো ॥ জিজ্ঞাসিলো কেনো মাতা
হলিগো এমন। কি দুখে হইলো তব মলিন বদন ॥ মলিন
বদন হেরি প্রাণ কেঁদে উঠে। বিনাশ হইয়া সুখ দুখ এসে
ঘটে ॥ রাজবালা ছলাকরি সকলে কহিলো। ঔদাস্য আমার
মন আচম্বিতে হইলো ॥ শুতিয়া ছিলাম আমি পালঙ্গে আ-
পন। নিদ্রা ধরা মাত্র দেখি আশ্চর্য্য সপন ॥ কুসুম কানন
এক দেখিতে শোভিত। যাহার তৃতীয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রকা-
শিত ॥ দুই ক্রোশ প্রস্ত তার প্রাচীরেতে ঘেরা। আকিকের
ইটে গাঁথা রূপার দিয়ে গারা ॥ ভিতরেতে চাঁদনী এক অতি
মনোহর। পাঁচশত দ্বার তার দেখিতে সুন্দর ॥ জমরর্রদি
ইটাতে হেমের গারা কোরে। গড়িয়াছে কোনজন ভারি
কারীগরে ॥ কড়ি করিয়াছে তার সোণা গলাইয়া। হিরার
পাথর কতো দিয়াছে পুরিয়া ॥ চৌকি পালঙ্ক তার কে করে
গনন। আছে যত মুক্তাকাটা শোভিত লোচন ॥ তাহার নি-
চেতে দেখি এক সরোবর। সানবান্ধা আটঘাট দেখিতে সু-
ন্দর ॥ মন্দবায় জল তার কিবা শোভা পায়। রাজহংসী যায়
শত খেলিয়া বেড়ায় ॥ খঞ্জন খেলায় ধারে দেখায় নয়ন।
ডাহুক তাহায় নাচে করিয়া যতন ॥ পুষ্পবন বিবরণ শুন
দিয়ামন। বাদাজায় কটিকায় পাটি বিচক্ষণ ॥ বিকশিত পুষ্প
তাহে গোলাব চেমেলি। বেলা জুহি কত শত কাঞ্চনের
কলি ॥ সব্জুর্বগ দাওদি জাফ্রা সন্ধ্যামুনি। নফরিন নস্তবন
আর দাড়িম্ব কামিনি ॥ সূর্য্যমুখী গন্ধরাজ ও মধু টগর।
ঝাঁটি চাঁপা বনজুহি আর নাগেশ্বর ॥ পুষ্পবনে নিরবধি
কোকিল হুঙ্কারে। অলিগণ মধুপিয়ে মাতিয়া গুঞ্জরে ॥ পুষ্ক-
র্ণীতে সিনানেতে যত বিদ্যাধরী। প্রত্যহ আইসেন তারা

চোরাবন্ধু এসে পান করে মধু, প্রেমমদে মোরে মাতাইলে।। মাতিলে আপন কাজে, দেখিলে আমার লাজে, মজালে আমাকে নিজে মোজে। বুঝিনু তোমারে আমি, নষ্টগিরি জানো তুমি, একি করা তোরে ভালো সাজে।। তোরে না দেখিলে পরে, বাঁচিবো কেমন কোরে, উপায় এহার বলো মোরে। আছে যতো অলঙ্কার, হইয়াছে সে অঙ্গার, পোড়াইছে আমার শরীরে।। কাপড়ে কামড় মারে, কেশেতে উদাস করে, চিকুর সাপিনী মোর হলো। বদন হইল খিণ, কুচ হইল মলিন, যৌবনেতে আগুন লাগিল।। বসিলে উঠিতে ভার, চক্ষে দেখি অন্ধকার, প্রাণে বাঁচা ভার মোর হলো।। কাহার নন্দন ধন, কোনদেশে নিকেতন, সব বিবরণ মোরে বলো।। আমি সেই টেরে ফিরি, অন্বেষণ তোমার করি, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া। হারায়ে যেমন মণি, উদাসিনী হয় ফণি, প্রিয়শিনী সেইমত হইয়া।। চঞ্চলাতে হলো সারা, নয়নেতে বহে ধারা, নিদ্রা তার চক্ষে নাহি ধরে। আশাতে হয়ে আশ্বাসি, গান আরম্ভিলো আসি, বন্ধুরে আপন মনে করো।। নিরঞ্জন নিরাকারে, সদা ধ্যান করে তাঁরে, স্তুতি মিনতি করিয়া। ছিদ্দিকি রচিয়া কয়, এই যে উচিত করতায় ভজে কাতরিয়া।।

গান। রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।।

বলো সহচরি। আমি কি করি।। মনচোরা প্রাণ ধন, কোথা গেলো সে রতন, পেলেমনা তার অন্বেষণ, এই খেদে মরি। যৌবন হইলো অনল মোর, সৈতে নারি জলন তার, বুঝি আর যৌবনের ভার, রাখিতে নারি। ছিদ্দিকির শুনো বাণী, কাতর কেনে হলে ধনি, আসিবেন গুণমণি প্রিয় তোমারি।।

পাহার রাজার নন্দিনী ধনি দিবস রজনী। ভাবিয়া

কালে এক, আসি বৃদ্ধলোক, রজ্জু মোর খুলে দিল। বাজ অন্বেষণ, তাহার সন্ধান, সেইলোকে বোলেদিল ॥ সন্ধানেরি মত, গেলেম ত্বরিত, দেখিতে পাইনু বাজ। বাজেরে ডাকিতে, আইলো হাতেতে, আনিয়াছি মহারাজ॥ রাজার নন্দন, শুনি বিবরণ, মন্ত্রির কুমারে কৈলো। যত দুখ পেলে, তাহে যাহ ভুলে, অপরাধ মোর হৈলো॥ এই কথা বোলে, মিলে গলে গলে, আদ্যভাব পরে হলো। আনন্দ হইয়া, মিলাইয়া দিয়া, সমছন্দি বিরচিল॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। হেতাকার শুনো বাণী, নিদ্রাভঙ্গে উঠে ধনী চারিদিগে দেখে নিরক্ষিয়া॥ বলে একি দশা হৈলো, প্রাণনাথ কোথা গেলো, রাত্রিকালে মোরে দেখাদিয়া॥ স্বামী সেই কুঞ্জে আছে, আছে শুয়ে মোর কাছে, তবে কে সে ছিল মনচোরা। গতনিশি কোন শশি, দেখা দিলো মোরে আসি, দিপ্তমান কৈলো চক্ষু তারা॥ হেনরূপ নাহি হেরি, অন্যাসন যদি করি, পৃথীবিতে করিয়া ভ্রমণ॥ সে কে এলো মোর ঘরে, চুম্ব আলিঙ্গন করে, পরে কোথা গেলো সেইধন॥ আহা আহা মরি মরি, বলো বলো সহচরি, উপায় ইহার কিবা করি॥ তত্ত্ব যদি কেহ তার, আনি দেয় একবার, দাসী হয়ে থাকি আমি তারি॥ পবন তোমারে বলি, বলে দেরে মোর অলি, এসে গেলো কোথা মধু খেয়ে॥ যাও তুমি সর্ব্বঠাঞি, তোমাকেত ছাপানাই, মোরে এসে বলো তত্ত্বলয়ে॥ শিরে করাঘাত হানি, গালে হাত দিয়া ধনি, ভাবে দিবা নিশি নিকেতনে। মনচোরা চোর হেনো, নাহি দেখি কদাচনো, চুরি কোরে লইল মোর মনে॥ কোনদেশে বাস করো, কিনাম আপন ধরো, থাক কোথা সদা বলো মোরে। জদি না কহিবে তুমি, কাতি গলে দিব আমি, পরকালে বুঝে লিবো তোরে॥ এখানে কেমনে এলে, মোরসঙ্গে আলাপিলে, কিদোষ পাইলে ফেলেগেলে। শুনো ওহে

আহা মরি মরি, কিবা রূপ হেরি, তাহারে ভুলি কেমনে। রূপ দেখাইলো, মদে মাতাইলো, হরে নিলো মোর প্রাণে॥ সেকি বিদ্যাধরি, কিম্বা ছিলো পরি, আকাশ বিমানে এসে। আলিঙ্গন দিলো, কৌতুক করিলো, লৈয়া মোরে নিজ-দেশে॥ না হলে এমন, রূপের কিরণ, মানবে হবে কেমনে। যেথা তার আছে, হয় যদি পথে, ধরিব দুটিচরণে॥ বলিবো তাহারে, লয়ে চলো মোরে, দাস হবো তবস্থানে। সেবিবো চরণ, দেখিবো বদন, এই সাধ মোর মনে॥ আপনার ঘরে, লয়ে গেলে মোরে, মধুদান পুন দিলে। মাতাইলে মদে, করিলে আমোদে, লজ্জাখুলে দেখাইলে॥কিহলো তোমারে, আনিয়ে আমারে, পুন রেখে গেলে বনে। পাইবো তোমায়, যাইবো কোথায়, বল মোরে সে সন্ধানে॥ সন্ধান না পেলে, দড়িদিবো গলে, গরল করিব পাণ। নিশ্চিন্ত হইবো, আর না ভাবিবো, তেজিবো আপন প্রাণ॥ মন্ত্রির নন্দন, হয়ে উচাটন, অস্থির হয় অন্তরে। বাজেরে ডাকিলো, ডাকামাত্র এলো, পিঞ্জরে রাখিল ধোরে॥ অশ্বোপরে জিন, বান্ধিয়া সেদিন, লাগাম মুখেতে দিয়া। হয়ে আরোহণ, চলিল ভুবন, বাজপক্ষি হাতে লিয়া॥ ভাবনার দুখে, হারাইলো সুখে, চেষ্টাতে সেই ধনীর। সদত চঞ্চল, নাহি খায় জল, চক্ষে সদা বহে নীর॥ এমতি প্রকারে, অধিক কাতরে, চলিলো মন্ত্রির নন্দন। হইলো যখন, গতো তিনদিন, গেল আপন ভবন॥ বাজপক্ষি লয়ে, মহাবাজে দিয়ে, প্রণাম করিলো এসে। রাজার নন্দন, হয়ে উচাটন, হাতে ধোরে এনে শেষে॥ বাজ কোথা পেলে, কেমনে ধরিলে, বৃত্তান্ত তাহার বলো। তোমারে পাঠায়ে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে, হইয়াছিনু বিকল॥ মন্ত্রির নন্দন, দুখ কহে বিবরণ, তাহা শুন মনদিয়া। শুন রাজসুত, বড় দুখ পাই কতো, কাননেতে আমি গিয়া॥ তুমি যে আমারে, দিলে বারিকোরে, আমি সেই ধিক্কারে। বনে প্রবেশিয়া, রজ্জু গলে দিয়া, যাই প্রাণ তেজিবারে॥ হেন-

হইতে আইলে ধঁধু কাহার সন্তান ॥ দেখি তব রূপ, হলো অপরূপ, কি জন্যে আইলে বন্ধু হাস্তে নয়ান বান। এসেছ বন্ধু, বুঝি খেয়েছে মধু, প্রেমের মদে মাতাইব দিয়া মধুদান ॥

পয়ার। মনে মনে ছড়াগান বলিয়া দুজনে। মিলন হইল দোঁহে মাতিল মদনে ॥ উথলিল কামজাগ উদয় হইয়া। চুম্ব আলিঙ্গন হয় বদন চুম্বিয়া ॥ অলি কোমলকলি পেয়ে বসিয়া তাহায়। নির্ভয়েতে ভর করি বোসে মধু খায় ॥ লাজের কপাট খুলে শৃঙ্গারের পথে। রস গিয়ে দরশন করিলো তাহাতে ॥ তার প্রতি মদনেতে সহায় হইয়া। রসের নৌকায় রস দিলো পুরাইয়া ॥ মধুপান করে অলি উঠে দাঁড়াইল। কামিনি লজ্জিত হয়ে ঘোমটা টানিল ॥ পরমান্ন মিষ্টান্ন মতিচুর আনি। পশ্চাতে মন্ত্রিরে লয়ে দিলো সেই ধনি ॥ উভয়ে গ্রহণ করি জলপান করে। শয়ন করিল পুন পালঙ্ক উপরে ॥ সুখেতে শয়ন মাত্র নিদ্রা ধরে এসে। পরি-গণ বিবরণ দেখে সবে হাঁসে ॥ পুনর্ব্বার আপনার রথের উপরে। মন্ত্রির নন্দনে লৈল হরিষ অন্তরে ॥ কাননেতে যথা ছিল মন্ত্রির নন্দন। তথায় লইয়া রাখে করিয়া যতন ॥ ধনির কোলেতে কুব্জা সমর্পিয়া দিয়া। পরিগণ গেলো সবে কৌতুক করিয়া ॥ যাহার যেমত দশা তাহাই ঘটিলো। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিলো ॥

লঘু ত্রিপদী। মন্ত্রির নন্দন, পাইয়ে চেতন, উঠে দেখে সেই বনে। ভাবে নিরন্তর, বসিয়ে বিস্তর, দেখিনু বুঝি স্বপন ॥ জাগ্রতে স্বপন, না দেখি কখন, একেমন স্বপন হলো। দেখিনু তাহারে, করিতে বিহারে, সেধনি কোথারে গেলো ॥ দেখি কোটাঘর, সেঘর কাহার, পালঙ্কে সেধনি কেবা। লয়ে সেইধনি, বঞ্চিনু রজনি, করিলাম কতো সেবা ॥

ভাবে মনে, ছিলাম বনে, অশ্ব জিনে, সেথা শয়নে, মোরে এনে, হেতা কে দিলো। বুঝি এই ধনি, গুণমণি, প্রিয়ম্বিনী, মধু অধরিণী, গজগামিনী, মোরে আনাইলো॥ আহা মরি, হেন সুন্দরী, কখন নারি, আমি না হেরি, বল কি করি, ওলো সজনী। ছিদ্দিকি কয়, যদি বিধাতায়, হইয়া সদয়, দিলেক তোমায়, জুড়াও হৃদয়, লইয়া কামিনী॥

গান। রাগিণী কয়ালি।

কি নাম তোমার বল ও বিনোদিনী। কানন হোতে আনিলে মোরে কেবলো শুনি॥ মোরে এনেছো, দয়া করেছো, রেখো তবে চরণেতে রাজনন্দিনী। মনে এই করি, হেন রূপ হেরি, হৃদয় মাঝে রাখি দিবা রজনী॥

ছড়া। অর্থাৎ রাজকুমারির মনের কথা।

রাজার নন্দিনী, বিনোদিনী, কমলিনী, মৃগনয়নী, হেরিয়ে অমনি, কহিছে ধনি, একি অপরূপ হলো। এমন সুন্দর, ছিল নাক বর, এবর অপর, কারবর, রূপ মনোহর, আমার ঘর, কেমন প্রকারে এলো॥ কিবা নয়ন, যেমন খঞ্জন, ওহার বদন, প্রায় তপন, লয়ে কিরণ, করে বিরাজন, আহা একি রূপ হেরি। এ জন যেমন, ভ্রমিয়ে ভুবন, না দেখি তেমন মদনমোহন, যারে দেখে মদন, লয়েছে শরণ, যাহার চরণ ধরি॥ টেড়াচ নয়নে, মারিতেছে বাণে, হরে লয় মনে, সাতায় মদনে, সেকি জানে, রাখিতে প্রাণে, সমছিদ্দি কহিল। তাহাতে কুল বোঝে, সে যুবরাজে, ছেড়ে লাজে, হৃদয়মাঝে, রাখিলে সাজে, প্রেমে মজে, কাজে কাজে, রাখিতে হলো॥

গান। রেখ্‌তা।

তুমি কেহে ও নবীন বিনোদ কাহারি পরাণ। কোথা

কি ক্ষণে বিবাহ হৈল কেমন হইল। স্বামী তার বাসরেতে কুজা হয়ে গেলো॥ কুজারে লইয়া ধনী সে বিধুবদনী। ভাবিত অন্তর সদা দিবস রজনী॥ কখন বা কপাল আপন করে নিরীক্ষণ। কখন বা দেখে ধনি আপন যৌবন॥ যখন যৌবন দেখে গালে দিয়া কর। উদাসিনী মত বসে ভাবে নিরন্তর॥ শিরে করাঘাত হানি করে হায় হায়। কখন বা দুঃখ হেরি বিধিরে ধেয়ায়॥ চল চল সবে মিলে কৌতুক করিব। এহারে লইয়া মোরা তার কোলে দিব॥ কুজারে কাননে এনে শুয়াইব জিনে। সুরযাঁহা কোলে দিব লয়ে এই জনে॥ পরামর্শ স্থির করি মন্ত্রির নন্দনে। আপনাদের রথ মধ্যে লইয়া যতনে॥ সুরযাঁহা নিকেতনে সকল পরিগণ। মন্ত্রির কুমারে লয়ে করিল গমন॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইল যখন। মন্ত্রির কুমারে লয়ে পৌছিলো তখন॥ কুজারে কাননে এনে শুওাইল জিনে। সুরযাঁহা কোলে দিল মন্ত্রির নন্দনে॥ প্রথমেতে মন্ত্রিসুত চেতন পাইলো। সুরযাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পরেতে হইলো॥ উভয়েতে দুইজন পাইয়া চেতন। এ ওহায় দেখে দোহে করে নিরক্ষণ॥ বিধাতা সদয় বুঝি আমারে হইলো। কুজাবর মোর বুঝি ভাল করি দিলো॥ বুঝিলো মন্ত্রিরসুত আমি ছিলাম বনে। সদয় হইয়া বিধি আনিলো এখানে॥ পরে উভয়েতে ছড়া মনে মনে গায়। গোপনে রহিলো কথা প্রকাশ না পায়॥ মনে যত আঁচা আঁচি উভয়ে করিল। ছড়াতে বৃত্তান্ত তার ছিদ্দিকি রচিল॥

মন্ত্রির ছড়া অর্থাৎ মনের কথা।

মন্ত্রির নন্দন, পাইয়ে চেতন, হয়ে উচাটন, ভাবিছে তখন, যেমন স্বপন, সে ধন দেখিতেছে। হইল কেমন, না বুঝি কারণ, কাহার ভবন, করি নিরীক্ষণ, আনি কোনজন, সমর্পণ করেছে॥

যেই করি এই লই হাতে ধরি ॥ পরে তার শুন আর নূতন বচন। বিদ্যাধরি যত পরী করিয়া মিলন ॥ ফেরদোছ নগরে মোরা এহারে লইয়া। রাজকন্যা কোলে দিবো কৌতুক করিয়া ॥ রাজকন্যা রূপে ধন্যা পরম সুন্দরী। তার রূপ অপরূপ যেন বিদ্যাধরী ॥ রূপের গুণের কথা কহিব কি তার। প্রথম যৌবন যার করেছে বাহার ॥ বদনে তপন ত্রাসি হয়ে নিকেতন। মলিন বদন হয়ে করে পলায়ন ॥ বদনে চিকুর শোভা যেন কালফণি। বিরাজ করিছে লয়ে নিরমল মণি ॥ কেশ বেশ কিবা কব যারে দেখি নিশি। আশ্রয় চাহিল তার কেশবেশে আসি ॥ নাশিকা মুকুতা যেন আকার আকার। ললাট তাহার প্রায় বেলওারি তক্তার ॥ কর্ণেতে কুণ্ডল শোভা মুক্তার কিরণ। শুকতারা আকাশেতে প্রকাশ যেমন ॥ মৃগ আদি দেখি তার খঞ্জন নয়ন। অভিমানে মানি হয়ে প্রবেশে কানন ॥ দন্ত তার মুক্তাহার তাহে পুন মিশি। তাহাতে প্রকাশ পায় যেন শশি নিশি ॥ এক নিশি এক শশি জগতে অভ্যাস। বদনেতে শশি নিশি বত্রিশ প্রকাশ ॥ গলা সেবিবার জন্য গজমতি হার। আশ্রিত হইল গিয়া গলেতে তাহার ॥ হেম পঞ্চলরি আর সাতলরি মুক্তার। কণ্ঠগলে ফাঁসি লয়ে ঝুলিছে তাহার ॥ অলঙ্কারে শোভে চিত্র সর্ব্বলোকে বলে। অলঙ্কার শোভা পায় সেচিত্র পাইলে ॥ কলেবর বেলওারি তক্তার প্রকার। তাহে দুই কুচ তার হেম অলঙ্কার ॥ ডুবিলো কমলকলি কুচ দরশনে। কদম্ব দাড়িম্ব ফাটে দেখিলে মদনে ॥ কুচকলি তারে বলি যারে দেখে অলি। গুন গুন রবে গান গায় অলি গলি ॥ আমরা যে পরিনারী হই দাসি তার। হেন রূপ অপরূপ নাহি দেখি আর ॥ তাহার কপাল বড় হইয়াছে মন্দ। দিবা রাত্রি নিরানন্দ না হয় আনন্দ ॥ নুরযাঁহা নাম তার আনন্দ অপার। পিতা তার রাখিয়াছে করিয়া আদর ॥ বিবাহ দিলেক তার দেখিয়া সুজন। সুন্দর সুন্দর বর নৃপতিনন্দন ॥

শেষে, বনে এসে পড়ি দোষে। যশ নাহি মোর, দোষ নাহি তোর, মজিনু নৃপতি দোষে॥ নৃপতি নন্দন যখন, ধরিবারে বকারণ। ছেড়ে দিলো মোরে, না ধরিনু তারে, সময় ছিলনা তখন॥ চল চল সঙ্গে জাবো, নৃপতিরে বুঝাইবো। রাগিয়াছে কেনো, বুঝিব কারণো, তব দুঃখ শেষে কবো॥ পরে তারে বাক্য কৈলো, রাত্র অধিক হৈলো। ঘোড়ারে বান্ধিয়া, শুয়ে থাকো গিয়া, সঙ্গে আমি যাব কল্যো॥ হেন বাক্য শুনি মন্ত্রি, হয়ে আহ্লাদিত মতি। ঘোড়ারে বান্ধিয়া, জিনপোস লিয়া, শয্যা কৈলো সেই রাতি॥ বড় পথশ্রম ছিলো, শোবা মাত্র ঘুমাইল। হেনকালে শুন, এসে পরিগণ, মন্ত্রিরে শয়নে দেখিল॥ পরিগণ বলে একি, কখন না মোরা দেখি। এই পথে যাই, আমরা সদাই, মানব দানব পাখি॥ এজন কোনজন, হয়ে অশ্ব আরোহণ। বাজপক্ষী লয়ে, সেকার লাগিয়ে, বুঝি আসিয়াছে বন॥ এবলে উহারে দেখ, কিবা রূপ মনোসুখ। আমরা যে পরি, হই যদি নারি, ঘোচে তবে মনোদুখ॥

গান। রাগিনী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

কি খেল খেলায় খেলি খেলা দেখরে। অপরূপ রূপ সেই স্বরূপে ধরে॥ আপনি নাগর বর আপনি প্রিয়সি। কত নিলে খেলা জানে কে চেনে তারে॥ অপরূপ ইছফ রূপ সেইরূপ ছিলো। জেলেখার অপরূপ তবরূপ হেরে॥ শিরিঁতে কিঞ্চিৎ রূপ প্রকাশ করিল। মজিল ফরহাদ খোহুরো নিরীক্ষণ কোরে॥ লৈলি হইয়া সেই মজনুরে মজায়। শেষে লৈলি মজাইজ মজনু রূপ ধোরে॥

পয়ার। পরিগণ উচাটন হইয়া তখন। যতনে পতন করি দেখরে বদন॥ হেনরূপ অপরূপ রূপ নাহি হেরি। মনে

স দিন ফিরিয়া যায় নৃপতিনন্দনে। লস্কর সহিত সবে মলিনো বদনে ॥ বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে। ভেবো-নাহে মন্ত্রিসুতো মাতিবে আনন্দে ॥

গান। রাগিণী খাম্বাজ।

প্রাণ তোরে কি হলো। কুলমান সকলি গেলো ॥
চুরি করে লয়ে মনো, কোথা গেলো সে রতনো,
পেলাম না তার অন্বেষণো, করি কি বলো। মনো
চোরা বাজ হেনো, নাহি দেখি কদাচন, চুরি করে-
লয়ে প্রাণ, সে কোথা গেলো। সমছদ্দি রচিয়া কয়,
শুনো ওহে দয়াময়, দয়া জেন মোরে হয়, বিচার
কালো ॥

ভঙ্গত্রিপদী। মন্ত্রির নন্দন বনে, প্রেবেশিল গিয়া বনে। করয়ে ভ্রমণ, বাজের সন্ধান, না পাইয়া ভাবে মনে। সুর্য্য নিকেতনে গেলো, শশি আসি দেখা দিলো। বাজ হেন-কালে, বসে আছে ডালে, আপোন চক্ষে দেখিলো ॥ দেখা মাত্র উল্লাশে, কহিতেছে হেঁসে হেঁসে। ওরে বাজ শুনো, তোর হেন গুণো, কখনো নাজানি ভাবে ॥ ছিছি তোর হেন কর্ম্ম, জানাইলি পুর্ব্ব ধর্ম্ম। সেই বকারণে, না ধরিলি কেনে, করিলি কেন অধর্ম্ম ॥ বেঁচে গেলো চিড়িমারে, মহা-রাজ কিনে তোরে। সেকার কারণ, লইলো রাজন, উড়ে এলি কি বিচারে ॥ তোর লাগি রাজা মোরে, দিলো বাছা বারি করে। অন্বেষণ জনো, এসেছি অরণ্যে, চল লয়ে জাই তোরে ॥ বাজ জদি নাহি জাবে, দুর্গতি আমার হবে। কাটিবে আমায়, মারিবে সবায়, এক খাদে গাড়াইবে ॥ শুনি বাজ হেন বাণী, কহিতেছে গুণমণি। চল চল যাব, দুঃখ নাহি দিবো, ধর্ম্ম জানে তোরে জানি ॥ সোন মন্ত্রি অব

ছেলামত নকিব জানায়॥ নগর ভ্রমিয়া যায় দেখিবা কৌতুক। চাবুক সওার মারে ঘোড়ায় চাবুক॥ ডাঁকুশ হাতির মাথে মাহুত মারিল। ধরিয়া বাগির ডোর কোচওান বসিল॥ উঠের নাত সওার ধরিয়া দৌড়ায়। তুরুকসওার আসি অশ্বেরে ছুটায়॥ এমতি প্রকারে অতি যতন করিয়া। নৃপতি কুমার যায় সকলে লইয়া॥ সহর ছাড়িয়া রাজা প্রবেশে কাননে। দুইজনে পাঠাইল শীকার অন্বেষণে॥ ভূপতির সাজ দেখি পশু পক্ষীগণ। উচাটনহয়ে সবে কৈল পলায়ন॥ বনে বনে দুইজনে তল্লাস করিয়া। পশু পক্ষী না দেখিয়া কহিল আসিয়া॥ নৃপতি নন্দনে আসি কহে বিবরণ। বনেতে শীকার নাই শুনহে রাজন॥ ভাবিত হইল শুনি রাজারকুমার। বিধাতা আমারে বুঝি না দিল শীকার॥ পশ্চাতে আপন বাজ আপনার হাতে। লইলেন চলিলেন মন্ত্রীসুত সাতে॥ দুইজনে অশ্বোপরে আরোহণ হয়ে। শীকার সন্ধান করে বনে প্রবেশিয়ে॥ শেষে এক নকারণ উড়ে যায় বনে। তাহাকে ধরিতে বাজ ছাড়িল রাজনে॥ বাজ উড়ে গেল বনে না ধরিল তায়। ভূপতিনন্দন বসি করে হায় হায়॥ ক্রোধেতে অনল হয়ে রাজার নন্দনে। মন্ত্রির নন্দনে কহে ঘুর্ণিত লোচনে॥ বাজের শীকার ভাল কেমনে কহিলে। মিথ্যা কথা বলে কেন দুঃখ মোরে দিলে॥ শীকার না ধরে বাজ কৈল পলায়ন। ধরিয়া আনিয়া দেহ মন্ত্রির নন্দন॥ ধরিয়া আনিয়া বাজ না দিবে আমার। জান বাচ্চা একথাদে গাড়িব তোমার॥ কদাচিত মিথ্যাবাদী মোরে না জানিবে। মিথ্যার উচিত ফল এখনি পাইবে॥ ভাবিয়া অস্থির হৈল মন্ত্রির নন্দনে। ধরিয়া আনিয়া বাজ দিবহে কেমনে॥ কোথা যাব কেমনেতে অন্বেষণ পাব। চল্লে যাই যদি পাই ধরিয়া আনিব। না পাই তাহারে যদি বনে প্রবেশিয়া। বিধি নাম স্মরণ করিব বসিয়া॥ এই কথা স্থির করি মন্ত্রীর নন্দনে। অরণ্যের মধ্যে গেল অশ্ব আরোহণে॥

মহাশয়, অতিশয় তাগিদ করিল।। আজি দিবা দুপ্রহরে, ডেকে আন সকলেরে, শীকারে যাইব সবে বনে। এই বাজ সঙ্গে যাবে, ধরিয়া মারিব সবে, যত পক্ষী দেখিব কাননে।। এইমত আজ্ঞা দিয়া, অন্দরে প্রবেশে গিয়া, সাজে সবে সশঙ্কিত মনে। নকীব করাস আর, এসওাল চোপদান, দাণ্ডাইল নিজ নিজ স্থানে।। উজির নাজির কত, আইলেন শত শত, মন্ত্রী আদি আসাবরদার। সেকাই সান্তরী যারা, বন্দুক লইয়া তাহা, দাণ্ডাইল বান্ধিয়া কাতার।। জরকসিচিরাপরি চপরাসি সারি সারি, পেয়াদায় কাতার হাজার। চাবুক সওার যত, উঠেরি কাতার তত, ডঙ্কা মারি হইল তৈয়ার।। হাজার হাজার বাণ, হেমছড়ির নিশান, সকলে আনিয়া জুটাইল। শত শত সুপালকি, শত চেরেট পালকি, শত শত গাড়ি ভাল ভাল।। কেরাচিরে কেবা গণে, বগী দেখি পণে পণে, নয়ান জুড়ায় যারে দেখে। আনন্দে অপার হয়ে, সেনাগণ সঙ্গে লয়ে, গমন করিল নৃপ সুখে।। সমছদ্দি কহিয়া কয়, চল চল মহাশয়, আমিহে যাইব আজি সঙ্গে। শীকারেতে বিপরীত, হইবেক উপস্থিত, শেষেতে মজিবে বড় রঙ্গে।।

পয়ার। দিবা দুই প্রহরেতে নৃপতি নন্দন। বাহিরেতে আইলেন আনন্দিত মন।। জরকসিচিরাপরি মুক্তামালা গলে। জমর্‌দ্দি টোপ মাথে দিল কুতূহলে।। কর্ণেতে কুণ্ডল পরে মুক্তার কিরণ। যাহাতে উজ্জ্বল হয় অন্ধক নয়ন।। মখমলি কাবা পরে চাপকান সাটন। কিমখাবি পায়জামা পরিল রাজন।। ঢাকাই রুমাল হাতে জহর জড়িত। বানারসি দোপাট্টায় নয়ান শোভিত।। জহর জড়িতজুতা চরণেতে দিয়া। অশ্ব আরোহণে যায় আনন্দিত হৈয়া।। মন্ত্রীর তনয় হেন সুসাজকরিল। শেষে আসি অশ্বোপরে আরোহণ হৈল।। দুইবন্ধু একত্তরে চড়িয়া তুরঙ্গে। ধীরি ধীরি চলিলেন সেনাগণ সঙ্গে।। উঠের পৃষ্ঠেতে ডঙ্কা গুড়গুড় বাজায়। মহারাজ

ভাবিয়া চিন্তিয়া, বন্দুক পুরিয়া, শেষেতে সাহস করি। বন্দুক লইয়া, নিশান করিয়া, ছাতির উপরে ধরি ॥ কলটিপে দিল, রঞ্জক উড়িল, বাঘেরে লাগিল গুলি। শীকার পড়িল, আনন্দিত হৈল, সবে করে হাসি খেলি ॥ তার পরে কত, মারে শত শত, মৃগ আদি যত পায়। নৃপতি নন্দন, আহ্লাদিতমন, সে দিন নিবাসে যায় ॥ এমতি প্রকার, সদত শীকার, নৃপতি নন্দন করে। তার পরে আর, শুন সমাচার, ছিদ্দিকী রচন সারে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। কোকিলেতে উচ্চৈঃস্বরে, কুহু কুহু রব করে, নিরবধি ডাকিতে লাগিল। শশী নিশি অশ্বপর, মৌনভাবে নিরন্তর, নিকেতনে আরোহণে গেল ॥ তপন তাপিত হয়ে, আপন কিরণ লয়ে, যতনে বদন দেখাইল। রাজার নন্দন ধন, উঠে বসিল তখন, দিবা দেখি বাহিরে আইল ॥ দেখিয়া মন্ত্রির সুতে, কহিলেন আদরেতে, আজি চল শীকারে যাইব। কিন্তু ভাই তুমি বল, কাহার শীকার ভাল, বল মোরে তাহা লয়ে যাব ॥ শুনি কহে মন্ত্রী সুত, শুনহে রাজার পুত, বাজের শীকার ভাল জানি। তুমি যেমন প্রজার, আছ হয়ে অধিকার, পক্ষী অধিকার বাজ শুনি ॥ বাজ লয়ে চল যাব, মনমত যত পাব, শীকার করিব বনে গিয়া। রাজসুত কথা শুনে, আনন্দিত হয়ে মনে, বাজের চাকরে ডাকাইয়া ॥ জিজ্ঞাসিল মহারাজ, আছে মোর কত বাজ, কেবা শীকারেতে আছে ভাল। শুনিয়া রাজার কথা, ভয়ে করি হেঁটমাথা, নয় আছে বলে নিবেদিল ॥ তাহারা শীকারি ভাল, না পারে করিতে ভাল, নৃপতি হে শুন নিবেদন। বাজ এক এ সহরে, আনিয়াছে চিড়িমারে, বিক্রয় হইবে কল্য দিন ॥ বাজের শীকার যদি, করিবে হে নরপতি, কিনিয়া তাহার লয়ে পাল। শীকারের আয়োজন, যদি করিবে রাজন, আনন্দে তাহার লয়ে চল ॥ শুনিয়া সকল কথা, চিড়িমারে ডাকি তথা, হাজার টাকায় বাজ নিল। যতনে পালিতে তায়, কিনে লয়ে

গান হিন্দি। রাগিণী ঝিঝিট তাল রেখতা।

হেরিরে আরে বনেরা। মালিন জোলাইওহাঁ ফুলোঁ-
কি সেহরা॥ গবরুজো সাজে, চাঁদ বিরাজে, কাঁনো-
মে মতি দমকে জেয়সি সেতারা। হিরা লাল জহর
রতন, শোভেহো জেসমে নয়ন, হার বনা করকে
ওসে জবকে পহনায়া॥

লঘু-ত্রিপদী। গেল কিছু দিন, হইল সুদিন, কঠিন দিন ঘুচে গেল। দ্বাদশ বৎসর, নন্দন রাজার, মন্ত্রির কুমার হৈল॥ ফারসি আরবি, নাগরি ভৈরবী, যত বিদ্যা সব ছিল। উক্ত নিয়মেতে, বুদ্ধির বিদ্যাতে, সকলেরে শিখে নিল॥ শিখিয়া আমদে, নর মহাহ্লাদে, রাজার নন্দনে কৈল। কহিলেত শুন, মন্ত্রীরনন্দন, শীকার করিতে চল॥ মনে এই করি, দিবস শর্ব্বরী, কানন ভ্রমণ করে। মৃগ পশু পক্ষী, সম্মুখে যা দেখি, আনি সব মেরে ধরে॥ মন্ত্রীর নন্দন, শুনিয়া বচন, আহ্লা-দিত হয়ে কয়। রাজা তুমি মোর, আমি যে চাকর, যে আজ্ঞা তোমার হয়॥ মস্তকে রাখিব, তাহাই করিব, চেষ্টা পাব প্রাণপণে। তব সুখে সুখ, মম হয় সুখ, তব দুঃখে দুঃখী প্রাণে॥ তব জন্মদিনে, জন্মিল এজনে, উভয়ে দুজনে থাকি। গ্রহণ পরণ, আসন শয়ন, একস্থানে পুন দেখি॥ তাহাতে সেঁগাতে, শুন রাজসুত, ভূপতি করিয়া দেয়। চল কোথা যাবে, শীকার পাইবে, সঙ্গিছাড়া আমি নয়॥ এই কথা স্থির করিয়া সুস্থির, শীকারে উভয়ে যায়। তার পরে শুন, অর-ণ্যেরি বন, উপনীত দোঁহে হয়॥ বনে প্রবেশিল, ব্যাঘ্র দেখা দিল, দেখিয়া ভাবিত হৈল। মন্ত্রির নন্দন, হেরিয়ে বদন, নৃপতি নন্দনে কৈল॥ কেন রাজসুত, হইলে ত্রাসিত, অসিত হইবে মন। বন্দুক ধরিয়া, নিশান করিয়া, মারহ বাঘের প্রাণে॥ হেন মার তায়, যেন মরে যায়, নতুবা দৌরাত্ম্য হবে। কেমন করিব, কেমনে মারিব, নৃপতি নন্দন ভাবে॥

সকলে আমি করিনু প্রচার। আমার সন্তান আর মন্ত্রীর কুমার। অভেদ জানিবে ইথে অতি সুবিস্তার ॥ এই বাক্য শুনি সবে আনন্দিত হৈল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীলসমছদ্দি রচিল ॥

রাগিণী ভৈরবী। গান ভজন।

ভব পারাবারে আসি বেপার হলোনারে মন। হৃদয়েরি রাজা কেবা, চিনলি না মন হয়ে হাবা, করিতে নারিলি সেবা, করিয়ে যতন ॥ সেধন মোর সাতে সাতে, আমি ভ্রমি পথে পথে, হৃদয়েরি রথে রথে, করিতেছে আরোহণ ॥ হৃদয়ে রেখেছ যারে, হৃদয়ে কাতরে তারে, ডাকরে মন উচ্চৈঃস্বরে, যদি করাব দরশন। ছিন্দিকি কান্দনি গায়, মিছে দিন বয়ে যায়, এখন না সাধলি তায়, সাধিবি কখন ॥

লঘু-ত্রিপদী। ভূপতি নন্দনে, মন্ত্রীর সন্তানে, দাইরে সমর্পিয়া দিল। দাই পেয়ে ধন, করয়ে পালন, অতিশয় যতন কৈল। গত চারি মাহা, হৈল পঞ্চমাহা, নন্দনেরি বয়ঃক্রম। অন্নেরি প্রাশণ্য, করিবার জন্য, নৃপতি করিল শ্রম ॥

ধুয়া। নানা দিব্য মেওয়া জাতি। নানা দিব্য মেওয়া জাতি ॥ আনাইল নরপতী। আনাইল নরপতি ॥
থরে থরে সাজাইয়া ডালা।

মালিনী তাহার পুরে। মালিনী তাহার পরে ॥
পুষ্পডালি কাঁকে করে। পুষ্পডালি কাঁকে করে ॥
এনে দিল কতশত মালা ॥

মালা লয়ে দেখ মালি এক। রাজবালা গলে দিল ॥

পয়ার। ভাল শয্যা বিছাইয়া করিল আসন। পরাইল জোড়া জামা নন্দনে রাজন ॥ পুত্রমুখে অন্ন লয়ে মহারাজ দিল। বিরহিণী যত নারী গাইতে লাগিল ॥

গান হিন্দি। তাল খেমটা।

সেঁইয়া মেরে জাদুগর জাদু কিয়ায়ে। জাদুকিয়া জাদুকিয়া লোভালিয়ারে॥ আখঁমে খমার ভরি, অ াবরুমে ভেউরি চড়ি, পাপনিকি তির ধরি, জান লিয়ারে। উঠাকে আপনি নোকাব, চলিজো হাসকে সেতাব, গোল সনমেঁ গোলাব জৈসি বিগস গেইরে॥

দ্বিতীয় গান। তাল খেমটা।

রোসিয়া তোমনে সজন দেলতো মেরা চুর কিয়া। কামা আবরুমে তেরি পাপনিকি জবতির দিয়া॥ জোলকে তেরি রাত হেয়, মুখড়া তেরি চাঁদ হেয়, হেরকি মুঙ্গুর বাল তেরি জয়ছি হুবহু সামকিয়া॥

পয়ার। এইমত শত শত নৃত্যকারী এসে। আরম্ভ করিল গান নিজ নিজ ভাষে॥ মোহিত হইল রাজা শ্রবণ করিয়া। বিদায় করিল পরে টাকা কড়ি দিয়া॥ এমত করিয়া দান ভুপতি করিল। মুষ্টিক ভিকারী দানে ভাগ্যবান হৈল॥ সে দিন দানের পণ করেছি শ্রবণ। পঞ্চকোটি মুদ্রা দান করিল রাজন॥ আমরে আনন্দ হয়ে পরম আনন্দে। বিদায় হইল সবে আহ্লাদে আনন্দে॥ এখানে রহিল কথা এস্থান পর্য্যন্ত। সন্তানের পালনের শুনহ তদন্ত॥ ছাওয়ালের পালনের কারণে ভুপতি। দ্বাদশ রাখিল দাই সুন্দরি যুবতী॥ সন্তানের নাম জন্য কেতাব খুলিল। সইদ আহাম্মদ নাম ভুপতি রাখিল। মন্ত্রীর সন্তান নাম তত্ত্ব করি অতি। নুরমহাম্মদ বলে রাখে নরপতি॥ দুজনার নাম নৃপ আপনি রাখিয়া। কহিলেন মন্ত্রীগণে বাহিরে আসিয়া॥ আছিল আমার বাঞ্ছা এবে সিদ্ধি হৈল। এই দুই কুমারেতে বন্ধুতা রহিল॥ আছিল প্রতিজ্ঞা মোর পুর্ব্বেতে ইহার। এক্ষণে

কভু ভয় দেখায় তায়॥ মুচকি হাসিয়া কভু করে জ্বালাতন। ঘমটামুখ হইয়া কভু করে উদাসন॥ সে বদন কি রতন চন্দ্রের কিরণ। অধর মধুর মত হিঙ্গুল বরণ॥ দন্ত হেন পুঁক্তি যেন মুক্তার সমান। তারি চারিপাশে নিশি মেঘের প্রমাণ॥ কখন উঠায় বাহু কুচ কমল কলি। দেখায় লুকায় তায় করে জলাঞ্জলি॥ নাচিতে নাচিতে কভু খুলে দেখায় কেশ। করতালি কভু দিয়া বলে আহা বেশ॥ খেমটার নাচন যখন নাচে সেই ধনী। মন ধন রতন হেরে হয় উদাশিনী॥ সভাসদ নাচন হেরি বলে হায় হায়। আহা হেই বলো ধনী তাল রাখে পায়॥

গান হিন্দি। রাগিণী খাম্বাজ লুম তাল আড়া।

দেখোরে লোগো ধনমেঁ বনমেঁ মনমেঁ মহারাজ বরাজে। নয়ানমে আঞ্জন, ওঁহি নিরাঞ্জন, গোপন দরশন মাজে॥ লড়কা ধন, বড়ি রতন, হৈরতনছে পালন করলে। তারণ কারণ, ওহি নিরাঞ্জন, জপন জপন তুজকো সাজে। ছিদ্দিকি বোলত ছারি, জগতমে ওহি কি ভকতি হেয় জিয়ারা। রহেগা রাজত,ওহি কি হুদত, ভজলে চেতলাগা মন মাজে॥

গান বাঙ্গালা। রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

কিবা শোভা সভা পেয়েছে মন। উদয় হয়েছে শশী নৃপতি নন্দন॥ ঘোর অন্ধকার ঘরে, তাহার কিরণ ঘেরে, আইল দিপ্তমান কৈল ভূপ নিকেতন॥ সদা মাতা পিতার কোলে, কৌতুকে কুশলে খেলে, ছিদ্দিকি রচিয়া কৈল বেঁচে থাকুক সেইধন॥

পয়ার। এই গান গেয়ে বাই বিদায় হইল। কালোয়াত গায়ক যত পশ্চাৎ আইল॥ রাজ সম্ভাষিয়া কিছু বর্ণিমা করিয়া। গান আরম্ভিল তন্ত্র যন্ত্র আদি লিয়া॥

একান্ত। খেমটাওয়ালী নৃত্যকারী ঝুমুর পর্য্যন্ত॥ সেতার ঢোলক বাজে বাজয়ে মন্দিরা। বীণা বাজে বেলা বাজে আর বাজে তাম্বুরা॥ তবলা তাম্বুরা সহিত বাজিছে মৃদমি। আকাশে প্রকাশ পায় বাজায় গুমগুমি॥ বীণা বাজে নাদর দানি তানা দারা তম। তম তানা নাদর দানি তানাদারা তম॥ বেলা বাজে কুহু কুহু কোকিল কুহরে। পিয় পিয় টিয় টিয় মৃদঙ্গ গুঞ্জরে॥ ঝমঝম চঞ্চল ঝাঁজের ঝঞ্ঝনা। মন্দিরাতে টুনরুম বাজিছে বাজনা॥ এমতি যখন বাদ্য বাজিতে লাগিল। স্বর্গবিদ্যাধরী শুনি নাচিতে লাগিল॥ নৃত্যকী নাচিতে উঠে লাজে দেয় ভঙ্গ। আরম্ভ হইল গান মেতে গেল রঙ্গ॥ প্রথমে নকিব আসি কহে ফুকারিয়া। মহারাজকি জয়হয় কহিল আসিয়া॥

হিন্দি নকিবের ফুকার।

মহারাজকি জাত ছলামত রহে। বা কেরামত রহে॥ তাকয়ামর্ত্ত রহে॥ লড়কা সাহি পায়, দোলত বড়তা যায়, এক বাল হোতা যায়, দুনিয়া যবতক রহে লড়কা মবারক করে, সাহিতাজ ছেরপর ধরে, মা বাপকি নয়ন হরে, রোজ ব রোজ হোতা রহে॥ ভাই সব চোপ রহ চোপ রহ॥

পয়ার। নকিব ফুকারি রব বিদায় হইল। গাইতে নাচিতে বাই উঠি দাণ্ডাইল॥ পশ্চিমের বাই যত পরম সুন্দরী। তার মধ্যে হোছনান্নুরি যেন বিদ্যাধরী॥ তবলায় টক্কর ধাড়ি যখন তায় দিল। জয় জয় বলিয়া বাদ্য বাজিতে লাগিল॥ তবলা বম গুমগুম করিয়া বাজায়। সারঙ্গেতে নাদের দানি তাল রাখে তায়॥ নৃত্যকী কামিনীগণ চির বিরহিনী। জ্বলন্ত আনল প্রায় প্রথমযৌবনী॥ নাচিবার গুণ তার কিবা করি ছন্দ। সভা মধ্যে সভাসদে লেগে গেল ধন্দ॥ বদনে আঁচল দিয়া কখন লুকায়। কখন বা খুলে মুখ সকলে দেখায়॥ কখন বা নয়নঠারে প্রাণ কেড়ে লয়। ঘূর্ণিত লোচনে

ফরাস অলির গান।

অলি বলে কে ডাকিল এমন কাঁচা ঘুমের বেলা।
শুতে নাহি পাই প্রাণ নিদ্রাচক্ষে ঘটিল জ্বালা ॥
ভাল শয্যা বিছাইয়ে, শুয়ে আছি পত্নী লয়ে, বদনে বদন মিলাইয়ে, কমলিনীর ধরে গলা ॥

পরে জমাদার, কহিল বিস্তার, শুনহে ফরাস অলি। রাজার ভবন, হয়েছে নন্দন, শিরপা পাইবি কালি ॥ নিশি অবসানে, বাহির দেওয়ানে, আসিবেন মহারাজ। করিবে নিবাজ, ভূপ মহারাজ, সকলেতে কর সাজ ॥ শুনিয়া বিস্তার করিয়া নিস্তার, অলিরাজ বাটী গেল ॥ পরে কমলিনী, ফরাস রমণী, তাহারে সংবাদ দিল ॥

গান। কমলিনীর খেদ। খেমটা।

আহা ডাকলে কে আমারে। যেতে পারিনাক বাবু আছিগো কাতরে ॥ পতি মোর ছিল কোলে, ডাকিল কে ফরাস বলে, ডাকা মাত্র গেল পতি রাজার আগারে ॥ দুজনাতে করে যুক্তি, শুয়েছিলাম এই রাত্রি, সুখেতে ভুঞ্জিব রতি, হরিষ অন্তরে ॥ সে রঙ্গেতে ভঙ্গ হলো, পতি রাজবাটী গেল, পড়িয়াছি প্রেমের ঘোরে কহিব কাহারে ॥ যৌবন অনল মোর, জ্বালাইছে কলেবর, ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ, না দেখে নাগরে ॥ এবার ঘরে আইলে অলি, কোমলেতে দিব বলি, পিরিতের রীতি নীতি শিখাব বন্ধুরে ॥

পয়ার। শশী লুকাইল নিশি পোহাইয়ে গেল। তপন তাপিত হয়ে প্রকাশ পাইল ॥ মহারাজ করি সাজ আহ্লাদিত মনে। বারদিয়ে বসিলেন বাহির দেওয়ানে ॥ উজির নাজির আর ভৃত্য সেনাগণ। পাঠক ভিক্ষারি আর ভিক্ষারি ব্রাহ্মণ ॥ ভাট ভাঁড় ভাণ্ডারি ও মুষ্টিক ভিক্ষারি। চেলা চোপ দার আর দুয়ারি প্রহরি ॥ যাত্রাকারী কবিদল খাটনাচ

গান। রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়াঠেকা।

আশার আশে সদা আসি বিশ্বাস করিয়ে। সে
আশে নৈরাশ হলে বনবাসি হব প্রিয়ে॥ আশাতে
বিশ্বাস করি, নিশ্বাস বহে ধীরি ধীরি, তাহে সর্ব্ব-
নাশ হলে, মরিব অভরসা হয়ে॥

লঘুত্রিপদী। কিছু দিন পরে, তপস্যার ভরে, অন্তঃপত্তি
রাণী হৈল। নৈরাশ আশায়, আশা পেয়ে তায়, মহারাজায়
শুনাইল॥ শুনিয়া ভুপতি, আনন্দিত মতি,আহাল্দ মন্ত্রিরে
কয়। সুসংবাদ শুন, গর্ব্ভেরি লক্ষণ, রাজরাণী দেখ হয়॥
বুঝি বিধাতায়, আমারে দেখায়, পুত্রের বদন শশি।
এক্ষণে এআশে,বাঁদিয়া বিশ্বাসে, আহ্লাদে হয়েছি আসি॥
শুনি তার পরে, মন্ত্রির আগারে, মন্ত্রিনারী গর্ব্ভবতী। আ-
হ্লাদে আহ্লাদ, পরম আহ্লাদ, উভয়ে আহ্লাদ অতি॥
রাজার নিবাস, মন্ত্রির আবাস, পুত্র হীনে শূন্য ছিল। রাজার
রমণী, মন্ত্রির কামিনী, দোঁহে পুত্র প্রসবিল॥ মন্ত্রির ভুবন,
না ছিল নন্দন, তাহার নন্দন শশী। পূর্ণ হলো সাধ, বাড়িল
আহ্লাদ, আশা পুর্ণ হলো আসি॥ নৃপতি মন্ত্রিরে, ডাকিয়া
আদরে, উভয়ে ভবনে গেল। পুত্রের বদন, উভয়ে দুজন,
আহ্লাদেতে নিরক্ষিল॥ পড়িল নামাজ, ভুপ মহারাজ,
সুসাজ করিয়া শেষে। ফকির ভিক্ষারি, গায়ক প্রহরি, ভুপে
ঘেরে সবে এসে॥ সবারি সম্মান, রাখি কিছু দান, সে দিন
নৃপতি দিয়া। হইলে বিহানে, বিলাইব ধনে, মনোসাধ পুরা
ইয়া॥ ভবনে শয়নে, চলিল রাজনে, সকলেরে আজ্ঞা দিয়া।
ওজীর নাজীর, সকল চাকর, ভুক্তিত হইল শুনিয়া॥ হেতা
শুন আর, করাস রাজার, অলি নাম তার ছিল। নিশি অক-
স্মাতে, প্রহর থাকিতে, ডাকিতে তাহারে গেল॥ জমাদার
ডাকে, চমকিয়া উঠে, কেন কেবা ডাকে মোরে। ছিদিকি
ভাষায়, অলি গীত গায়, উচিত ঘুমেরি ঘোরে॥

মন্ত্রী ছয়জন। তাহাদিগে লয়ে রাজা করে বিরাজন ॥ লোহ মোহ যারে বলে একজন আছে। রসিক লোকের কুলে সে কালি দিয়াছে ॥ আর এক সুত্র আছে স্নেহ নাম তার। সংসার মধ্যেতে সেই আহার বিহার ॥ ক্রোধ অহঙ্কার ভয় বিবাদ চারি জন। প্রহরি আছয় তারা করিতে রক্ষণ ॥ এই চারিজনা চারি স্থানে করে স্থিতি। চক্ষু কর্ণ নাসিকায় জিহ্বা অনুমতি ॥ করিবে সাধন ভুপ আয়োজন যদি। কাতরে কান্দিয়া সদা চক্ষে বহাও নদী ॥ দামুদর আমুদর দুটি নাসিকায়। দুটি নদী চক্ষুজলে যেন ভেসে যায় ॥ এমতি প্রকারে অতি কান্দিবে কান্দনা। পাপ বিমোচন হবে পূরাবে কামনা ॥ বিবরণ বিস্তারিত রচিতেছি গানে। বুঝিবে তাহাতে ভুপ দেখিব নয়নে ॥

গান। রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া ঠেকা।

প্রেমে মজে প্রাণ কাতর কেন। প্রিয় পাবি কিঞ্চিৎ পরে করিলে সাধন ॥ আরাধন সাধন সেবন নিরাঞ্জন। কাতরে করবে পাগল মন ॥ জীবন মধুবন নিরাঞ্জন আসন। হৃদয়ে গোপনে করে বিরাজন ॥ তাইতো বলি চেননারে, চেন প্রথম আপনারে, তবে প্যাবে কর তারে, যে করে ত্রাণ ॥

পয়ার। নৃপতি শুনিয়া গান হৈল তুষ্ট মতি। মন্ত্রির সঙ্গেতে পুন করিল যুকতি ॥ অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা স্থির করি মনে। তব মম পুত্র যদি পাই দুই জনে ॥ কন্যা যদি হয় তবে সই করে দিব। পুত্র হইলে তার শেঁগাত করাইবো ॥ কারু ঘরে কন্যা কারু পুত্র যদি হয় ॥ বিবাহ তাহার দিবো কহিনু নিশ্চয়। প্রতিজ্ঞা স্থির করি করিয়া মিলন ॥ নিরাঞ্জন আরাধনে বসিল দুজন। সেজনে আরাধন যেজন করিবে। মন বাঞ্ছা পুর্ণ তার অবশ্য হইবে ॥

ভাব লাভ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া ঠেকা।

মন তোরে বলি শুন। মহারাজ বিরাজিছে হৃদয়ে এখন॥ সেই ধন সেই জীবন সেই নয়ন সেই বদন। তাহার অন্বেষণ মন কররে এখন॥ ভব পারাবার ঘরে, আসিয়া ভুলিলী তারে, পরকালে ঘেরে তোরে, করিবে তারণ। কাতরেতে সমছন্দিন, পুণ্য পাপে হয়ে ক্ষীণ, কহে দীনহীনের দিন, গেল অকারণ॥

পয়ার। একদিন নরপতি উঠিয়া বেহানে। পুত্র দুঃখে খেদান্বিত হয়ে নিজমনে॥ কান্দিয়া আকুল হয়ে মলিন বদনে। উপস্থিত হৈল আসি বাহির দেওয়ানে॥ মন্ত্রিগণ জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে। একি অপরূপ রূপ ভূপ রূপ কেনে। মহীপাল হাল দেখি কাল হৈল কালি। হয়ে গেল হলে কেন করে বলাবলি॥ কতক্ষণ পরে রাজা নিশ্বাস ছাড়িয়া। আহাম্মদ নামে মন্ত্রী তাহারে ডাকিয়া॥ কহিতে লাগিল রাজা শুন বিবরণ। রাজত্বের প্রয়োজন না রাখি এখন। ধন ধন পুত্রধন যার নাই ঘরে। রাজত্বের প্রয়োজন কি আছে তাহারে॥ বনে বনে কাননেতে ভ্রমণ করিব। বিধি নাম স্মরণে আনন্দে রহিব॥ যোগীগণের যোগে যোগ সম্ভোগ করিব। পর পুত্র লয়ে তারে চেলা বানাইব॥ পুত্র মত লয়ে তারে করিব পালন। যুড়াব নয়ন তারে করে দরশন॥ রাজত্ব তোমারে আমি করে সমার্পণ। নিস্তার হইয়া যাই ভ্রমিতে কানন॥ একথা শুনিয়া মন্ত্রী নৃপতিরে কয়। ব্যস্ত কেন ক্ষেপ্ত হও শুন মহাশয়॥ কি কারণে কাননেতে ভ্রমণ করিবে। কেমনে কাননে তুমি পুত্রলাভ হবে॥ কানন অরণ্যবন বিনা পশুগণ। মনুষ্য নাহিক রব করুন শ্রবণ॥ তপস্যার লাগি যদি কাননে যাইবে। কলেবর কানন তবে পতিত হইবে॥ কলেবর কাননেতে নিরাঞ্জন আসি। হৃদয় মধ্যায় থাকে দিবা নিশি বসি॥ দেহ মধ্যে আছে কাছে

পুস্তক আরম্ভঃ।

দীর্ঘত্রিপদী। কাশ্মীর মুল্লুকেতে, নৃপ এক ছিল তাতে, ত রাজা প্রজা তার হয়ে। এই ছিল তার ভালে, কর দিত রে মিলে, সুখে ছিল আনন্দ হইয়ে॥ ধন সীমা কিবা করি, রাজাগণ অধিকারী, হয়ে কর লৈত যেইজন। তার সঙ্খ্যা করা করে, গুনিলে গুনিতে পারে, ভাণ্ডারে তার আছিল ধন॥ পুণ্যবান হেন রাজা, সুখে ছিল যত প্রজা, দিবা নিশি আনন্দ হইয়া। প্রজার প্রার্থনা শুন, সদা হেন রাজা যন, বিরাজ করে আমাদিগ্যে লিয়া॥ লোকের মুখেতে শুনি, রাজা ছিল হেন দানি, যতো ছিল ফকির ভিকারি। পাইয়া তাহার দান, হয়ে সবে ভাগ্যবান, সুখে ছিল দিবস শর্ব্বরি॥ বিচার তাহার শুনি, মিলিত ভক্ষের পানি, ভিন্ন ভিন্ন তাহারে করিত। বাঘ ছাগ একোত্তরে, এক স্থানে এক ঘরে, বিচারেতে করিয়া রাখিত॥ বিচারের হেন গুণ, তার বর্ণ শুন, পাইত আপন দোষ যদি। কাতরেতে আরা- ধনে, খোদানাম সঙ্বরণে, কেন্দে চক্ষে বহাইত নদী॥ প্রতা- পতে মহীপাল, ছিল হেন কালেরকাল, যারে কাল দেখে হত কালি। রাগিলে বদনে ভুত, উপস্থিত যমদূত, চক্ষ হইত রক্ত কমলি॥ সে নয়ান যেন বাণ, যার প্রীতি অধি- ষ্ঠান, রাগান্বিত হইয়ে হইত। না থাকিলে মত তার, থাকিলে প্রভুত আর, দৃষ্টমাত্র পরাণ তেজিত॥ মহাম্মদ সাহানাম, দাতাগিরী তার কাম, তার মত দাতা নাহি দেখি। যার রাজ্যে প্রজাগণ, সদাকরে বিরাজন, কত দুঃখী গিয়া হইল সুখী॥ মমছদ্দি ছিদ্দীকি কয়, এত ধন যার হয়, সন্তান না থাকে যদি ঘরে। উজ্জলেতে অন্ধকার, দিবসেতে নিশি তারি, সদাই সেজন ভেবে মরে॥

আপনার দোস্ত বোল তাহারে বলিল ॥ দোস্ত বোলে হবি বুল্লা খেতাব তাঁর দিয়া। পৃথিবীতে পাঠাইল পেয়গম্ব করিয়া ॥ লোলাক যাহার শানে কহিয়াছে বারী। কেমত আমার কিবা নাত লিখি তারি ॥ একথা কহিয়া কলম ত্বকা হইল। নাত লিখিবার হেতু মিনতি করিল ॥ আমি এ বোনোথাস জঙ্গলের হৈয়া। নাতক রছুলুল্লা লিখি কিবিদ রাখিয়া ॥ এই বলে কলম যখন ক্ষস্ত হয়ে গেল। সমছদ্দি ভাব লাভ লিখিতে কহিল ॥

রাগিণী লুম ঝিঝিট। তাল রেখ্তা।

প্রেমের ভাবে ভবার্ণবে ভেবে প্রাণ গেল। ভব ভাবে ভুলে যাই ভুলা ভয় হলো ॥ প্রথম ভাবের ভাব শুন, ভাবে ভুলে ভোলামন, পরে ভেবে অঙ্গহীন, ভাব রাখা ভার হলো। ভেবে ভণে সমছদ্দি, পার হবগো ভবনদী, ভিতরের ভিত যদি, গুরু ভাব ভার হলো ॥

আড়খেমটার গান।

ভবনদী পার হতে ভাবের তাবি নৈলে নারে। তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে ॥ ভাবের তাবি তারে বলি, ফুট্‌লে পরে কমলকলি, [প্রেম-মধুর হয়ে অলি, যেজন বসে গ্রহণ করে। কমলকলি কোথায় আছে, দেখ্‌না রে মন আপ্‌নার কাছে, কায়ার ভিতর হৃদয় আছে, প্রেমের কমল বলি তারে ॥ সমছদ্দি ছিদ্দিকী ভণে, গুরুর চরণ ধারণ বিনে, একথা কে বুঝিতে জানে, হেন শক্তি কাহারে ॥

—:::—

শ্রীশ্রীহরির।

সহায়।

ভাব লাভ পুস্তক।

—•••—

গীত ভজন। রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।
কে করিতে পারে মন বর্ণিম তাহার। যেজন করিল
সৃষ্টি জগত সংসার॥ কেহ শক্তি কেবা ধরে, বর্ণিমা
তাহার করে, যদি পারে কিঞ্চিৎ পারে, আজ্ঞা অনু-
সার। [illegible] তাহার তত্ত্ব কে করিবে প্রকাশিত,
জগত সংসার তার, সেতো নৈরাকার। সমচ্ছিদ্রি
ছিদ্দিক ভণে, জানিনাক তোমা বিনে, পাপী বলে
ক্রোধ মনে করনা বিচার॥

পয়ার। প্রথমে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া। কলমেতে
লিপি করি মনে বিচারিয়া॥ একেলা যেজন তার নাম
নিরাঞ্জন। নৈরাকার বলে তারে সকল সুজন॥ আকার
একার নাই নাই তাঁর মাতা। ভাই নাই ভগিনী নাই পুত্র
নাই পিতা॥ মন্ত্রিণী তাহার কেহ পৃথিবীতে নাই। আপনে
সে মন্ত্রিনী আপনে গোসাঁই॥ তাঁহার আজ্ঞাতে দেখ
উপরে আকাশ। বিনাস্তম্ভে রহিয়াছে সকলে প্রকাশ॥
তারা হৈতে আকাশের শোভিত করিল। সূর্য্য উদয় করি
পুনঃ রৌদ্র জ্বালাইল॥ কুটিল নিশির জন্য শশী প্রকাশিয়া
দীপ্তমান করে তারে দিল বসাইয়া॥ এই হেতু দিবা নিশি
সকলেতে জান। রবি শশী না থাকিলে হইত কেমন॥
দিনমান না জানিত রাত্র না হইত। মনুষ্যেরা স্থির চিত্তে

কদমের রাজা যিনি, তাঁহারে সাধনে চিনি, ফকির হইল কত জনে। শুন সবে সমাচার, আমি সূর্য্যপুত্র তাঁর, আর দুই ভ্রাতা আছে যাঁরা। তাঁহারা মৌলুবি হয়ে, ভক্তভাব ছড়াইয়ে, প্রভুভাবে ভাবি হৈল তাঁরা ॥ উদয় ভাবের ভাব, খুশি করি ভাবলাভ, ভাবির ভাবের জন্যে করে। দেহ দেল প্রেম জ্ঞানে, হৈল খুশি গুরুজ্ঞানে, দেখ বুঝে আপন অন্তরে ॥ তিন বন্ধু একন্তরে, আদম আর পয়গম্বরে, নিজে প্রভু নৈরাকার যিনি। কফ পিত্ত বায়ুমত, তিনজনে ধরে রীত, একটা মূর্ত্তি দেহ হৈল শুনি ॥ তিন তিনে নয় হৈল, আপন গোপনে রৈল, ভাবি লোক করহ গোপন। নয় ভিন্ন নয় আর, নয় মধ্যে নৈরাকার, নয়ছাড়া নয় সে বিধান ॥ যে পড়িবে ভাব ভাবে, তার ভাবি লাভ হবে, ভব ভাবে ভুল-কে যেনো। ভবভাবে মত্ত হলে, প্রভুভাব যাবে চলে, জেনো পড়ে থাকিবে সে জন্যে ॥

তীনরাশে জন্ম যাঁর করিলো গোস্বামি। যিনিসুতে গেঁথে মালা দিব তায় আমি ॥ রজত কাঞ্চন রেসা যদি নাহো-পর। রজনীয় গন্ধপুষ্প মালা মনোহর ॥ দানে দাতাকর্ণ ধন্য ধর্মীর সবদা। দারিদ্রের প্রতি দয়া তাঁহার সর্ব্বদা ॥ দর-বেশে তার পূণ্য দেখা ভক্তি সাদ। দরবারে রাজুনিলে না রহে বিবাদ ॥ আদ হৈতে ভাগ্যবান দেখ হে বুঝিয়া। আমি কি করিব যশ কলমে লিখিয়া ॥ লিপিত তাহার পীত কাদে কলি বলি। শ্রীলাজলো তত্ত্বজ্ঞানী জনয় কোমলি ॥

পয়ারের চারিধার, প্রকাশিল্লু নাম যাঁর, বাঘছুর পুরে [illegible] ধাম। দানে দাতাকর্ণ মত, জগময় প্রকাশিত, জেনো [illegible] আছে নাম তাঁর ॥ সুন্দর বিদ্যার পুথি কৃষ্ণচন্দ্র অনু-মতি [illegible] যেমন রচেছিলো। তব আজ্ঞা অনুসারে, ভার-[illegible] পুথি [illegible] সেইমত হিন্দিকি রচিলো ॥

পয়ার। ধর্ম্মাবতার রাজাধীরাজ নৃপতি। নামেতে মাহ-তাবচন্দ্র বুদ্ধে বৃহস্পতি॥ প্রতাপে দ্বিতীয় ইন্দ্র রাজার প্রধান। রূপে গুণে নৃপবর রবির প্রমাণ॥ অনন্ত কৌরব যিনি ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির। দানে দাতাকর্ণ মত দয়ার শরীর॥ প্রজার পালন করে পুত্রের সমান। অকাতরে করে দান সমুদ্র প্রমাণ॥ অন্ধকুপ ন্যায় ছিল এই বর্দ্ধমান। তাঁহার কৃপার নীরে হৈল পুষ্পদ্যান॥ আকিঞ্চন পুরাতে হেন নাহি কোন-জন। অযাচক হৈল কতো দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ অধীন কাঙ্গাল যত এই দেশে ছিল। তাঁহার কৃপার নীরে ভাগ্যবান হৈল॥ ছিদ্দিকি তাঁহার যশ গাইবে কেমনে। সুখ্যাতি বিখ্যাত যাঁর প্রকাশ ভুবনে॥ বাঙ্গালা হিন্দুস্থান আর কারেস্থান। কাবল কন্দাহার আর ইরাণ তুরাণ॥ মেছের আরব আর মুল্লুক ফিরেঙ্গ। খোতন ও লণ্ডন হৈতে পর্য্যন্ত রুমের॥ এই সব মুল্লুকের উজীর আরকান। বাঙ্গালায় আশা মাত্র পাইয়া সন্মান॥ নজর গুজরায় এসে হুজুরে রাজার। খেলাত লইয়া যায় দেশে আপনার॥ দেশীয় নওাব আর হিন্দুস্থানি যত। দ্বারেতে পড়িয়া তাঁর প্রহরীর মত॥ অতি ক্ষুদ্র প্রজা হয়ে কি যশ গাইবো। ছোটোমুখে বড় কথা কেমনে বলিবো॥ কেবল উদয় হয় মনেতে আমার। যাবৎ বাঁচিব যশ গাইব রাজার॥

গ্রন্থ কারের পরিচয়। অর্থাৎ শাইরির পরিচয়।

রাজধানী বর্দ্ধমান, তদমধ্যে বাসস্থান, বাড়ি সর্ব্বমঙ্গলাতে জানো। ছিদ্দিকি পদ্ধতি ধরে, খোন্দকারি পেশা করে, গোলাম কাদির খোন্দকারো॥ দেশ খ্যাতি নাম যাঁর কি লিখিব গুণ তাঁর, কেবা নাহি জানে চেনে তাঁরে। এলেমে আলেম তিনি, ফকিরের চুড়ামণি, প্রকাশিত বাঙ্গালা ভিতরে॥ তত্ত্ব জ্ঞানী সাধু যাঁরা, দিবানিশি আসি তাঁরা, সেবা করে তাঁহার চরণে।

ভক্ত হয়ে ভক্তি কর করিয়া ভ্রমণ॥ ত্রিপদী পয়ার আর আছে নানামতে। ঝিঝিট বিভাষ আর ভৈরবী সহিতে॥ পাঁচালি আছর আর বেহাগ রাগিণী। খাম্বাজ খাম্বাজ লুম অপূর্ব্ব কাহিনী॥ সোংগের আছয় গান বুঝিয়া এহায়। শ্রুতোকক্তা শ্রুতোমাত্র অবশ্য লাফায়॥ যত আছে যত যত যতনে দেখিলে। যৌতুক হইতে পারে শমনেতে দিলে॥ ব্রজবুলি আছে আর বাঙ্গাওতি গান। নিধু আছে মধুপোরা দিলাম সন্ধান॥ রেখতো আছয় আর বোম্বাই গজল। খেমটা আছে আড়খেমটা কয়ালি সকল॥ নিদা আছে মেলা ছলা মানের সঞ্চারে। মানের ভঞ্জন গান ছড়ার উপরে॥ সোংগ রঙ্গ আছে কত কৌতুক কুশল। অজ্ঞান পাইবে জ্ঞান দেখিলে সকল॥ রসিক রসিকা আর বুদ্ধি বিদ্যমান। পুস্তক দেখিলে জ্ঞান পাইবে সন্ধান॥ চলিত ভাষায় পুথি হৈল সমাপন। চাঁচা রস পাকা আর মধুর বচন॥ গুরুজ্ঞানের পুথি পরে বিরচিত। প্রমাথিকে বুঝিবারে উচিত উচিত॥ যে দেখি এই পুথি ঐহিকের ভাবে। কোমলের মধু ত্যাগী কেতুকীতে যাবে॥ রচন বচন মোর শ্রবণ দ্বারায়। মার্জ্জনা করিবে দোষ কৃপায় কৃপায়॥ পাঠক লোকের কাছে কাতুরিত অতি। ছান্দিকি যাচিঙ্গা করে করিয়া মিনতি॥

বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজধীরাজ রাজা মাহতাবচন্দ্র বাহাদুরের বর্ণিমা।

গান মধ্যমান। ঠেকা আড়া।

ভূপভূপতির চাঁদমহারাজ। নামেতে মাহতাবচন্দ্র সুখ্যাতি বিরাজ॥ জগৎকর্ত্তা জগৎপতি, তাঁরে কয়ে নরপতি, সেই আত্মা কলেবরে, করিছে বিরাজ। এই যে দেখ বর্দ্ধমান, সেই চাঁদে দীপ্তমান, তাহারি প্রতাপে শেল রাজ্যের অরাজ॥

ভাবলাভের শেষের গান।

ওরে মোর মন ভ্রমরা কমলের কি মধু খাবি, কমলের কি মধু খাবি২, যদি কমলিনী মান, করে না দেয় মধুদান, শেষে হয়ে অপমান, অলিনাম কি ডুবাবি। তাই তোরে আমি বলি, কমলেতে হওগা বলী, বলি হয়ে অলি হলে তবে মধু দেখ্‌তে পাবি ॥ আপন দেহে করো বিরাজ, ছেড়ে দিয়ে লোকলাজ, বানালে যোগীর সাজ তবে মন অলি হবি। অলি হলে আপনি, কত কমল কমলিনী, এনে বল্‌বে গুণমণি, আয়রে অলি মধু লিবি ॥

কে আছে আর মন বলোনা। সুখে দুঃখে দেখি তোকে না দেখি আর তোমা বিনা ॥ পাপ হৈতে হয় মুক্তি, যে জন করে তোমার ভক্তি, কৃপা করে দেহ শক্তি, ঐ ভক্তাভক্তি জাপনা। চিত্র ধরে এসংসারে, ভুলি কেন আপনারে, দিবা নিশি খুজো যারে, হৃদি কমলে তায় দেখনা ॥

ভয় কি আছেরে মন ভেবনা ভেবনা। ভব ভাব মিথ্যাভাব এভাবে ভুলিওনা। যে ভাবেতে পাবে ভাব, সে ভাবের ভাব ভাব, হলে পরে এ ভাব লাভ, ভবভাব আর রবেনা ॥

ভাবলাভ গুরতত্ত্বজ্ঞানের ঘোষণাপত্র।

ভাবলাভ নামে পুথি হয়েছে নূতন। অভাব ভাবের ভাব তাহে বিরচন ॥ ভাবের হইয়ে ভাবি ভব পারাবারে। ভয়যুক্ত মুক্ত হয়ে ভজিবেক তাঁরে ॥ এভাব এমন ভাব ভাবের ভবন।

করি তারা শশী, শশীস্থানে রবি আসি, হয় বরাবরি। যদি করি মনে দম্ভ, তবে হয় ভূমিকম্প, পাতাল আকাশ লম্ফ, ভাঙ্গিতে সে পারি ॥ দম্ভেতে করিয়ে দর্প, যদি আমি করি গপ্প, রবি শশী অতি অপ্প খেমতায় ধরি ॥

পয়ার। এইমত শত গান গাইতে লাগিল। গলে গলে মিলে দোঁহে আনন্দে রহিল ॥ ডুবেগেল নিরানন্দ আনন্দ-সাগরে। রহিলো উভয় মিলে আদরে আদরে ॥ জপরে আল্লার নাম আনন্দিত মনে। নিস্তার পাইবে তবে বিচারের দিনে ॥

ইতি ভাবলাভ শুরতজ্ঞান দুই পুস্তক সমাপ্তঃ।

গুরতজ্ঞানের গান। হিন্দি বাঙ্গালা মিশাল্প।
তাল রেখ্তা।

হুরহয়ে স্যাম হুই, এখন কোথা যাওহে বঁধু। আএ-
হো বৈঠো জারা, যাবে কেনো শুচু শুচু॥ ওহলে কি
রাত হেয়, আজ তাহে শশী দীপ্তমানো। ফের কত
মেঁ মারো ঝাড়ু, মাতাইবো দিয়া মধু॥

এই গান বলে ধনী আনন্দে মাতিয়ে। বধুঁর গলায় ধরে
কৌতুক করিয়ে॥ ভাঙ্গিল কোন্দল দোঁহে হইল মিলন।
মদন সন্ধান পেয়ে দিল দরশন॥ বিরহের বাগ যায় নিজ
নিকেতনে। মিলের আইল মৃগ চিত্রেরি ভুবনে॥ দুখের
আইল দুখ দুখসরোবরে। দম্ভের পাগাড় বাজ আপন ম-
ন্দিরে॥ অহঙ্কারে গুরুতজ্ঞান নিজ বিবরণ। বধুঁরে শুনায়
গানে বুঝহে এখন॥

গুরতজ্ঞানের গান। আড়খেমটা।

আমি রসিক নাগরি নাগরি। রসিক আমারে বলে
রসমুঞ্জরি॥ রসিকনাগর হলে, তারা কি চায় জাতি
কুলে, আমারে নাহি ভুলে, হায় মরি মরি॥ আমার
ক্ষমতা মতো, কি করিব প্রকাশিতো, অরসিকে র-
সিক মতো, করিতে পারি। রসিক নাগর যারা, প্রেম
অনলে পুড়ে তারা, নয়নে বহায় ধারা, চিন্তে কি
মারি॥ কমল ফুটে মধু ভানে, সাদ্দি কি তায় অলি
বসে, আশি হয়ে যে জন এসে, আমিতো তারি॥
যে না জানে প্রেমরীত, তারে প্রেম শিখাই কত,
করি যে আপন মতো, দয়া মোর ভারি॥ কে জানে
আমার খেলা, কতো জানি ঠাট ছলা, প্রভাতে দুপর
বেলা ছলায় সে করি॥ দিবসে করিয়ে নিশি উদয়

তে করিয়ে মান, করেছিলে অপমান, এখন আমার কথা মান, মানে মনো মজাইবো ॥ ছড়া।

করেছিলে রূপের মান, গুণের মান, ধনের মান, হাস্য বদনের মান, মধু বচনের মান, নিরীক্ষণের মান, ঠাটের মান, ছলার মান, কৌতুকের মান, আগমের মান ॥

মধ্যম সকল মান মানিনী তোর কোথা গেলো।
অবশেষে এইতো দশা দাসের দাসী হৈতে হলো।
ওমানিনী ওমানিনী তোমার কথা আর মানিনি ॥
তোমার ঐ মানকে মানিনীলো, ওয়ালে মান, গো-
ওালে মান, হাটতলার মান, সারকুড়ের মান, জান
করো, মানের যত উথাড়িব, মানের পাতা মোড়া-
ইব, কুটাইব কোটাইব, খণ্ড খণ্ড করাইব, প্রেম-
তাপে শুকাইব, ইচ্ছার ঢেঁকিতে ফেলে, গুঁড়ি কুটে
লিব তোড়ে, কাপড়ছান করে তাড়ে, আনব আমি
তোমার ঘরে, হৃদয়মাঝে প্রেমকোটরা, তাতে আছে
মধুপোরা, ঐ কোটরায় ফেলাইব, তোমার হস্তে সম-
র্পিব, তোমারে করিয়ে রোগি মানের মণ্ড খাওাইব ॥

পয়ার। এই গান দেলারাম বলিয়ে আপন। মানেতে মগন হয়ে উঠিল তখন ॥ উঠিয়ে ভুবন হৈতে বাহিরে চলিল। গুলজান করে ধরে কহিতে লাগিল ॥ পুরুষের একি মান রমণীর মত। ঠাটছলা এত নিলা কেন প্রাণনাথ ॥ কিকারণ যাও বঁধু আমারে ত্যজিয়ে। নির্দ্দয় পাষাণ মত কঠিন হ-ইয়ে ॥ নিশি উপস্থিত হৈল বল কোথা যাবে। যাবে যদি প্রাণনাথ মোরমাথা খাবে ॥ এই বলে দেলারামে বসাইয়া ধনী। আরম্ভ করিল গান মধু অধরিনী ॥

ধনী রাগান্বিত মনে। পুনঃ আর নাহি আইসে রাজার ভুবনে ॥ উভয়ে মনের দ্বারে পায় দরশন। মান হেতু নাহি হয় আঁখির মিলন ॥ হৃদয়েব নয়নেতে এ উহার দেখে। স্বপনে সঙ্গম হয় মদনের সুখে ॥ কথা বার্ত্তা ঠাট হলো আমদ আহ্লাদ। হৃদয়ে হৃদয়ে হয় না হয় বিবাদ ॥ বিবাদের মধ্যে এই চিত্রের নয়নে। কেহ নাহি চাহে যায় কাহার ভবনে ॥ শেষে সুরতজান ধনী ছাড়িয়ে আদর। বন্ধুরে দেখিতে যায় হইয়া কাতর ॥ বন্ধুর চরণে ধরি কহিতেছে ধনী। দাসীয়ে এখন কেন ভুলিলে আপনি ॥ আমার লাগিয়ে বন্ধু কত দুঃখ পেলে। সে সকল প্রাণনাথ গেছ নাকি ভুলে ॥ কত সাধনের ধন আমি তব প্রাণ। আর নাহি কর কেন আমারে যতন ॥ বুঝিলাম তোরে আমি রসিক নাগর। মনচোরা চোর তুমি চতুর ভ্রমর ॥ সাধন ভুলিয়ে বন্ধু অসাধক হয়ে। নিশ্চয় আমায় আছ এখানে ভুলিয়ে ॥ কিসে হলো বল তব এত অহঙ্কার। তাহার ভুলিয়ে বন্ধু সাধন আমার ॥ এই কথা দেলারাম করিয়া শ্রবণ। উত্তর করিল তার শুন বিবরণ ॥ কহ ধনী কি কারণ সাধন করিব। সাধিলে শুরতজান আর কোথা পাব ॥ এখন সাধিব কারে সাধি আপনারে। আপনারে সেধে প্রিয়ে পেয়েছি তোমারে ॥ চিনিতে না পেরে তোর সাধন করেছি। তার জন্যে অদ্যাবধি অপরাধি আছি ॥ অচিন হয়েছি এবে আপনারে চিনে। সংসারেতে নাহি কেহ আর তোমা বিনে ॥ আপে দেলারাম আর আপে শুরতজান। লীলা খেলা প্রেম ভ্রান্ত বুঝয়ে সন্ধান ॥ শুন তবে বলি ধনী করিহে শ্রবণ। আমার মনের গান ছিন্দিকি রতন ॥

গান মায় ছক্কা। আড়খেমটা।

এখন আমি জই হয়েছি আরকি তোমায় সাধিব
বিচ্ছেদ অনলে এবার ইচ্ছাকাষ্টে জ্বালাইব ॥ পুৰ্ব্বে-

বিচ্ছেদের অনলের ছিল ধন্দকার। নিভালো নয়ন নীরে ধুরে বারম্বার ॥ দরশন জল দেখে বিচ্ছেদ অনল। পলায়ন করিলেন হইয়া দুর্ব্বল ॥ মদন সন্ধান পেয়ে বলবান হয়ে। হানিতে লাগিল বাণ বুকেতে যাইয়ে ॥ লাজের আছিল মৃগ ঐবাণ জ্বালায়। দুঃখিত হইয়ে মনে বনেতে পলায় ॥ মদনের দূত ভুত অলাজ আসিয়ে। উলঙ্গ করিল দোঁহে পাগল করিয়ে ॥ প্রথমেতে করে ধরি করয়ে মিলন। তার পরে বদনেতে করিল চুম্বন ॥ ছিল দুই কলি তার বুকের উপরে। সোণার কলস প্রায় মধুর সাগরে। লোভের আইল অলি প্রেমমদ খেয়ে। নেসার নিঃশ্বাস ছাড়ি চলিয়ে চলিয়ে ॥ দুই কলি দুই করে ধরিয়ে আপন। দেলারাম নিজ মধু করয় গ্রহণ ॥ মাতিয়া নেকর মদে পাগলের প্রায়। অধরে অধর ধরি চুসে চুসে খায় ॥ লাজের কপাট ছিল পিরিতের দ্বারে। মদনের কাটি লয়ে খুলিল তাহারে ॥ একি রীত বিপরীত উপস্থিত হৈল। উভয়ে প্রেমের মদে চলিতে লাগিল ॥ ক্ষণেক বিলম্ব পরে নিতম্ব দোলায়। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে নেক মধু খায় ॥ এই রীতে দেলারাম করিয়া বিহার। মিষ্টান্ন লইয়া দোঁহে করেন আহার ॥ দুঃখ নিবারণ হৈল আমদ আইল। এমত প্রত্যহ সুখ করিতে লাগিল ॥ উভয়ে মিলন হৈল মাতিল আনন্দে। বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে ॥

পয়ার। দেলারাম বর্ষাবধি গুরতজানে লয়ে। আমদ প্রমদ করে আনন্দে মাতিয়ে ॥ নূতন নূতন রসে প্রত্যহ রজনী। নিশিরে দিবস করে লইয়ে কামিনী ॥ পরে তার শুন সবে অন্য সমাচার। উভয়ে হইল কিছু বিবাদ সঞ্চার ॥ দ্বন্দ্বের বিরাল আসি উপনীত হৈল। মিলের আছিল তোতা দেখে পলাইল ॥ দিনের আঁধার দিল একি দিন হায়। আনন্দেতে নিরানন্দ হইল উদয় ॥ গুরতজান দ্বন্দ্ব করে বৎসরের পরে। বিরস বদনে যায় কামারের ঘরে ॥ সেই স্থানে থাকে

নাহি ভুলি যারে, সে কেন ভুলেগো মোরে, এ দুঃখ কহিব কারে, সুখে দুঃখ উপজিল। আমি যার করি আশা, আশায় করে সে নৈরাশা, অবশেষে এই কি দশা, প্রাণ মোর ঘটাইল॥ কৃপাকর ও সুন্দরী, বিচ্ছেদ জ্বালা সৈতে নারি, প্রেম অনলে পুড়ে মরি, মলে কি তোর হবে ভাল॥

পয়ার। হেতাকার শুন আর গুরতজান ধনী। ছয় মাস জন্ম হয়েছিল গুনমণি॥ মেয়াদ হইল পূর্ণ তাহার যখন। ইন্দ্রের আলয়ে যেয়ে দিল দরশন॥ দেখিয়ে গুরতজানে ইন্দ্রের ভূপতি। আদর করিল আর করিল ভকতি॥ কহিতে লাগিল তারে মধুর বচনে। দিলাম তোমারে শাস্তি তব নৃত্য গুণে॥ মানব হয়েছে পতি শুনেছি তোমার। না পাবে থাকিতে আর সভায় আমার॥ আমার সভায় ছিলে নৃত্যকী কামিনী। মানবের নিকটেতে যাও যাদুমণি॥ এখানেতে কদাচিত আর না রাখিব। ফিরে যদি আইস হেতা যমালয় দিব॥ এই বলে সুরপতি খেদান্বিত মনে। গুরতজানে ফেলে দেয় এতব ভুবনে॥ ইন্দ্র হৈতে ভূমণ্ডলে পড়িল যখন। না ছিল গগণে বেলা ডুবিল তপন॥ গুরতজান আর পায় জীবন যৌবন। যেমন আছিল পূর্ব্বে হইল তেমন॥ দিবা নিশি রবি শশী পাতাল আকাশ। যাহার আজ্ঞাতে হৈল এসব প্রকাশ॥ তাহার বর্ণিমা ধনী করিয়ে বিস্তর। ধীরে ধীরে চলে ফিরে যথা ছিল ঘর॥ দেলারাম আছে হোতা নিজ নিকেতনে। গুরতজানের ধ্যানে মলিন বদনে॥ হেন কালে রসবতী গুরতজান ধনী। রসরাজ নিকটেতে গেল যাদুমণি॥ বন্ধুর গলায় ধরে কান্দে উভরায়। আদি বিবরণ যত সকল জানায়॥ উভয়ে বসিয়ে কান্দে মিলে গলে গলে। দেলারাম এই বলে প্রিয়া কোথা ছিলে॥ হুতাশ নিঃশ্বাস যত ছাড়িতে লাগিল। ভূমণ্ডল হৈতে শব্দ গগণে উঠিল॥

ডুবিতেছি বিচ্ছেদের সাগরে পড়ে, মিনতি করি পায়ে ধরি করহে নিস্তার ॥

স্বপনেতে এই গান করিয়ে শ্রবণ। উত্তর করিল ধনী ছিদ্দিকি রচন ॥

গান বাঙ্গালা খেমটা।

ওরে মোর প্রাণনাথ তুমি কেন ভাব মনে। নিকটে তব আমি থাকি দেখ রাত্র দিনে ॥ যখন থাক হাস্য মুখে, অতি সুখী হই দেখে, ভুলে যাই নিজ দুঃখে, তব রূপ দরশনে ॥ লীলা খেলা করি যত, কেমনে জানিবি তত, যে হবে আপন গত, তারে জানাইব চিনে ॥ সুখ দুঃখ সৃষ্টি করে, কত লীলা করি আরে, বলে না যারে তারে, এক থাকে জেনে শুনে ॥ আপনারে আপনি জানি, আপন কথা আপনি মানি, আপনারে আপনি চিনি, চিন্তে পারে কে অচিনে ॥ চিন্তে চায় যে আমারে, অচিন হলে চিন্তে পারে, দিবা নিশি চিন্তা করে, অচিন হয়ে কেমনা কেনে ॥

পয়ার। গুরতজান এই গান বলিয়ে স্বপনে। প্রাণমত লুকাইল দেহের ভুবনে ॥ নিদ্রায় আকুল ছিল দেলারাম শুয়ে। ভাঙ্গিয়ে নিদ্রার ঘোর উঠিল বসিয়ে ॥ চেতনেতে গুরতজানে দেখিতে না পায়। হায় একি হলো বলে মারিল মাথায় ॥ শিরে করাঘাত হানি গান আরম্ভিল। কবিবর সমছদ্দিন ছিদ্দিকি রচিল ॥

দেলারামের গান। বাজনা তাল জৎ।

কি হলো কি হলো সখী দুঃখানলে প্রাণ গেল। পাষাণে বাঁধিয়ে মন ভুলেতে কলঙ্ক হল ॥ আমি

জারিমে তেরা, বাঁচিনারে বাঁচিনারে ॥ সামছে ছবহে তলক, বিচ্ছেদেতে কেঁদে মরি। ছবহেকো সামকিয়া, আমি কি তা সৈতে পারি ॥ ছোড়দে এছকো ভালা, কহিতেছি বারে বারে। চেহরএ গোল ফাম তেরি, দর্পণেতে দেখে প্রাণ ॥ ভজিছে মস্ত রূপা। খুজে মরি ঘরে ঘরে, ছিদ্দিকি মস্ত হোকর, থাকবি যদি কিছু দিন। হুয়ের কর দেলকি জারা, পাবি তারে পাবি তারে ॥

দুইমাস গত হৈল বিচ্ছেদ সাগরে। এক নিশি শুয়ে আছে পালঙ্ক উপরে ॥ নিদ্রা ধরা মাত্র দেখে এমন স্বপন। শুরুত-জান প্রিয়া তার দিল দরশন ॥ মধুর বচনে ধনী দেলারামে বলে। কেমনে আছহে নাথ মোরে তুমি ভুলে ॥ আমি আছি দায়ে পড়ে ইন্দ্রের ভুবনে। আর অল্প চারি মাস রহিব এখানে ॥ পতন হয়েছে দেহ নূতন হইব। তবে যেয়ে সঙ্গে তোর সাক্ষাৎ করিব ॥ আরকি দিব হে প্রাণ নিজ পরিচয়। পুন দরশন হলে কব মহাশয় ॥ দেলারাম স্বপনেতে উত্তরে জানায়। কি কহিলে প্রাণ আমি ভুলেছি তোমায় ॥ তোমারে নাহিক ভুলি দিবস রজনী। তোমার সকল কথা আমার কাহিনী ॥ দুঃখিত মনের মোর যত আছে গান। মন দিয়ে শুন প্রিয়ে পাইবে সন্ধান ॥

দেলারামের বিরহের গান। রেখতা।

মদন বাণে প্রাণ হানে বাঁচা হলো ভার। প্রেম অনলে পুড়ে মরি বিচ্ছেদে তোমার ॥ শশী তব রূপ হেরি লুকাইতে চায়। তপন নিরীক্ষণ করি করে নম-স্কার ॥ চিকুর চাঁচর তব কিগুণ জানে, দেখিলে সংসার কেড়ে ভুজঙ্গ আকার ॥ হান কেন নয়ন বাণ লেগেছে বুকে, ঐ অনলে পুড়ে পুড়ে হয়েছি আঙ্গার।

কান্দিলে কি পাবে তারে বল মহাশয় ॥ আসিবে তোমার লিয়া আছয় বাঁচিয়া। আমরা দেখিনু সবে কেতাব খুলিয়া ॥ ঞ্জরজর মন ধন উতলা না কর। নিশ্চয় কহিনু প্রিয়া আসিবে তোমার ॥ যত বুঝাইতে চায় তত বাড়ে আর। অনলেতে পানি দিলে উঠে ধন্ধকার ॥ দ্বিগুন আগুন বাড়ে ভর্ৎসনা করিলে। বিচ্ছেদ অনলে পড়ে দিবা নিশি জ্বলে ॥ রকম উইয়া তারা কত বুঝাইল। ছিদ্দিকি রচিয়া গান উত্তর করিল ॥

গেলাবামের বিরহের গান। ঝিঝিট।

কি জ্বালা বিচ্ছেদ জ্বালা যে জ্বলে সে জানে জ্বলে।
অনলে পবনে জলে তটে স্থলে জলে জ্বলে ॥ দিন-
মানে রবি জ্বলে, নিশিযোগে শশী জ্বলে, বদনে
মদন জ্বলে, জীবনে যৌবন জ্বলে ॥ নিভালে দ্বিগুণ
জ্বলে, সমুদ্রে ডুবিলে জ্বলে, মাটি চাপা দিলে জ্বলে,
বিনা কাষ্ঠে তৈলে জ্বলে ॥

লঘুত্রিপদী। পরে আর শুন, রাজার নন্দন, অস্থির হইল মনে। আহার বিহার, সকল তাহার, গত হৈল দিনে দিনে ॥ বিচ্ছেদের দুঃখে, নিদ্রা নাহি চক্ষে, ধারা দিয়ে নীর-ঝরে। বদন রতন, হইল মলিন, প্রেমের প্রতাপ জ্বরে ॥ পাগলের মত, হইল প্রকৃত, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে। ক্ষণে মুখে বলে, প্রিয়া কোথা গেলে, ক্ষণে দেখে চেয়ে চাঁদে ॥ সুসাজ সজ্জায়, কখন লজ্জায়, কখন উলঙ্গ হয়। কখন আসনে, কখন শয়নে, কখন দৌড়িতে চায় ॥ উদাসী হইয়া, গালে হাত দিয়া, কখন ভাবেন মনে ॥ ছিদ্দিকি ভাষায়, সকলে জানায়, মধুর মধুর গানে ॥

গান। হিন্দি ও বাঙ্গালা মিশাল। তাল রেখতা।

এশকেত কথার মেয়া, দেখাদেখে দেখাদেয়ে। এসে

ধপ ধরে। অস্থির হইয়া প্রাণে, শিরে করাঘাত হানে, কমল নয়নে নীর ঝরে॥ কি বলিলে কর্ম্মকার, প্রাণে বাঁচা হবে ভার, না দেখিলে সে বিধুবদনে। আমি কলেবর মত, যেত মোর প্রাণনাথ, চিত্র নাহি থাকে প্রাণবিনে॥ প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে, আইসে ধনী মোর ঘরে, আমোদ প্রমোদ করে কত। অদ্য যদি নাহি এলে, তবে আমি অবশেষে, রাখিব না এপ্রাণ নিশ্চিত॥ গেল দিবা এই ধ্যানে, রবি যায় নিকেতনে, শশী আসি দিল দরশন। প্রহর বাজিল প্রায়, তবু নাহি দেখা পায়, নাহি আইলে সে বিধুবদন॥ আশায় নৈরাশ হলো, আশ্বাসে বিশ্বাস গেলো, দীর্ঘ দীর্ঘ ছাড়য়ে নিশ্বাস। রজনী বিকলে যায়, প্রাণে বাঁচা হলো দায়, ইকি মোর হৈল সর্ব্বনাশ॥ হায় হায় হায় বলে, মাথে শিলমারে ভুলে, দেলারাম হলো উচাটন। বিবাদ সাধিল বাদ, প্রাণে বাঁচা বিসম্বাদ, কোথা গেল মোর প্রাণধন॥ হায় হায় গুরুতজান, তোমা বিনে যায় জান, কোথা যেয়ে লুকাইলে বল। খেদান্বিত হয়ে মনে, আরম্ভ করিল গানে, শ্রীযুত সমছদ্দি বিরচিল॥

দেলারামের বিরহের গান। রেখতা।

রূপবতী ওলো সতী কেন বদন দেখাইলে। দেখাইলে যদি মোরে ফিরে কেন লুকাইলে॥ বিচ্ছেদ ছিল যদি মনে, তবে দেখা দিলি কেনে, বুঝে দেখ মনে মনে, বিচ্ছেদেকে বাড়াইলে॥

পয়ার। শশী নিশি লুকাইল উদয় তপন। উঠিলেন দেলারাম বিরস বদন॥ নয়ন কমল ভাসে নয়নের নীরে। বদনে রতন মত কান্না ফিরে ধরে॥ হুতাস নিশ্বাস ছাড়ি পাগলের প্রায়। রেঁধে রজ্জু লয়ে গলে দিতে যায়॥ নৃপতি পুত্রের মর্ম্ম অবগত হয়ে। ত্বরায় ঘরেতে যায় আসন ত্যজিয়ে॥ পুত্রের আকার দেখি কান্দিতে লাগিল। তাজ তাজ মোগাহেব মকে তায় দিল॥ সকলে হইয়া আর দেলারামে কয়।

জানায় মর্ম্ম করিয়া চাতুরি ॥ মহীপাল শুন তবে করি নিবে-দন। গুরতজ্ঞানের স্বামি হয়েছে এখন ॥ মানবে বিবাহ করে চতুর রমণী। প্রত্যয় তথায় যায় নৃত্যকী কামিনী ॥ তার সঙ্গে প্রতিনিশি করিয়ে বিহার। নাচিবারে আইসে ধনী সভায় তোমার ॥ দোঁহে মিলে গলে গলে প্রত্যহ রজনী। রস নিলা ঠাট ছলা করে বিরহিণী॥ এই কথা শুনে নৃপ রাগান্বিত মনে। শুরতজ্ঞানে শাপ দেয় নিষ্ঠুর বচনে ॥ আমার সভায় তুমি নৃত্যকী কামিনী। মানবে বিবাহ কেনে আমি নাহি জানি ॥ বিবাহ করিলে তুমি বিনে অনুমতি। তাহার উচিত ফল পাইবে যুবতী ॥ বিবাহ করিতে যদি জিজ্ঞাসে আমায়। ইন্দ্রের আলয় আমি দিতাম তোমায় ॥ যে কর্ম্ম করেছ তুমি লুকায়ে গোপনে। কাটিয়ে পুতাই তোরে ইচ্ছা হয় মনে॥ ভালবাসি তোরে আমি প্রাণের সমান। তেঞী সে হইল রক্ষা দিলাম সন্ধান ॥ হইত অধিক দণ্ড কিঞ্চিত করিব। হয়-মাঁস জন্যে তোরে যমালয় দিব ॥ এইবলে নরপতি শাপেন রাগীয়ে। শুরতজ্ঞান ভস্ম হয়ে গেলেন উড়িয়ে ॥ নিসান নাহিক মেলে বিনিসান হলো। কি জানি কি হয়ে ধনী কোথা উড়ে গেল ॥ বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে। পুন শুন অন্যকথা ত্রিপদীর ছন্দে ॥

কর্ম্মকার শুরতজ্ঞানকে দেখিতে না পাইয়া আপন জামতাকে সংবাদ দেন, দেলারাম পাগল হইবার কথা।

দীর্ঘত্রিপদী। লুকাইল শশী নিশি, তপন তাপিত আসি, প্রকাশিল বদন রতন। শুরতজ্ঞান ভস্ম হয়ে, উড়ে গেল যমা-লয়ে, হেতাকার শুন বিবরণ ॥ কর্ম্মকার উঠে ঘরে, শুরত-জ্ঞানে তত্ত্ব করে, খুজে খুজে দেখিতে না পায়। হুতাস নিশ্বাস ছাড়ি, ভুমে দিয়ে গড়াগড়ি, দেলারামে সম্বাদ জানায় ॥ দেলারাম কথা শুনে, ভাবিয়ে আকুল মনে, পাগলের মত

করিয়ে আদর। ফুরালে তাহার মধু, আর নাহি থাকো বঁধু, ইকি রীত গুণনিধি গুণের সাগর॥

পয়ার। এই গান বলে ধনী হরিষ অন্তরে। বন্ধুর চরণ ধরে ভকতি আদরে॥ ক্ষেমাকর রসরাজ রসিক নাগর। যত দোষ করিয়াছি সকলি আমার॥ দেলারাম শুনে কথা উত্তর করিল। কৌতুকে কুসুম বাণ হানিতে লাগিল॥

গান। রাগিণী সিন্ধু। তাল খেমটা।

কি দিব তোমার দোষ ওহে নাগরি। জ্বলন্ত অনল প্রেমে পুড়িয়ে মরি॥ কলঙ্ক কপালে ছিল, তাইতো বিধি ঘটাইল, নহিলে বিচ্ছেদ কেন হৈতো সুন্দরী। মজে বিপরীত কাজে, এখন দেখ মনে বুঝে, তুমি মোর প্রাণধন আমি তোমারি॥

পয়ার। এমত উভয়ে গান বলিয়ে দুজনে। মিলন হইল দোঁহে মাতিল মদনে॥ লোক লজ্জা দূরে গেল রঙ্গ উপনীত। ঠাট্ট ছলা রস লিলা হৈল প্রকাশিত॥ প্রেম মদে মেতে দোঁহে হইল পাগোল। সহচরী ছিল যত পলায় সকোল॥ পিরিতের প্রদীপেতে রসপুরা বাতি। মদনের তৈল লয়ে জ্বালায় যুবতী॥ আঁধার আছিল মন পিরিতের গুণে। উজ্জ্বল করিল তার দিপ দীপ্তমানে॥ এইমত হৈল তথা বাভার বিহার। লিখিলে সকল কথা পুথি বাড়ে আর॥ রহিল স্থগিত কথা এস্থান পর্য্যন্ত। পুন আর শুন সবে নূতন তদন্ত॥ গুরতজান উঠে ধনী আহ্লাদিত মনে। বিহারের পরে আইল আপন ভুবনে॥ স্নিনান করিয়ে ধনী হরিষ অন্তরে। ইন্দ্রের আলয় গেল নৃত্য করিবারে॥ পিরিতের আলাপনে দেরি হয়েছিল। হেতু তার তথাকার নৃপ জিজ্ঞাসিল॥ না করে উত্তর তার গুরতজান ধনী। কাঁপিতে লাগিল ত্রাসে ফুলের কামিনী॥ ইতি মধ্যে আসি এক বিদ্যাধরী পরী। নৃপরে

গান। রাগিণী কালংড়া। তাল আড়াখেমটা।
স্বপ্ন কথা শুনি, আহা বুদ্ধি হত হৈলো ধনী। যেমন পেয়ে নেশা পানি হৈল ধনী পাগলিনী॥ হায়কি বিপরীত খেলা, করিলেন রাজবালা, আমারে ঘটিল জ্বালা, ইকি ছলা, কহিতেছে আদরিয়ে আনন্দিনী। শেষে প্রেমে তার মজে, ছেড়ে দিয়ে লোক লাজে, মজে বিপরীত কাজে, ভাল সাজে, ত্যজিয়ে গরব আপন গরবিণী॥

পয়ার। স্বপনের কথা যত বুঝিলাম আমি। রসরাজ সঙ্গে মোর গিয়েছিলে তুমি॥ সত্যকরে বলো বন্ধু কি প্রকারে গেলে। ইন্দ্রের আলয় হতে চড়ে কিসে এলে॥ দেলারাম শুনে কথা হরিষ অন্তরে। প্রকাশিল বিবরণ আপন উত্তরে॥ শুনহে নিদয় ধনি মধু অধরিণী। আমার দুঃখের যত অপূর্ব্ব কাহিনী॥ বিবাহের পরে তুমি না কহ বচন। ইহাতে হইল মন বড় উচাটন॥ এই দুঃখে হয়ে দুঃখি খেদান্বিত মনে। ত্যজিতে পরাণ যাই দুর্গম গহনে॥ খঞ্জর লইয়া হস্তে দিলাম গলায়। খেজর সহায় হয়ে বাঁচায় আমায়॥ ইন্দ্রের সভার তুমি নৃত্যকী কামিনী। বিদ্যাধরী তুমি পরী তারমুখে শুনি॥ ইন্দ্রের ভুবনে যাই তাহার কৃপায়। নৌবাহার দেখিলাম দেখিনু তোমায়॥ শ্বেত হস্তি উপরেতে হয়ে আরোহণ। তোমার সঙ্গেতে আমি ফিরে নিকেতন॥ বিবরণ বিস্তারিত রমণী শুনিল। পতির নিকটে সতী লজ্জিত হইল॥ ঘোমটা খুলিয়া ধনী ঈষদ হাঁসিয়ে। বন্ধুরে শুনায় গান আদর করিয়ে॥

গান। জানিহে জানিহে আমি তোমারে নাগর।
মনচোরা চোর তুমি চতুর ভ্রমর॥ যেখানে সেখানে যেয়ে, কমল দেখিতে পেয়ে, মধু খাও অলি হয়ে,

স্বপনে তাহার পরে, কি দেখিলে বল মোরে, সত্য করে বলো রসময় ॥ একে কথা কবো আমি, বলহে সন্ধান তুমি তারপরে গেলে কোথা কোথা। মিলিয়ে সঙ্গেতে তার, কি রঙ্গ দেখিলে আর, বল দেখি শুনি সর্ব্ব কথা ॥ মিনতি প্রণতি করি, চরণে তোমার ধরি, ঠাট ছলা করোনাক মোরে চাতুরি যদিহে করে, তবে মোর মাথা খাবে, রসরাজ কি কব তোমারে ॥ দেলারাম শুনে কয়, স্বপ্ন কথা মিথ্যা হয়, প্রত্যয় না করে বুদ্ধিমান। ভাঙ্গিরা ভাঙ্গেতে থাকে, চেতনে স্বপন দেখে, সেইমত আমার সন্ধান ॥ উত্তর শুনিয়া ধনী, কহিতেছে গুণমণি, পুন ঠাট ছলা করো কেন। রসিক নাগর তুমি, নিতান্ত বুঝেছি আমি, বিশেষিয়ে বল বিবরণ ॥ এদেশে নাহিক রবো, নহিলে গরল খাবো, দিব আপনার প্রাণ। নৃপতিনন্দন বলে, হরষিত হয়ে মনে মনে হইল কঠিন। দেলারাম শুনে কথা, করিলেন মাথা, কহিতে লাগিল তারপরে। বিশেষিয়া বিবরণ, এখন শুন, পরস্থানে গেলেম আদরে ॥ নৌবাহার নামে কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা, অতিশয় সুন্দর শোভিত। এক স্থানে দোঁহে বসি, প্রকাশিল রবি শশী, তাপিত তনয়া তনু। রূপের কিরণে ঘেরে, হরে লীল অন্ধকারে, পরস্থান হৈল আলোময় ॥ একত্রে মিলিয়ে শেষে, আহ্লাদে ভোজনে বৈসে, নানামত মিষ্টান্ন আনিয়ে। ক্ষুধার পীড়ার দায়, আমি ভাগী হৈনু তায়, আমোদেতে থাইনু বসিয়ে ॥ গজপৃষ্ঠে আরহিয়ে, ইন্দ্রের আলয়ে যেয়ে, কতশত দেখি বিদ্যাধরী। আহা ইকি দেখি আর, সভাতে থাকেন যার, যত পরী হয়ে নৃত্যকারী ॥ মাতিয়ে আমোদ রঙ্গে, নানামত রাগ সঙ্গে, নাচে গায় সকলে আনন্দে। স্বপনের কথা যতো, ছিদ্দিকি রচিল ততো, শুন ধনি ত্রিপদীর ছন্দে ॥

পয়ার। গোপনেতে দেলারাম করে নিরীক্ষণ। এইমত শত শত আরম্ভিল গান।। পরেতে উদয় হৈল তপন গগণে। সভা ভেঙ্গে গেল নৃপ আপন ভুবনে।। সেই শ্বেতবর্ণ হাতি আইল তখন। গুরতজান নৌবাহার হৈল আরোহণ।। নিজ নিজ স্বস্থানে উপনীত হলো। দেলারাম গোপনেতে সঙ্গে এসেছিল।। বিরচিত সমাপ্ত হৈল পয়ার প্রবন্ধে। পরে শুন অন্যকথা ত্রিপদীর ছন্দে।।

দীর্ঘত্রিপদী। রবি নিজ নিকেতনে, চলিল আনন্দ মনে, নিশি আসি শশী দেখা দিল। গোপনেতে দেলারাম, সঙ্গে এসে নিজধাম, টুপি মাথে হাতে নাবাইল।। পালঙ্কে আপন যেয়ে, সন্ধ্যাবাদে বৈল শুয়ে, হরষিত হয়ে নিজ মনে। ঠাট ছলা করিবারে, মিছা নিদ্রা যায় ঘোরে, দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস পবনে।। গুরতজান দেখে নিশি, রাজার আগারে আসি, উপনীত হইলেন ধনী। পূর্ব্বের চরিত্র ধরি, বসিলেন ক্রোধ করি, মৌনভাবে কুলের কামিনী।। সহচরী তারপরে, কুমা-রের পায়ে ধরে, উঠাইতে লাগিল আদরে। আহা ইকি হলো বলে, দেলারাম মাথা তুলে, ক্রোধভরে শুনায় দাসীরে।। ছিলাম নিদ্রার ঘোরে, কেন উঠাইলি মোরে, স্বপন দেখিতে ছিনু আমি। আহা আহা মরি মরি, সুন্দরী এক বিদ্যাধরী, নারী হলো মোর আমি স্বামি।। সেই পরী বিদ্যাধরী, গোলাবে সিনান করি, বসন ভূষণ পরে কত। পরে এক সহচরী, এনেদিল থালপুরি, খাদ্য দ্রব্য তাম্বুল প্রভৃতো।। আমি তার সঙ্গে বসে, খাদ্য দ্রব্য খাই শেষে, অর্দ্ধাঅর্দ্ধি বন্টন করিয়া। পাণ ছিল ছয়খিলি, তিনখিলি দৈনু তুলি, অর্দ্ধেক তাহায় ভাগ দিয়া।। এমন স্বপন দেখি, কেনো উঠা-ইলি সখি, দাগাদিলি কেবল আমারে। গুরতজান বিদ্যা-ধরী, বিশেষ শ্রবণ করি, করাঘাত নিজমাথে মারে।। কাতর বিস্তর হয়ে, কুমারের ধরে পায়ে, গড়াগড়ি ধনী দিয়ে কয়

নৃত্যকারী, সেখানে সকলে নাকি করয়ে নাচন ॥
খেজর স্বহায় যার, ভাবনা কি চিতে তার, অভাবের
ভাব তিনি ভবেরি শাহন ॥ স্বহায় থাক গুরু মোর,
চরণ সেবা করি তোর, ভক্ত হয়ে ভক্তি করি তোমার
যেমন ॥ দেখো দেখো ভুলোনাক, পাপিপ্রতি দয়া
রেখো, স্বর্গবাসী করে মোরে না জানি সাধন ॥

পয়ার। ভগীরে আপন লয়ে নৌবাহার ধনী। ইন্দ্রের ভুবনে আইল দুই বিরহিণী ॥ তথাকার নৃপতিরে প্রণাম করিয়ে। নাচিতে লাগিল দোঁহে প্রফুল্ল হইয়ে ॥ গোপনেতে দেলারাম সঙ্গে এসেছিল। ইন্দ্রের সভায় নাচ দেখিতে লাগিল ॥ হায় হায় ইকিনাচ নাচে গুরতজান। বদনে ঈষদ হাঁসি ঠারিয়ে নয়ান ॥ চরণেতে ছিল পড়ে গুজরি ঘুঙুরো। তারপায় তালি দিয়ে নাচয় সুন্দরো ॥ ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে নাচয় সুন্দরী। আহা আহা বেশ বলে যত বিদ্যাধরী ॥ ইন্দ্রের নৃপতি নাচ দেখিয়ে মহিত। আহাহেয় আহাহেয় মুখে বল কত ॥ যেমন ইন্দ্রের সভা নৃপতি তেমন। নৃত্যকী সুন্দর তাহে সুন্দর নাচন ॥ বিদ্যাধরী যত পরী সভায় আছিল। মহিত হইয়া তারা নাচিতে লাগিল ॥ তারপরে শত শত নৃত্যকী কামিনী। দলে দলে আইল মিলে মধু অধরিণী ॥ নানামত নাচে গায় ইন্দ্রের ভুবনে। সে নাচ দেখিতে আইল তপন গগনে ॥

গান হিন্দি। রাগিণী ঝিঝিট। তাল ঠুংরি।
গোকুল মাঝে পিয়া হামারি আওতহো। গুরুজমুখি
গুরতজান আরে আরে নাচতহো ॥ বালমে মোরারি
বাজেরে বাঁশরি, আরে আরে গোরি, মদন তাহে
গাওতহো। ঘুমতো ঘুমতো নাচত [illegible] ঝমত ঝমত
তান লাগাবে, জুরিরে আরে [illegible] মোরারি
বাজতহো ॥"

মিনী ॥ দেলারাম উত্তরিল গোপনে যতনে। নিরীক্ষণ করে দোঁহে প্রফুল্ল বদনে ॥ যেখানে বসিল দোঁহে করিয়ে মিলন। সেইখানে বসিলেন রাজার নন্দন ॥ নৌবাহার বিদ্যাধরী দাসীরে ডাকিয়া। মিষ্টান্ন চাহিল ধনী গ্রহণ লাগিয়া ॥ আজ্ঞামাত্র দাসী যেয়ে মণ্ডা মনোহরা। গণ্ডা গণ্ডা ছেনাবড়া আর রসকরা ॥ রসভরা পানতুওয়া জেলাবি সহিত। বাদামের তক্তি আর গোল্লা নানামত ॥ এই মত শত শত মিষ্টান্ন আ- নিয়ে। সহচরী লয়ে আইল থালা সাজাইয়ে ॥ দুই জায় এক থালে বসিল ভোজনে। দেলারাম বৈসে ভাগি হইল গো- পনে ॥ উভয়ে মিলিয়ে যত করয় গ্রহণ। তাহার চৌগুণ খায় রাজার নন্দন ॥ নৌবাহার বলে একি বিপরীত হলো। সিকি ভাগ খাই মোরা আর কোথা গেল ॥ একভাগ খাই মোরা চারিভাগ নাই। একি দেখি বিপরীত ঘটালে গোসাঞি ॥ তার পরে সহচরি যোড় খিলি পান। যতনে আনিয়ে দিল পুরে বিরাদান ॥ তার মধ্যে বারো খিলি উঠাইয়া পান ॥ রাজার কুমার করে করিলেন পান ॥ নৌবাহার দেখে পান মধ্যে চারি পান। বারো খিলি আর পান দেখিতে না পান ॥ ক্রয়ছজান দেখে ধনী ভাবেন প্রমাদ। আমার সঙ্গেতে কেবা সাধিল বিবাদ ॥ উপরোক্ত বিবরণ ভগ্নিরে আপন। বিস্তা- রিয়ে জানাইল করিয়ে যতন ॥ দুইজনে ভাবে মনে একি দেখি রীতি। বিবাদ সাধিল কেবা কে হইল নাতি ॥ চোর ধরিবারে কত মনেতে বিচারে। মনচোরা চোরে কেহ ধরিতে না পারে ॥ দুজনেতে করে বেশ আপন আপন। গজ আরোহণে যায় ইন্দ্রের ভবন ॥ গোপনেতে দেলারাম চলিল আনন্দে। বিরচিত মমছন্দিন পয়ার প্রবন্ধে ॥

গান। রাগিণী বিভাষ।

যাবগো এবারে আমি ইন্দ্রের ভুবন। দেখিব তাহার সভা নৃপতি কেমন ॥ বিদ্যাধরী যত পরি, শুনিয়াছি

নিদ্রান ॥ বসন ভূষণ পরি হইল তৈয়ার। বসিলেন খাদ্যদ্রব্য করিতে আহার ॥ ছয় লাড়ু ছয় খাজা ছয় পান লয়ে। সহচরি এনে দিল থালা সাজাইয়ে ॥ রাজার নন্দন ধন্য রসিকনাগর। থালের নিকটে বসি করয়ে আদর ॥ বিপরীত বিবরণ করহে শ্রবণ। একপাতে পতি নারী করয় গ্রহণ ॥ কেহ নাহি দেখে তার সে দেশে সভায়। হেসে হেসে কাছে বসে খাদ্যদ্রব্য খায় ॥ তিন লাড়ু তিন খাজা গুরতজান খায়। অন্য তিন তিন ছয় দেখিতে না পায় ॥ প্রথমে দেখিল ধনি ছয়খিলি পান। তার মধ্যে তিন পান তিন নাহি পান ॥ হিসাবে দেখিল ধনী ছয় তিন নয়। কেবা লয় উঠাইয়ে কে করিল লয় ॥ একি দেখি বিপরীত হলো অসম্ভব। অন্যেরে কেমনে বলি না হয় সম্ভব ॥ একা আমি খাই বসে সঙ্গে নাই কেহ। তবে বুঝি খেয়ে গেল গগণের রাহু ॥ আচম্বিত একি রীতি হলো উপস্থিত। না পাই সন্ধান তার হিতে বিপরীত ॥ এমন্ত দুখিত হয়ে ভাবেন যুবতী। ইতিমধ্যে আইল এক শ্বেতবর্ণ হাতী ॥ দেখিতে সুন্দর অতি দিব্য কলেবর। আমারি আছিল এক পৃষ্ঠের উপর ॥ দনাতের এক মুল অমূল্য রতন। পৃষ্ঠেতে তাহার ছিল শোভিত লোচন ॥ সেই হস্তী কড় পেতে ভূমে বসে গেল। গুরতজান উঠে ধনী আরোহণ হৈল ॥ দেলারাম গো পনেতে হয়ে আরোহণ। পতি নারী মিলে যায় ইন্দ্রের ভবন ॥ উঠিয়া দাঁড়ায় হস্তী লয়ে গুরতজানে। বিলম্বে উড়িয়ে যায় পবন বাহনে ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে পরে গেল পরস্থানে। গুরতজানের ভগ্নি আছিল সেইখানে ॥ নৌবাহার নামে এক ছিল বিদ্যাধরী। সেই পরি ভগ্নী তার পরম সুন্দরী ॥ অপরূপ দেখি একি শুনহে কাহিনী। আছিল সে পরিনারী সুন্দর বদনী ॥ গুরতজানের মত তাহার বদন। সমান ভাগেতে বিধি করিল গঠন ॥ একত্রে থাকিলে দোঁহে চিন্তে পারা ভার। কে বটে গুরতজান কেবা নৌবাহার ॥ সেইখানে গুরতজান উত্তরিল ধনী। তাহার নিকটে বেলা ফুলের কা-

কাকহিবে খায়ে মোর মাথা। বল বল বল ধনি শুনি এক কথা॥ গুরতজান জান নায় বাঁচিনাক প্রাণে। তুষ্ট কর প্যারি দেহ নিষ্ঠুর বচনে॥ এই মত শত শত মিনতি করিল। রমণী শুনিয়ে অতি লজ্জিত হইল॥ উদ্যত হইল ধনী করিতে উত্তর। ইতিমধ্যে আসি নিশি বাড়িল প্রহর॥ উপরোক্ত রীতি মত দ্বারে উঠিল। মাওলা ভিতরে যেয়ে চড়িয়ে বসিল॥ লজ্জিত হইয়া ধনী পতির বচনে। উপনীত হৈল আসি আপন ভবনে॥ খেজরের টুপি মাথে দেলারাম দিল। আপন নারীর রূপ দেখিতে চলিল॥ আহ্লাদে আমোদে অতি চলিল আনন্দে। বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে॥

গান। বাঙ্গালা।

খেজরের টুপি লয়ে দেলারাম মাথে দিয়ে।
চলিলেন গুরতজানে দেখিবারে লুকাইয়ে॥
পিরিতের এই কি রীতি, থাকে নাক কুল জাতি
অপমান হয়ে খুঁজে দেখ দেখ পতি হয়ে।
রমণীর ঠাট ছলা, সৈতে পারা বড় জ্বালা, এত
সহ নিলে খেলা বুঝে দেখ বিচারিয়ে॥

পয়ার। রাজার নন্দনধন রসিক নাগর। নাগরীর ঘরে যায় করিয়ে আদর॥ হেথা সে গুরতজান ফেলিয়া বসন। উলঙ্গ হইয়া আছে খুলিয়ে বদন॥ আছিল তাহার রূপ তপনের প্রায়। অন্ধকার নিশি যার রূপেতে লুকায়॥ দেবকের মত জ্বলে আগারে আপন। হেনকালে উপনীত রাজার নন্দন॥ দেখিয়ে নারির রূপ হারাইল জ্ঞান। ভেকাবত হৈল চেয়ে চিত্রেরি নির্ম্মাণ॥ আহা একি রূপ বলে গড়াগড়ি যায়। প্রদীপ নিকটে যেন পতঙ্গ লাফায়॥ চারিদিগে ঘুরে ঘুরে করয় ভ্রমণ। ইচ্ছা মত দেলারাম করে নিরীক্ষণ॥ তার পরে শুন রঙ্গে উঠে গুরতজান। গোলাবের জুদ খেয়ে করিল

করে, টুপী লয়ে দিল পরে, নৃপতি তনয় মাথে দিল। শুনিয়ে তাহার নাম, ভক্তিভাবে দেলারাম, অতিশয় মিনতি করিল ॥ নিজ পরিচয় দিয়ে, খেজর লুকায় যেয়ে, দুর্গম গহন বন মাঝে। ছিদিকি সন্ধানে যায়, খুঁজিয়ে নাহিক পায়, অদ্যা বধি মরে খুঁজে খুঁজে ॥

গান ভজন। তাল রেখতা।

কতো লীলা খেলা জানে নিরাকার প্রভু মোর।
সকল ঘটে থাকে বটে চিন্তে পারা তারে ভার ॥
আপনি সৃষ্টি করে কমলে কমলে মধু। মাতিয়া আমদ
মদে ফেরে হৈল মধুকর ॥ ইছুক রূপ ধরে জেলেখারে
নাচাইল। লৈলিরূপ ধরে আপন আপনি মজনু
হয় তার ॥

পয়ার। এমতি ভজন বলে রাজার নন্দন। খেজরের টুপি লয়ে করিয়ে যতন ॥ আমদ প্রমোদ অতি আহ্লাদিত মনে। উপনীত হৈল আসি আপন ভবনে ॥ গেল দিন হৈল ক্ষীণ রবির কিরণ। পরে শশী লয়ে নিশি দিল দরশন ॥ পূর্ব্ব রীতি নীতিমত গুরতজান ধনী। রাজার আগার আইল কুলের কামিনী ॥ বসনে আঁচল দিয়ে বদন লুকায়। হেসে হেসে দেলারাম জিজ্ঞাসে তাহায় ॥ গুরতজান কি কারণ বদন লুকাও। ধর্ম্ম মত মর্ম্ম তার আমারে জানাও ॥ আমিত তোমার স্বামি তুমি মম নারী। সাজে কই সঙ্গে মোর তোমার চাতুরি ॥ আপনার রূপে যদি আপনি মজিলে। তবে কেন বরমালা মম গলে দিলে ॥ যদি বল দয়া করে করিয়াছি বর। তবেত তোমার আমি হয়েছি নাগর ॥ মনে মনে যদি মোরে ভাল না বাসিতে। বরমালা গলে মোর কদাচ না দিতে ॥ তুমি ভালবাস বলে আমি ভালবাসি। পূর্ব্বেতে বিবাহ আশা তেজি হৈনু আসি ॥ মনে মনে ভালবাস আমি তাহা জানি। তুষ্ট কর কথা কয়ে মধু অধরিণী ॥ কথা বদি

খিৎকারে॥ বৃদ্ধ এক ইতি মধ্যে ত্বরায় আইল যুদ্ধে, পক্ক দাড়ি বদনে তাহার। গগণের শশীমত, রূপ তার প্রকাশিত, সে রূপেতে হরে অন্ধকার॥ পরিধান জামা যোড়া, চড়িয়ে আরবি ঘোড়া, হাতে আশা ফকিরের বেশে। আকিকের ছবি গলে, কলেবরে শোভা বুলে, দাঁড়াইল এসে হেঁসে হেঁসে॥ অসি কেড়ে নিল তিনি, কহিতে লাগিল বাণী, কেন বাছা পরাণ তেজিবে। বিস্তারিত বল তার, করি দিব প্রতিকার, মোর স্থানে সকলি পাইবে॥ রাজার নন্দন শুনে, হরষিত হয়ে মনে, চরণেতে তাহার ধরিল। বৌভত সকল কথা, প্রকাশ করিল তথা, আদি বিবরণ যত ছিল॥ শ্রবণ করিয়ে মর্ম্ম, বৃদ্ধ মনে জানি ধর্ম্ম, দেলারামে বলে বিবরণ। সুরতজান নাম যার, কি জানিবে গুণ তার, ইন্দ্রের নৃত্যকি কিনি শুন॥ পরিকুলে জন্ম তার, সাঁপে হৈল কর্ম্মকার, ধর্ম্ম জাতি কর্ম্মকার নহে। সাঁপের পালন জন্য, রামচন্দ্র নিকেতন, জন্ম লয়ে মর্ম্ম বুঝে রহে॥ ইন্দ্রের সভায় যায়, প্রতি নিশি নাচে গায়, অদ্যাপিত এই রীতি আছে। তোমা সে তাহার সঙ্গে, নাহিক আলাপে রঙ্গে, আলাপে প্রকাশ হয় পাছে॥ মানবের সঙ্গে তার, হয় যদি ব্যবহার, ইন্দ্রের ভূপতি যদি শুনে। তাহার ইন্দ্রত্বে যেতে, দিবেনাক কোনমতে, কাহলাম তোমারে সন্ধান। যদি হবে তার অলি, উপায় তাহার বলি, টুপী এক দিবহে এখন॥ মস্তকে তাহার দেহ, তোমায় না দেখিবে কেহ, তুমি সে দেখিবে জগজ্জন। টুপী মাথে দিয়া তারে, দেখগা নয়ন ভরে, সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ॥ ইন্দ্রের সভায় যাবে, নাচন দেখিতে পাবে, স্থির কর আপনার মন॥ নৃপতি কুমার শুনে, হরষিত হয়ে মনে, দুই হাতে চরণ ধরিল। প্রণাম করিয়া কয়, বল বল মহাশয়, আপনি কেবা মোরে বল॥ বৃদ্ধ শুনি হেন কথা, উত্তর করিল তথা, খেজের আমার নাম শুন। বিপাকে পড়িয়ে যেবা, খিদি নামে করে সেবা, আমি রক্ষা করি সেইজন॥ নিজ পরিচয়

যারে দিলাম প্রাণ দান। এমন তাহার মন, নাহি দেখি কদাচন, কেন মোরে উচাটন, গেল গেল গেল প্রাণ ॥

পয়ার। এমতি খেদের গান বসে বসে গায়। তপন কিরণ লয়ে বদন লুকায় ॥ শশী নিশি আরোহণে গগণে আ-ইল। সুরতজান দেখে ধনী সাজিতে লাগিল ॥ ভসাজ করিয়া ধনী মাওকা উপরে। আরোহণ হয়ে আইল রাজার আ-গারে ॥ বদনে আঁচল দিয়ে পূর্ব্বমত ধনী। মৌনভাবে বসি-লেন কুলের কামিনী ॥ বচন নাহিক মুখে না করে উত্তর। রাজার কুমার ধন ভাবেতে কাতর ॥ পরেতে হইল আসি প্রহর এক নিশি। উঠিলেন সুরতজান হইয়া উদাসী ॥ পুন-র্ব্বার পূর্ব্বমত আপন মন্দিরে। মৌনভাবে গেল ধনী পিতার আগারে ॥ উপরোক্ত রীতি মত প্রত্যহ যামিনী। আসাযাওা করে ধনী কুলের কামিনী ॥ বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্র-বন্ধে। পুন গান শুন সবে মাতিয়ে আনন্দে ॥

দেলারামের গান। তাল রেখ্‌তা।

গেল প্রাণ বাঁচেনা প্রাণ কিসে বাঁচি বলগো তোরা। পাষাণে সঁপে মনো হলেম আমি বুদ্ধি হারা। রমণী গরবিনী ঠাট ছলা কত জানে ॥ সহেনা সহেনা প্রাণে নয়নেতে বহে ধারা। পিরিতের এই কি রীতি কুল গেল মান গেল। তবু তার মন পেলেম না ভেবে তনু হল সারা ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। নৃপতি নন্দন ধনে, খেদান্বিত হয়ে মনে, অসি লয়ে চলিলেন বনে। নিজ প্রাণ বধিবারে, চলিলেন ক্রোধ করে, ধারা বহে কমল নয়নে ॥ কেহ নাহি শুনে কানে, পিতা মাতা নাহি জানে, প্রবেশিল বনের মাঝারে। বিধিরে স্মরণ করি, [illegible] অসী ধরি, গলে দেয় মনের

খেদের গান। খাম্বাজ। তাল একতালা।

এই কি আমার কপালে ছিল। বিবাহ হইল যদি কথা না হল ॥ ওহে মধু অধরিণী, কথা কহ গরবিণী, তোমার গরবে মোর গৌরব গেল। আঁচল দিয়া চাঁদবদনে, আমায়দেখে ঢাক কেনে, তব রূপে মনো-মজে পাগল হল।

পয়ার। মৌনভাবে থাকে ধনী না করে উত্তর। ইতি মধ্যে নিশি আসি বাকিল প্রহর॥ ত্বরায় উঠিয়া ধনী পাল্কির উপরে। আরোহণ হয়ে গেল আপন মন্দিরে॥ নৃপতিকুমার অতি খেদান্বিত মনে। শত শত গায় গান বিরস বদনে॥

রাজকুমারের গান। তাল খেমটা।

পাইব তাহার মন আমি কেমনে। শুনিলাম প্রাণ যার দেখে বদনে॥ দেখাইয়ে চাঁদবদনে, মুচকি হেসে ঘোমটা টানে, সকেনা আমার প্রাণে, প্রাণে বাঁচিনে। জানে নানামত খেলা, করে কত ঠাট ছলা, একি হলো ভালো জ্বালা, মরি জলনে॥

পয়ার। খেদেতে খেদিত হয়ে নৃপতিনন্দনে। প্রভাত করিল নিশি খেদান্বিত মনে॥ দিবসে বিরলে বসে করে হায় হায়। আহা একি দশা বিধি ঘটালে আমায়॥ বুদ্ধি বিদ্যা দূরে গেলো গেল কুলমান। একদিনে বিধি মোরে কৈল অপমান॥

রাজপুত্রের গান। ভৈরবি। তাল মধ্যমান।

এবার গেল কুলমান। হলেম অপমান॥ প্রেমঅনলে দহে তনু হানিছে মদন বাণ। পড়িয়া প্রেমেরি ঘোরে দিবা নিশি খুজি যারে, সে কেন না দেখে মোরে,

তাম্বুলের যোগে শোভা হইল অধর। হিঙ্গুলবরণ প্রায় মধুর নাগর॥ আছিল কোমল মত্ত বুকে দুই কলি। হইল পাগল ধায় নিরখিয়ে অলি॥ কাঁচলি সুন্দর এক গোটার তৈয়ারি। আঁটিয়ে বান্ধিয়ে বুকে দিল সহচরী॥ মপরা কলিজায় পরম সুন্দর। ঢাকিলে কি ঢাকা যায় কাঁচলিভিতর॥ অঙ্গে পরে অঙ্গিয়া ক্রোর্ত্তি পরম সুন্দর। চারিপাশে গোটা আঁটা মুক্তার ঝালর॥ এই মত কত শত বসন ভূষণ। পরাইল সহ-চরী করিয়া যতন॥ উটের হৌদার পরে গুরতজান ধনি। আরোহণ হৈল আসি কুলের কামিনী॥ বাজিতে লাগিল বাজা হইল তৈয়ার। চলিল গুরতজান রাজার আগার॥ লস্কর সহিত সবে হরষিত মনে। উপনীত হৈল আসি রাজার ভবনে॥ করে ধরে বরমালা ধনী উঠাইল। নৃপতিনন্দন গলে পরাইয়া দিল॥ বিবাহ হইল সাঙ্গ আনন্দে মাতিল। উভয়ে বাসর ঘরে যাইয়া বসিল॥ দেলারাম ঠাট ছলা করেন বিস্তর। লাজেতে গুরতজান না করে উত্তর॥ আঁচল মস্তকে দিয়া লুকায় বদন। মুখে নাহি কথা কয় রহিত বচন॥ নৃপতি কুমার ছলা করিরে বিস্তর। আরম্ভ করিল গান খেদের উ-পর॥ বিরচিত মমছুদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে। শুন শুন গান ধনী মাতিবে আনন্দে॥

দেলারামের গান। জংলা। পোস্তা।

রূপ দেখে তোর কুসুমকানন লাজেতে মলো। বদন নিরীক্ষণ আশে কমল ফুটিলো॥
পুষ্পকলি মুচকি হেসে, দেখ্‌তে যখন চাইলো তোরে মলয়ার পবন তার ঠোঁটমলে দিলো। নয়ন খঞ্জন দেখি খঞ্জন খঞ্জনী পাখি প্রফুল্ল হইয়া তারা নৃত্যকী হলো॥ মৃগ তব নয়ন দেখে মনেতে লজ্জিত হয়ে দেশত্যাগী হয়ে তারা বনেতে গেলো॥

গেল ॥ বাজনা শুনিয়া যত নৃত্যকী কামিনী। নেচে নেচে যায় কত মধু অধরিণী ॥ হেথাকার শুন আর কামারের ঘরে। দাসীরা শুরতজানে লইয়া সেক্কারে ॥ উপটন লাগায়ে গায় মলা যত ছিল। মলন দলন কোরো উঠাইয়া দিল ॥ কুস্তপুরে গোলাবের জল আনাইয়া। স্নিনান করায় পরে আনন্দে মাতিয়া ॥ একেত আছিল রূপ হইল প্রকাশ। তপন বদনে হেরে ছাড়িল নিশ্বাস ॥ চিকুর চাচর আর লোটন মাথায়। চুটিগাঁথি সহচরী সকলে সাজায় ॥ লোটন মোবাফ দিয়া বাঁদিতে লাগিল। চুটির আগেতে তার হিরা চুনি দিল ॥ জৌহর জড়িত এক সিঁতিপাটি লয়ে। সহচরী দিল তার মাথে সাজাইয়ে ॥ ললাটে তাহার এক পরাইল টিকা। আকাশের তারা টিকা দেখে হৈল ভেকা ॥ সিন্দূর পরায় তার ললাট মাঝারে। অলকা তিলকা কত দিল তার পরে ॥ ঢেঁড়ি ঝুমকা কর্ণফুল কর্ণে তার দিল। মুক্তার কুণ্ডল বালা পরে পরাইল ॥ বোলাক বেসর আর পরে আলাচাঁদ। শোভা পায় নাসিকায় যেন যায় চাঁদ ॥ কণ্ঠদেশে পরাইল গজমতীমালা। তার পরে পরাইল জড়াও ছুনালা ॥ মতির মোহনমালা অমূল্য রতন। পাঁচনরি সাতনরি শোভিত লোচন ॥ জমরুদ্দি ধয়াকুত আকিকের ছিল। একে একে থরে থরে গলে পরাইল ॥ ধুকধুকি পরাইল মাণিকের গলে। কলেবরে ঝুলিয়া রতন মত জ্বলে ॥ এমনের আকিকের পাথর কাটিয়া। পরাইল করে তার চুড়ি বানাইয়া ॥ পায় পায় পাঁয়জের পায়ের কপাল। গোলমলে ছিল যায় গজমতী লাল ॥ গুজরি ঘুঁগুর পরে শোভিত লোচন। আছিল তাহায় গাঁথা রজতকাঞ্চন ॥ নয়ন কোমল তার খঞ্জনের প্রায়। কজ্জলি বানায়ে পুন দিলেক তাহায় ॥ নয়নে নয়নতারা আছিল সে কালো। কালোয় কালোয় মিলে উজ্জ্বলা হইলো ॥ মুক্তার প্রকার দন্তে লাগাইল মিসি। রেখায় রেখায় লেগে প্রকাশিল নিশি ॥ উজ্জ্বল হইল দন্ত শশির প্রকার। মুচকিয়ে হাসে যদি হরে অন্ধকার ॥

।৭পয়ার। তার পরে বিবাহের হৈল আয়োজন। সাজিতে লাগিল বর রাজার নন্দন।। উপটন লাগায়ে গায় সিনান করিল। পরেতে পোসাগ লয়ে পরিতে লাগিল।। যখন পোসাগ পরে হইল তৈয়ার। তাপিত হইল রূপ তপন প্রকার।। হরে নিল রূপতার অন্ধকার নিশি। উদয় হইল প্রায় পুর্ণিমার শশী।। বরবেশে বসিলেন আপন আগারে। রাজারনন্দন ধন হরিষ অন্তরে।। এখানেতে নরপতি আজ্ঞা দিত মনে। বার দিয়ে বসিলেন বাহির দেওানে।। মন্ত্রী আদি যতলোক সভায় আছিল। আনিতে শুরতজানে অনুমতি দিল।। প্রথমে চলিল যত তুরুক ছওার। হয়ে অশ্ব আরোহণ খুলি তলয়ার।। ভাল ভাল হাওদা এনে হাতি সাজাইয়া। মাহুত সকল যায় কাতার বাঁধিয়া।। উটের উপরে যত বান্ধিয়া আমারি। সাঁরওান ডঙ্কা মেরে যায় সারি সারি।। পালকি চলিল যত লইয়া কাহার। ঘটাটোপে ঘেরা বেড়া কাতার সাওকার।। রথ গাড়ি গরু টেনে লয়ে যায় কত। অশ্বটেনে লয়ে যায় বগী নানামত।। কেরাঁচি হাঁকিয়া যায় যত কোচওান। প্রফুল্ল মনেতে সবে ঘেরিয়ে ময়দান।। ফরাস চলিল আর নকিব চলিলো।। আশাহাতে চোবদার সারি সারি এলো।। নফর চাকর যত পশ্চাৎ আসিয়া। তৈয়ার হইল তারা কোমর বাঁদিয়া।। আগে আগে চলি যায় যত পদাতিক। লইয়ে সেনান বান অধিক অধিক।। সেফাই শান্ত্রির যত বন্দুক লইয়া। সারি সারি চলে যায় কাওাদ করিয়া।। নাকারা বাজিল কত আর বাজে ঢোল। নৌবত বাজিল কত আর বাজে রোল।। রোসন চৌকিতে বাজে শব্দ নানামত। ঝাঁজ বাজে ঝনা ঝনা মন্দিরা প্রভৃত।। নাদের দের তানিনি বাজায় সারিঙ্গি। দিন দিন ধিতিলাঙ্গ বাজায় মৃদঙ্গি।। বিনা বাজে নাদের দের তানানানা তম। তবলায় বায়ের বোল গুমরে গুম গুম।। এই মত কত বাদ্য বাজিয়ে চলিল। ভূমণ্ডল হৈতে শব্দ আকাশেতে

পয়ার। এই বলে কর্ম্মকার নিকেতনে গেল। বিবরণ বিস্তারিত কন্যারে কহিল॥ পিতার মুখেতে কন্যা শ্রবণ করিয়া। উত্তর করিল ধনী নিশ্বাস ছাড়িয়া॥ বিবাহের বাসনা মনেতে নাহি ছিল। এবে দেখি বিধি মোরে কাঁদেতে ফেলাইল॥ বিবাহ না করি যদি ঘটিবে প্রমাদ। পিতার সঙ্গেতে রাজা সাধিবে বিবাদ॥ এই কথা মনে করে চতুর রমণী। পিতারে জানায় মর্ম্ম মধু অধরিণী॥ নৃপতির নিকটেতে ফিরে পুন যাও। আমার তরফ হৈতে সংবাদ জানাও॥ বল যেয়ে কন্যা মোর তবে বিয়া করে। দিবা নিশি থাকে যদি আমার আগারে॥ সূর্য্য অস্ত হলেপরে এখানে আসিবে। প্রহর বাজিলে পরে ঘরে ফিরে যাবে॥ এইমত প্রতি নিশি নন্দিনী আমার। আসিতে পারেন নৃপ আগারে তোমার॥ কন্যার বচন শুনে হরিষ অন্তরে। কর্ম্মকার চলিলেন রাজার আগারে॥ উপরোক্ত বিবরণ নৃপেরে কহিল। নৃপতি শুনিয়া মর্ম্ম পুত্রে জানাইল॥ নৃপতিনন্দন মর্ম্ম করিয়ে শ্রবণ। আহ্লাদিত হয়ে স্তুতি করে নিবেদন॥ প্রত্যহ প্রহর নিশি থাকিবে এখানে। স্বীকার করিনু আমি দেখিব নয়নে॥ যেমত কহিবে কন্যা তাহাই করিব। আজ্ঞাকারী হয়ে তার সদত রহিব॥ উভয়ে হইল রাজি বিবাহ মাতিল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিল॥

গান হিন্দি ব্রজবলি গার ঝিঝিট। তাল ঠুমরি।

আনন্দ নন্দন বাজেরে মুরারি রাজাকি নন্দন সাজে। মন্দিরা টুনু রুণু ঝাঁজরি ঝমকে ঘুঁগুর ঘন ঘন সঘন বাজে॥ ব্রজকি ছথিনি,সামবরণী ছাওরি গোরি রহিয়া নাচত আবে, বেছ বানব, পুরমন তান তানানাটে গাবে, গোকুল মাঝে, ছোড়ন লাজে॥ পিয়া পিয়া করবোলে, তি তর বোল বোল গোলমেঁ টৈসা॥ কোকর উপর, বৈঠকো ভোওর, সোর মচাবে দাদর দাদর ছারিকি রুনমেঁ ঝিঙ্গি ঝিঙ্গি গাজে॥

দ্বিতীয় চরিত্র তার, স্বজাত আমার কিছু নয়॥ কেমনেতে জানাইব, বিবাহ তাহারে দিব,মোর জাতে মিশাইবে কেন। বিবাহ না দিলে পরে, কুমার না থাকে ঘরে,কি করিব উপায় এখন॥ যা হউক হবে পরে, ডাকি আগে কর্ম্মকারে, বিবরণ বিস্তারিত বলি। কি দেয় উত্তর তার, শুনি আগে সমাচার, সেইমত আনি খেল খেলি॥ এই কথা মনে করে, কর্ম্মকারে ডাকিবারে, দূতগণে নৃপ পাঠাইল। ত্বরায় তাহারা যায়, কামারে দেখিতে পায়, পাওয়ামাত্র ধরিয়ে আনিল॥ মহারাজ কর্ম্মকারে, ভকতি আদর করে, বসাইল নিকটে আপন। পুত্রের খেদের কথা, প্রকাশ করিল তথা, রামচন্দ্র শুনিল তখন॥ কি দিবে উত্তর তার, ভেবে নাহি পায় আর, হেঁটমাথা করিয়ে রহিল। ছিদ্দিকি আনন্দ মনে, রঙ্গের কবিতা ভণে, কর্ম্মকারে মর্ম্ম জানাইল॥

পয়ার। কর্ম্মকার বিবরণ করিয়ে শ্রবণ। যুগল করিয়া কর করে নিবেদন॥ ক্ষুদ্রলোক অতি আমি জেতে কর্ম্মকার। বাঙ্গালির রাখি পুন চরিত্র আচার॥ গুরতজান নামে মোর আছে যে নন্দিনী। রূপে গুণে ধন্যা ধন্যা বিদ্যা প্রতাপিনী॥ বিস্তারিত বিবরণ শুনহে রাজন। করিয়াছে কন্যা মোর বিবাহের পণ॥ মনের মানুষ যারে দেখিতে পাইবে। জীবন যৌবন ধন তারে সমর্পিবে॥ বিবাহ করিবে বুঝে নিজ ইচ্ছা- মত। অন্য কথা হবেনাক কহিনু নিশ্চিত॥

কর্ম্মকারের গান। তাল রেখতা।

নৃপহে তুমি শুন করি আমি নিবেদন। ঘরেতে যাই আগে আমি বলি তারে বিবরণ॥ এ সকল কথা শুনে, তুষ্ট যদি হয় মনে, ফিরে ফের ঘুরে এসে বলে যাব এ সন্ধান। কথা শুনে যদি ভাবে, ফিরে না আসিব তবে, বিবাহ নাহিক হবে, কদাচন কদাচন॥

এমনি তার কি রূপ শশী জগত হরে। তাবে নারে নারে নারে, নাইরে নারে নারে॥ কি বলিলি বুড়ি বলে, বুদ্ধি হত হেলায় শুনে, ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণে, মন আগুনে, কোথা গেলে পাব প্রাণে বলগো তারে। সঁপিলাম শুনে মন, না দেখে দিলাম প্রাণ, যাবনা আর নিকেতন, তাহা বিনে দহিলো সর্ব্বাঙ্গ মোর মদন জ্বরে॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী। দেলারাম গান বলে, বনে বনে যায় চলে, প্রেমমদে পাগল হইল। প্রেমেতে প্রবত্ত হৈল, মৃগেরে ভুলিয়া গেল, নিকেতনে ফিরিয়ে চলিল॥ দুর্গমের পথ ছেড়ে, আবাদিব পথ ধরে, আইল যথা ছিল সেনাগণ। তারাতো দুঃখিত ছিল, দেখিয়া প্রফুল্ল হৈল, জিজ্ঞাসিল মৃগ বিবরণ॥ নৃপতি কুমার তায়, উত্তর নাহিক দেয়, বচন নাহিক তার মুখে। নয়নে তাহার বারি, ধারাদিয়ে সারি সারি, পড়ে কত পিরিতের দুঃখে॥ এমতি দুঃখিত হয়ে, সেনাগণে সঙ্গে লয়ে, নিকেতনে ফিরিয়ে যাইল। চক্ষেতে বহয়ে বারি, পিতারে প্রণাম করি, বিবরণ কহিতে লাগিল॥ শুনগো নৃপতি তুমি, শুনেছি আশ্চর্য্য আমি, রামচাঁদ নামে কর্ম্মকার। এই সহরেতে তার, আছে শুনি ঘরদ্বার, আর আছে যত পরিবার॥ তার এক আছে কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা, গুলজান বলে ডাকে তায়। দেখিলে তাহার ছবি, কিরণ হারায় রবি, শশী দেখে মনে লজ্জা পায়॥ আমিত সেরূপে মজে, ছাড়িয়াছে লোকলাজে, নিতান্ত হয়েছি দুঃখী মনে আপনি বুঝিয়া দেখ, প্রাণেতে বাঁচিবো নাক, না দেখিলে সে বিধুবদনে॥ বিবাহ করিব আমি, আনাইয়া দেহ তুমি, যে প্রকারে পারহে নৃপতি। নহিলে গরল খাব, আপনার প্রাণ দিব, শেষেতে করিব এই গতি॥ পুত্রের বচন শুনে, নৃপতি ভাবেন মনে, অসম্ভব একি কথা হয়। যেতে হলো কর্ম্মকার,

তারা বনে পালাইল ॥ আকাশের তারা দেখে সে নয়ন তারা। ভেকামত রৈল চেয়ে বুদ্ধি হৈয়া হারা ॥ নাসিকা গড়িয়া ছিল নিজে নৈরাকার। হেমের বাঁশরি মত আকার প্রকার ॥ অধর তাহার প্রায় মধুর সাগর। হিঙ্গুল বরণ যায় গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ বত্রিশ তাহার দন্ত মুক্তার প্রকার। বদন রতন মত করয় বাহার ॥ উজ্জ্বলা তাহার দন্তে আছে যে কিরণ। লজ্জিত হইল দেখে গগণে তপন ॥ পৃথক্ পৃথক্ দান্তে যত রেখা ছিল। মিশি পেয়ে নিশি যেন্নে শরণাগত হৈল ॥ কেমনে করিব আমি দন্তের বর্ণনা। বত্রিশ আছিল দন্ত বত্রিশ চন্দ্রিমা ॥ অমূল্য রতন ধন দন্তপাতি ছিল। তেঁই বিধি তার মুখে দিয়ে লুকাইল ॥ পশ্চিম পূর্ব্বেতে তার ছিল দুই কান। উদয় রবির স্থান শশীর সন্ধান। পশ্চিম কর্ণেতে শশী উদয় হইয়া। পূর্ব্বদেশে নিশি লয়ে যায় লুকাইয়া ॥ উদয় হইয়া রবি পূর্ব্বের কর্ণেতে। কিরণ সহিত যান পশ্চিমে ডুবিতে ॥ দিবানিশি রবি শশী দেখে সে বদন। নিস্তার না হয় দুঃখে করয় ভ্রমণ ॥ কণ্ঠদেশে পড়ে তার গজমতি হার। হেম পঞ্চলরি তায় করয় বাহার ॥ কলেবর প্রায় তার স্ফটিকার মত। তাহে দুই কুচ তার দেখিতে শোভিত ॥ বেলোয়ারি তক্তামত কলেবর বলি। তাহে দুইকুচ তার কোমলের কলি ॥ শত শত অলি আসি অদুর লাগিয়ে। বসে আছে নিরবধি তপস্যা করিয়ে ॥ এখন মুদিত আছে সে কমল মধু। গ্রহণ করিবে সেই হবে যেই বঁধু ॥ বিস্তারিত বিবরণ শুনিলে আমার। অলি যদি হতে পারো কর প্রতিকার ॥ কোমল পাইবে আর পাবে কমলিনী। পরিচয় দিনু বাছা বলিয়ে কাহিনী ॥ দেলারাম বিবরণ শুনিয়া সকল। নিশ্বাস ছাড়িয়া এক হইল পাগল ॥ কাতর বিস্তর হয়ে করে হায় হায়। ছিদ্দিক রচিয়া গান সকলে জানায় ॥

গান। আড়খেমটা।

বল দেখি গো মোরে, কি বলিলি ফিরে ফিরে ॥

বয় হৈল মেলা ।। পাকিয়ে সনের মত হৈল যত কেশ । ফুরালে যৌবন ধন নাহি থাকে বেশ । আমার সহিত ঠাট্টা ছলা কর মিছে । তোমার ঠাট্টের যোগ্য এক নারি আছে ।। ঠাট্টা ছলা তার সনে কর যদি সাজে । উত্তমে উত্তম হয় রসে রসমজে ।। দেলারাম শুনে কয় বল দেখি শুনি । কি নাম তাহার আর কাহার নন্দিনী ।। কেমন তাহার রূপ কোথা নিকেতন । কোন কুলে জন্ম তার সে ধনী কেমন ।। একথা শুনিয়া বুদ্ধি কহে আদরে । বাড়ী তার নিকটেতে ইরান সহরে ।। রাম-চাঁদ নামে এক আছে কর্ম্মকার । শুরতজান নাম তার নন্দিনী তাহার ।। শুরতজানের রূপ করহে শ্রবণ । পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচন ।।

গান । রেখতা ।

কেমন করে রূপ তার বাখানি মুখে । প্রকাশ করিতে নারী কাগজে লিখে ।। আহা ইকি রূপ তার, হরে-নিল অন্ধকার, শরদশশী লজ্জা পায় তাহারে দেখে ।। খঞ্জননয়ানী ধনী, তাহে মধু অধরিণী, তুমি তারে দেখলে পরে, হারাবে সুখে ।।

শুরতজানের রূপ বর্ণনা ।

পয়ার । শুরতজান নামে কন্যা পরম সুন্দরী । অপরূপ রূপ তার যেন বিদ্যাধরী ।। কুটিল কোমল কেশ মস্তকে তাহার । আছিল নিশির মত জগত আন্ধার ।। নিশি শরণা-গতো হৈয়ে ঐ কেশ আকারে । লুকাইত শুনিয়াছি ঘোর অন্ধকারে ।। ললাট দেখিয়ে তার প্রকাশে আকাশ । যুগ্ম ভুরু ধনুমত তাহার প্রকাশ ।। নয়ন দেখিয়ে তার খঞ্জন খঞ্জনি । নিত্যকী হইল তারা হয়ে পাগলিনী ।। আপন নয়নে মৃগ সে নয়নে দেখে । দুঃখিত হইল মনে হারাইল সুখে ।। নয়নে নয়ন তারা মিলন করিল । বিচারে হারিয়া

তুরুক সওার আর চাবুক সওয়ার। ঘেরিলো সকলে মিলে খুলে তলোয়ার॥ তুথরি তেথরি করি ঘেরিয়ে তাহায়। নৃপ-তিনন্দনধন সকলে জানায়॥ যাহার নিকটহৈতে মৃগ পলাইবে। মৃত্যু তার হস্তে মোর নিশ্চয় হইবে॥ ধরিব ধরিব বলে ঘেরে সবে যায়। সতেজ হইয়া মৃগ চৌগুণ লাফায়॥ সতেজে এমন লম্ফ মৃগ লাফাইল। কুওারের মস্তকের পার হয়ে গেল॥ মস্তকের পার হয়ে দৌড়িল এমন। প্রবেশ হইল যেয়ে দুর্গমগহন॥ অশ্বআরোহণ হয়ে তাহারপশ্চাতে। রাজার নন্দন যায় না পারে ধরিতে॥ দুর্গম গহনে যখন মৃগ লুকা-ইল। পাছু পাছু যায়ে তার খুজিতে লাগিল॥ করিল অনেক তত্ত্ব সন্ধান না পায়। মনস্তাপি হয়ে বনে খুজে খুজে যায়॥ ইতিমধ্যে বৃদ্ধ এক কানন মাঝারে। আছে সে দাঁড়ায়ে এক কাষ্ঠ বোঝা ধরে॥ বৃদ্ধ নারী দেলারাম দেখিতে পাইল। কাতর বিস্তর হয়ে ডাকিতে লাগিল॥ বাছাধন বাবা তুমি কাহার নন্দন। কি দুখে আইলে তুমি দুর্গম গহন॥ আমি কাঠুরের নারি নিতান্ত দুখিনী। মোর মত পৃথিবীতে নাহি কাঙ্গালিনী॥ প্রতি দিন কাষ্ঠ ভাঙ্গি এই বনে এসে। বোঝা বেঁধে লয়ে যাই আপনার দেশে॥ এই কাষ্ঠ বিক্রী করি যত মুল্য পাই। খাদ্যদ্রব্য সেই মুল্যে কিনে কিনে খাই॥ অদ্যকার বোঝা মোর হইয়াছে ভারি। অঙ্গে নাহি বল মোর উঠাইতে নারি॥ তুলে দেহ বোঝা মোর মস্তক উপরে। যাইব বেচিতে আমি ইরান সহরে॥ দেলারাম শুনে সেই বোঝা উঠাইল। বুড়ির মস্তকে লয়ে শূন্যে তুলে দিল॥ ফেলে দিল বোঝা বুড়ি ছলনা করিয়া। দেলারাম দিল পুন বোঝা উঠাইয়া॥ পুনর্ব্বার লয়ে বোঝা বুড়ি ফেলাইল তাহার মস্তকে পুন ফের তুলে দিল॥ চতুর্থ দফায় বোঝা ফেলে দিয়ে নারী। কহিতে লাগিল কথা করিয়া চাতুরি॥ কেন বাছা মোর সঙ্গে কর ঠাট ছলা। যৌবন নাহিক মোর

গাড়ি তামজিন শত শত তায় ॥ সেনাগণ সঙ্গে লয়ে নৃপতি নন্দন। চলিলেন শিকারেতে আহ্লাদিত মন॥ সহর ছাড়িয়া সবে আনন্দিত মনে। উপনীত হৈলো আসি প্রলয় গহনে॥ ওর ঘোর নাহি মিলে এমন কানন। হেরিলে তাহায় উড়ে মানবের প্রাণ॥ বাঘিনী ভালুক তায় আছিল বিস্তর। দুর্গম গহন বন তাহার উপর॥ মেষ মৃগ উট হস্তী হাজারে হাজারে। শৃঙ্গি ছুমা ছিল তায় আছিল গণ্ডার॥ শিকার দেখিয়া তুষ্ট হৈল দেলারাম। প্রফুল্ল হইল মনে লস্কর তামাম॥ ইতিমধ্যে মৃগ এক আচম্বিত আইল। পৃষ্ঠেতে তাহার ঝুল হেমের আছিল॥ ঘুঙ্গুর তাহার পায় হেমেরি গঠন। হেমি হরুমা গলে এক শোভিত লোচন॥ ঝালর তাহার পৃষ্ঠে ছিল যে পাড়িয়া। গজমতি হিরা লাল টাকা তায় দিয়া॥ মৃগ দেখে দেলারাম হইল পাগল। সেনাগণে আজ্ঞা দিল আগোল আগোল॥ এমন হরিণী আমি না দেখি নয়নে। ধরিব সকলে মেলে ঘেরিয়া কাননে॥ পরে স্বপনের কথা মনেতে পড়িল। পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছদ্দি রচিল॥

গান। রেখ্তা।

যে স্বপন দেখে এলেম তাইতে বিধি ঘটাইলো।
মৃগত হেমি হয়ে সম্মুখেতে দাঁড়াইল॥ মৃগেরে ধরিতে গেলে, হারাইব জাতি কুলে, পূর্ব্বেতে মোরে বলে, স্বপনেতে জানাইল॥ যা হবার হবে পরে, দেখবো ধরে আমি তারে, কিসেরি মৃগ বটে কেবা তারে সাজাইল॥

পয়ার। লস্কর সকল মোর শুনহে বচন। ঘেরিয়ে ধরিয়ে দেহ মৃগেরে এখন॥ ঘেরহে ঘেরহে সবে না যেন পালায়। পালাইলে মৃগ তবে ধরা হবে দায়॥ বলা মাত্র সেপাই সন্তরি দাঁড়াইল। কাতার বাঁধিয়ে তারা মৃগেরে ঘেরিল॥

লস্কর সেফাই আর চেলা চোপদার। সঙ্গে মোর দেহ নৃপ বত্রিশ হাজার॥ পুত্রের বচন ভূপ শ্রবণ করিয়া। অনুমতি দিল বুঝে আহ্লাদিত হৈয়া॥ যত ইচ্ছা লয়ে যাও লস্কর আমার। মনে বুঝে দেখ বাছা সকলি তোমার॥ শুনিয়া পিতার বাক্য নৃপতি নন্দন। আহ্লাদিত হৈল অতি মনেতে আপন॥ তার পরে সাজিবারে লস্করে ডাকিয়া। কহিলেন দেলারাম আদর করিয়া॥ সেনাগণ চলো সবে হইয়া তৈয়ার। যাইব বনেতে আমি করিতে শিকার॥ আজ্ঞামাত্র শুবেদার লপ্‌টেন কপ্তান। সারি সারি দাঁড়াইল ঘেরিয়া ময়দান॥ হাজার হাজার আইল চাবুক সওয়ার। সেপাই সন্তরি দ্বারী আসাবরদার॥ অশ্ব গজ আইল যত কে করে গনন। উটের কাতার আইল কাহন কাহন॥ নেযান লইয়ে কেহু কেহু লয়ে বাণ। পদাতিক দাঁড়াইল নিজ নিজ স্থান॥ তির বাঁস নেজা লয়ে খুলি তলোয়ার। হাজার২ ঢালি হইলো তৈয়ার॥ মালসাট মারে তারা দেয় লম্ফ ভুমে। যাহাদিগে দেখে ভয় করে নিজে যমে॥ দেলারাম দেখে মনে তুষ্টিত হইয়া। পোসাগ পরেন নিজে আমদ করিয়া॥ প্রথমেতে পায়জামা জড়াও পরিল। এজার বন্দেতে যার গজমতি ছিল॥ ছাটনি চপ্‌কন লয়ে প্রথমেতে পরে। মখমলি কাবা দিল তাহার উপরে॥ তার পরে সল্লি এক তাসের শোভিত। পরে তার আবা পরে জোহর জড়িত॥ হিরালাল মতি গাঁথা টুপি এক লয়ে। দেলারাম দিল মাথে প্রফুল্ল হইয়ে॥ হস্তে-তে রোমাল এক সবনমি নিল। জোহরজড়িত জুতা চরণেতে দিল॥ অশ্ব এক ভাল লয়ে হৈল আরোহণ। লস্কর সহিত সবে প্রফুল্ল বদন॥ অশ্বেরে ছুটায় লয়ে তুরুকসওয়ার। সারি সারি যায় হাতি বাঁধিয়া কাতার॥ শুবেদার লয়ে যায় সেফাই সন্তরি। বন্দুক সঙ্গিন লয়ে যায় সারি সারি॥ কাও-য়াদ করিয়া তারা যায় নানামতে। উড়ায় লইয়ে বাড মেঘের শব্দেতে॥ কেরাচির বগি সত্ত পিছে পিছে যায়। পালকি-

পাইবে, অবশ্য এখনি পাবে ॥ ওস্তাদ সকল, শুনিয়ে প্রফুল্ল, হরিষ অন্তরে বলে। পাইলে জাগির, হইয়ে আমির, থাকি মোরা কুতুহলে ॥ নৃপতি শুনিয়া, মন্ত্রিরে ডাকিয়া, ছনদ জমীর দিল। শত শত গ্রাম, পাইল এনাম, সবে জমীদার হৈল ॥ জমীদার হয়ে, বিদায় পাইয়ে, সবে যায় নিজ ঘরে। হেথা শুন আর, অন্য সমাচার, ছিদ্দিকি রচনসারে ॥

গান। রাগিণী মল্লার। তাল আড়া।

জানিব এবার আমি তোমারি মহিমা কত। সেনার করিতে সারে, হেমি মৃগ দেখ্‌তে পাবে, তা দেখিয়ে ভুলোক যাতুসন্দ কদাচিত ॥ তাহারে ধরিতে গেলে, পাইবে জাতিকুলে, শুনিলে কাহিনী তার হবে তুমি অনুগত ॥ আজ তুমি নিদ্রা ঘোরে, স্বপনে কহি- লাম তোরে, যেওনা যেওনা বাছা শিকারেতে কোন মতে ॥

পয়ার। দেলারাম শুয়েছিল পালঙ্কে আপন। নিশিতে স্বপনে দেখি হৈল উচাটন ॥ বিচার করিয়ে মনে ভাবিল অন্তরে। নিষেধ করিল কেন মৃগ ধরিবারে ॥ আশ্চর্য্য সপন এদিকে শিকারে যাইব। সোণার হরিণী এক দেখিতে পাইব ॥ যা লিখিত কপালে হবে হউক আমার। এক্ষণে উচিত হলো করিতে শিকার ॥ কেমন সে মৃগ বটে হেমের সমান। দেখি- বে [illegible] আমি যুড়াব নয়ান ॥ লস্কর সহিত যেয়ে তাহায় ধরিব। হরিণী কিসের আর কাহার বুঝিব ॥ ভ্রমণ করিব আমি সঘন কানন। শিকারে যাইব অদ্য দুর্গম গহন ॥ স্বপনের কথা মিথ্যা শাস্ত্রমত শুনি। সত্য নহে কদাচন নিশ্চয় তা জানি ॥ এই বোলে দেলারাম মনে বুঝাইল। যাইতে শিকারে নিজে বাসনা করিল ॥ পিতারে আপন যেয়ে কহে বিবরণ। শিকারে যাইব আমি দুর্গম গহন ॥

চলিয়া যায় নিজ নিজ ঘরে ॥ সন্তানের পালনের শুন হে কাহিনী। আহ্লাদে পালেন তারে যত বিরহিণী ॥ শত শত ছিল দাই শত সহচরী। প্রথম যৌবনী তারা পরম সুন্দরী ॥ কেহ বা লইত কোলে কেহ রাখে বুকে। কেহ নয়নেতে রাখে কেহ বা মস্তকে ॥ এমতি যতনে অতি আদর করিয়া। পালিতে লাগিলো শিশু আনন্দিত হৈয়া ॥ পঞ্চম মাহার শিশু হইল যখন। মুখে অন্ন দিবার জন্য করে আয়োজন ॥ নানা মত খাদ্যদ্রব্য নৃপ আনাইল। শুভদিন দেখে অন্ন পুত্রমুখে দিল ॥ সহচরী যত সবে মাতিল আনন্দে। বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে ॥

গান হিন্দি।

বনেরা সাজেরে রাজাকি নন্দন খির খায়। লৌণ্ডি বাঁদি ছুবকই মেল্‌কে ঢোলক লে বাজায়। ক্ষেনটা ওালি নাচতো আবে পুরমন তান গায় ॥

ত্রিপদী। কিছু দিন পরে, নৃপতিকুমারে, হাতে তাকে তার দিল। মোলবী পণ্ডিত, রাখি শত শত, তাহাদিগে সমর্পিল ॥ তারা দিবা নিশি, পাঠশালে বসি, বিদ্যা দান করে মিলে। যে যত জানিত, শিখাইল কত, কিছুদিন গত হলে ॥ পৃথিবীর মধ্যে, আছে যত বিদ্যে, কুস্তি আদি ঘোড়া চড়া। গান বাদ্য আর, বিদ্যা সূত্রধর, বিসাগরি কাঁচকড়া ॥ অল্প নিয়মেতে, বুদ্ধির তেজেতে, দেলারাম শিখে তায়। ওস্তাদ সহিতে, বিচার করিতে, বিদ্যা শিখে নিজে যায় ॥ সকল ওস্তাদ, ভাবেন প্রমাদ, নিজে নিজে বিদ্যা ধরে। জিনিতে তাহারে, কেহ নাহি পারে, বিচারে সকলে হারে ॥ শুনে নরপতি, আনন্দিত মতি, সকল ওস্তাদে কৈল। তোমরা সকলে, বিদ্যা দান কৈলে, খুসি হবে কিসে বল ॥ আমি সেই ধন, দিবহে এখন, অন্যথা নাহিক হবে। মনে বুঝে সবে, যে যাহা

মধ্যে এক নারী, রূপে গুণে বিদ্যাধরী, আচম্বিতে আইলো সভাতে।। মস্তকে তাহার বেশ, আছিল কুটিল কেশ, চিকুর চাঁচর তার শোভা। বদন তপন প্রায়, চঞ্চল নয়ন তায়, অধর মধুর রক্তিলোভা।। বদনে মধুর হাসি, দাঁতেতে লাগায়ে মিসি, শশী নিশি লইয়ে আইল। ইন্দ্রের কামিনী হয়ে বদনে আঁচল দিয়ে, গাইবারে ধনী দাঁড়াইল।। তবলচি তবলায় নিয়া, বাজাইল ধিয়া ধিয়া, নাচিতে লাগিল ধনী রঙ্গে। হানিয়ে নয়ন বাণে, বদনে আঁচল টানে, গান গায় রাগিণীর সঙ্গে।। আহা বেশ মুখে বলি, মারে সে পায়েতে তালি, ঝমকিত বাজায় ঝাঁজরি। রুমাল অধরে ধরে, মুচকি হেসে ঘোমটা করে, দেখে সবে বলে আহা মরি।। আরম্ভ হইল গান, মদন সন্ধান পান, রাজা শুনে মাতিল আনন্দে। ছিন্দিকি কবিতা কয়, শুনিতে উচিত হয়, শুন সবে ত্রিপদীর ছন্দে।।

গান রেখতা।

ফরজন্দ যে গরবন্দ তেরা সাহ মোবারক হোবে। এই জো হৈ মহাজমি মাহ মোবারক হোবে।। আঁধইয়ারি ঘরকি জোখি এহমাহছে রৌসন হুওা। এছকে দুশমন কোছদা চাহ মোবারক হোবে।।

পয়ার। গান শুনে আহ্লাদিত হয়ে নরপতি। বিদায় করিতে সবে দিলো অনুমতি।। ভাণ্ডারের দ্বার খুলে বসিল ভাণ্ডারি। সকলে দিলেক ধন মনোবাঞ্ছা পুরি।। যেমত যাহার মান সেই মান মতো। গজমতি হিরালাল বিলাইলো কতো।। অশ্ব গজ কেহ কেহ খেলাত পাইল। আরোহণ হয়ে তারা নিকেতনে গেল।। দোসালা পাইলো কেহ কেহ পায় সাল। অধিক দামের কেহ পাইল রুমাল।। মুষ্টিক ভিকারি যত উপস্থিত ছিল। বাক্সপুরে টাকা তারা লইয়ে চলিল।। সকলে পাইয়া দান মনোবাঞ্ছা পুরে। আনন্দে

আইল শত শত। মোল্লা মোখাদেম আর আজাদ প্রভৃতি ॥ সভা দেখে নরপতি আনন্দিত হৈল। গান বাদ্য করিবারে অনুমতি দিল ॥ প্রথমে নকিব শুনে সকলে জানায়। নৃত্যকী সকল যন্ত্র লইয়ে দাঁড়ায় ॥ নিজ নিজ বুদ্ধি বিদ্যা করেন প্রকাশ। ছিদ্দিকি সমছদ্দি শুনে ছাড়িল নিশ্বাস ॥

নৌবতের বাজনার গান।

পহলাহিস্তো। বাজে জর জর জর জর জব।
বেজর মোরদম বকারনয়ায়েদ জর মেবায়েদ জর ॥
হুহি হৈ এহবাত বাঁছরি রোলে, রুপিয়া পয়সা
কৌড়ি করলে করলে, বৈকাড়িকি মতকর পেয়ারে
ঘর ঘর ঘর ঘর ঘর। জেস্কা নাহি কুছ কৌড়ি পাতি,
ওস্কা ছেকত নহি হৈজাতি, জাত ছকত ছব জবপর
হৈগা জর কর জর কর জর ॥

দীর্ঘত্রিপদী। প্রথমে নহবত বাজে, নৃত্যকী সকল সাজে, গজপৃষ্ঠে ডঙ্কা বাজে আরো। উঠ অশ্বপরে ডঙ্কা, বাজিলো লাগিলো শঙ্কা, শব্দ গেলো আকাশ উপরো ॥ অপরূপ দেখি একি, বাজিল রোসনচৌকি, তবলা বাজে ঢোলক সারঙ্গি। সহরে হইলো গোল, বাজিতে লাগিলো ঢোল, যন্ত্র তন্ত্র বাজে নানা রঙ্গি ॥ বাজিলো সেতার বীণা, ঝাঁজ বাজে খিনা খিনা, শত শত বাজে তাম্বুরা। ছেড়ে দিয়ে লোক লাজে, নৃত্যকী উঠিলো কাজে, সুন্দর যুবতী ছিল যারা ॥ নৃত্যকী কামিনী যারা, মধু অধরিণী তারা, চিকুর চাঁচর শোভে মুখে। তারা গানবাদ্য করে, রসিকে নয়নে হেরে, পুড়েমরে পিরিতের দুঃখে ॥ বিলোধিয়ে বিবরণ, যদি করি বিচরণ, ভিন্ন ভিন্ন করিয়ে সকল। পুঁথি মেলা বাড়ে তায়, কথা নাহি আগে যায়, তেঁই হেতা স্থগিত রহিল ॥ নৃত্যকী কামিনী যত, গান গায় নানা মত, প্রকাশিতো রাগিণীর সাতে। তার

তমকো, রোক হসরতক ওস্কা বাহার রহে। মোবারক করে খোদা তুজে তেরে ফরজন্দ। লাল জোহর ওস্পার, আনেছার রহে॥ মদেহ করনেকোলিয়ে মেঁ সব নকিব আয়া। আদুজোইঁ ওছেকে ওহবে ওকার রহে॥

পয়ার। শশী নিশি সঙ্গে লয়ে গেল নিকেতন। উদয় হইল আসি গগনে তপন॥ উঠিলেন নরপতি আহ্লাদিত মনে। বার দিয়ে বসিলেন বাহির দেওানে॥ ওজীর নাজির আর মুনসি বকসি। সারি সারি বসিলেন সকলেতে আসি॥ কানুগোয় কাজি আর মৌলুবি মৌলানা। সভায় সকলে বৈসে বুঝিয়ে ঠিকানা॥ চেলা চোপদার আর জুয়ারি প্রহরি। সারি সারি দাঁড়াইলো ছেফাই ছান্তরি॥ নকিব করাস আর আছাবরদার। যোড়হস্তে দাঁড়াইলো বাঁধিয়ে কাতার॥ ছবেদার হাওলদার জমাদার যতো। কুনাজেতে দাঁড়াইল দারোগা প্রভৃত॥ নায়েব দারোগা আর লেপ্টেন কাপ্তান। ফৌজ সহ দাঁড়াইলো ঘেরিয়ে ময়দান॥ মাহুত হাতির পৃষ্ঠে বান্ধিয়ে আম্বারি। আরোহণ হয়ে সবে আইল সারি সারি॥ উঠ পৃষ্ঠে সারওান হয়ে আরোহণ। কাতার কাতার আইল কাহন কাহন॥ অশ্বপর আরোহণ তুরুক সওার। হাজারে হাজার আইলো খুলি তলোয়ার॥ শত শত আড়ানি শত শত সোটা। নিসান আইল যত সবে টাকা গোটা। ভাট ভাঁড় ভাণ্ডারি যতেক আছিল। ধীরে ধীরে পরে তারা সকলে আইল॥ গোসাঞি মোহন্ত আর গুরু পুরোহিত। আইলেন শত শত বিদেশী অতিথ॥ শত শত আইল কতো ফকির ভিকারি। হাজার হাজার আইলো নৃত্যকী সুন্দরী॥ বায়ের তয়েফা তায় শতেক শতেক। ক্ষেমটাওালি নৃত্যকারি আছিল অনেক॥ শত শত আইল পরে বৈষ্ণব ভিক্কারি। ব্রাহ্মণ আইল কত কত ব্রহ্মচারী॥ অহেদ জোহোরছেতে

ছুত॥ জাতি পেসা হেয় নিয়ারা, দরবানি হেয় কাম মেরা, হুকুমকি মেরে তাবে ফেরে যম যমদূত॥

গোছাকো ছাত লিয়ে ক্রোধসিং আয়া। আঁখমে পেউঁরি হড়া ছবকো ছুনায়া॥ গোচ্ছা মেরে নাম, হে গোচ্ছেছে ছব কাম, ছবকো দেখ গোচ্ছা মেরা। কাবে বানায়া। জেতনে জমাদার, হোছবকামে ছর-দার, ছরদারি লকর দেখ মুজে রাজা দেলায়া॥

পেটের দায় প্রাণ যায় আমি লোভি এসেছি। সর-কারি মসালচি আমি মসাল ধরেছি॥ মসাল জালি প্রিতি নিশি, সবাই দেখে হয় খুসি, আপনি দেখ্-তে নাহি পাই কানা হয়েছি॥

এইরূপে ছয়বন্ধু রাজার সভায়। আপনার কর্ম্ম করে হইল বিদায়॥ ঝাড়ু দিয়া বিছাইয়ে ফরাসে ফরাস। ছাড়ে বাতি দিয়ে গেল আপনার বাস॥

নকিবদের গান।

আদরদলির চাকর মোরা নকিব রাজার। হেদাতুল্লা রহমতুল্লা আহমত্ত সরকার॥ আমরা জোড়া জামা পরে, হাজির থাকি রাজদরবারে, অমান্য মোদের করে, এ শক্তি কাহার। দেওয়ান মুচ্ছুদ্দি যত, তারা সকল বশীভূত, আছাবরদার নিত, থাবেদার॥ দ্বারে আছে যত দ্বারি, তারা সকল আজ্ঞাকারি, আমাদের মান্য ভারি, করে শুবেদার॥

২ গান হিন্দি।

রাজা তেরে এইরাজ বরকরার রহে। দৌকত হাস্মত তেরে দয়রার রহে॥ করজন্দ খোদানে জোদিয়া হেম

উদ্যোগ করিল শয্যা রাজার সভার ॥ প্রথমেতে ভিস্তির নিকেতনে গেল। মদন মদন বলে ডাকিতে লাগিল ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ আর অহঙ্কার। ছয়বন্ধু মিলে এলো রাজার আগার ॥

ভিস্তির গান। অর্থাৎ মদ রিপুর গান।

মদন এলো এবার মদন এলো। সুখ উদয় হেলো দুঃখ গেলো ॥ নাদের দের তানিনি, বাথানি রাগিণী, ধিতিলাং ধিদাকট ধিন ধিন বলো ॥

২, গান। আইলো মদন মাতাল হয়ে আমদপ্রেম মদে মেতে। মদের বোতল হাতে করো পথে পথে খেতে খেতে ॥ ভিস্তিগিরি কর্ম্ম করে, পানি আনে মসক পুরে, প্রেমের মদে ঢুলে ঢুলে, ছড়াইল রাজ বাড়িতে ॥

কামুও৷ হাজির ভয়া বোহারনেকো। দেলকি কোঙল কো আজি দেখনেকো ॥ খানে না পাবেঁ, না ছুনে পাবেঁ, পাবেঁ না কিছি জাগে জানেকো ॥ দারু পি-পিকে, রহতাহোঁ ছোকে, জুরুয়া আবে মুজে মার-নেকো ॥

কামনে কাম লিয়ে আজি ভালা দারুপিয়া। জো পিয়া মেঁঞনে পিয়া আর পিয়া পিয়া পিয়া ॥ পিয়া হেয় ছাত মেরি, পিয়া হেয় বাতমেরি, পি-য়েসে জান বাঁচে পিয়াকিয়া পিয়াকিয়া ॥

মেঁহ জাতকি রজপুত। অহঙ্কার নাম মেরা ছন কে ভাগে ভুত ॥ খেতাব মেরা হেয় সিঙ্গি। মুজকো ডরে বনসিঙ্গি। হাতিকো গর লাথি মারোঁওহতো জাবে

২ গান হিন্দি।

মেয়তোহি হিলেন দাই হামনা ভুলেঙ্গি। হাতি ঘোড়া লেঙ্গে বাবু তবতো জাউঙ্গি॥ রাণী কি জব হামল ভই, তবছে দেলতো সাদ হুই, আব কি মেলে ওহ এনাম মুজকো জোবৈঠে খাউঙ্গি॥ ছলামত রহে কুমার তোমারে। মা বাপকি গোদ ভরে। ফজরকো উঠকে খোদাছে আপসে এইছি মাঁগোঙ্গি॥ জোকুচ এনাম হুজুরছে মেলে, হুকুমহোতো লেকে চলে, রখ- কর ওছকো ঘরকে আপনে ফেরকে আওঙ্গি॥

পয়ার। ধায়ের মুখেতে নৃপ সুসংবাদ পেয়ে। বিদায় করিল তায় হাতি ঘোড়া দিয়ে॥ মাল মাত্তা পেয়ে ধাই বিদায় হইল। সন্তানে দেখিতে নৃপ মহলে চলিল॥ হেতা সহচরী যত সকলে মিলিয়া। কৌতুক করেন কত সন্তানে লইয়া॥ কেহবা বাজায় ঢোল করিয়ে আসন। কেহবা নৃত্যকী হয়ে করয় নাচন॥ মন্দিরা বাজায় কেহ কেহ করে গান। কেহ বা রাগিণী গায় নাদেরদানি তান॥ এমন সময় নৃপ মহল ভিতরে। উপস্থিত হৈল আসি হরিষ অন্তরে॥ নৃপেরে দেখিয়া সবে ত্বরায় উঠিল। আনন্দে নন্দনে লয়ে নৃপ কোলে দিল॥ কোলেতে করিয়ে নৃপ নন্দন আপন। বদন রতন দেখি করিলো চুম্বন॥ শিশুর শরীর রূপ করিয়ে দর্শন। দেলারাম বলে নাম রাখিল রাজন॥ রাখিয়ে শিশুর নাম নিজ নিকেতনে। আমোদে আসিয়ে বৈসে বাহির দেওয়ানে॥ ওজির নাজির যত আছিল সভায়। সুসংবাদ জেয়ে নৃপ সকলে জানায়॥ আহ্লাদেতে নরপতি সকলে কহিল। কল্য হবে বারআম অনুমতি দিল॥ কথোপকথনে দিবা হলো অবসান। ভাঙ্গিয়া কাছারি নৃপ নিকেতনে যান॥ ওজির নাজির যত সভায় আছিল। সকলে মিলিয়ে তারা নিকেতনে গেল॥ আড়াই প্রহর রাত্রে উঠে জমাদার।

শির দেখাদিল পেটে, চাহিতে নাপারে হেঁটে, ক্ষণে ক্ষণে হাই ফেলে মুখে ॥ দিনে দিনে বাড়ে পেট, স্তন করে মাথা-হেট, অস্থির হইল রাণী দুঃখে ॥ খেতে নাহি পায় সুখ, বিদরিয়ে যায় বুক, সদা বলে ব্যথা পেটে হলো। সর্ব্বদা আলিস অঙ্গে, শয্যা ফিরে সঙ্গে সঙ্গে, রঙ্গ ভঙ্গ সকল ভুলিল ॥ যেখানে সেখানে পায়, রাণী পড়ে নিদ্রা যায়, আলুথালু হয়ে দিবা নিশি। সহচরী ছিল যত, হরিদ্রা মাখায় কত, মনেতে হইয়ে তারা খুসি ॥ তৈল পানী পেটে দিয়ে, সবে দেখে নিরক্ষিয়ে, বলে তারা পুত্রধন হলে। আছি যত সহচরী, রাখিব বুকেতে করি, দিবনাক তারে কারুকোলে ॥ আর শুনি তার পরে, প্রতি দাই এসে ঘরে, দম্ভকরে রাণীরে বুঝায়। আমি সে এমন দাই, পৃথিবীতে আর নাই, নিজগুণ দেখাব তোমায় ॥ ভেবনা ভেবনা রাণী, আমি বড় বিদ্যা জানি, সহজেতে প্রসব করিব। দুঃখ না পাইবে চিতে, ভেবনাক কোনমতে, মনোমত বিদায় লইব ॥ দশমাস গত হৈল, প্রসব সময় এলো, রাণীর বাড়িল বড় দুঃখ। দাই সে বিশখা নামে, প্রবর্ত্ত হইলো কামে, প্রফুল্ল করিয়ে বিজমুখ ॥ যত পেয়েছিল দুঃখ, সকলি হইল সুখ, প্রসবিল রাণী পুত্রধন। ঘর ছিল অন্ধকার, হরে নিল রূপে তার, প্রকাশিল যেমন তপন ॥ বিশখা করিয়ে গান, বিদাই আপন চান, সুসংবাদ নৃপতিরে দিয়া। ছিদ্দিকি তুষ্টিত হৈল, বিশখায় জানাইল, বল গান শুনিব বসিয়া ॥

বিশখা ধায়ের গান। অর্থাৎ ছুনিয়া।

ঘুচলো আঁদার এবার ঘুচলো আঁদার। নৃপহে নন্দন হৈল তোমার ॥ গগণের শশী, দেখে তায় উদাসী, বদন রতন মত তপন নাহার ॥ অধর এখনি, হয়েছে জিনি, মধু চল চল হিঙ্গুল আকার ॥ হরিণীর মত প্রকৃত নয়ন, অতিশয় চঞ্চল খঞ্জন প্রকার ॥

হণ হৈত্তো ভুজঙ্গ মস্তকে॥ কুম্ভিরের পৃষ্ঠে মীন হয়ে আরো হণ। সাগর সমুদ্র মাঝে করিত ভ্রমণ॥ হস্তিরে শৃগাল ধরে করে অপমান। ইন্দুরে ধরিত যেয়ে বিরালের কান॥ চটুই ধরিত বাজ তাহার প্রতাপে। বাসায় ত্যজিত প্রাণ সালকির দাপে॥ এমন মহিমা তার প্রতাপ তাপিত। বসুমতি নাম শুনে হইত কম্পিত॥ রাগান্বিত হয়ে যদি ছাড়িত নিশ্বাস। কম্পিত হইত শুনে উপরে আকাশ॥ দুই রাণী ছিল তার পরম সুন্দরি। না ছিল কুমার ঘরে না ছিল কুমারি॥ পুত্রের কারণে নৃপ দুঃখিত থাকিত। সদত বিরলে যেয়ে বসিয়ে কাঁদিত॥ আরাধন নিরাঞ্জন করিয়ে বিস্তর। এক নিশি শুয়ে ছিল পালঙ্ক উপর॥ নিদ্রা ধরা মাত্র দেখে আশ্চর্য্য স্বপন। নবীন বালিকা এক সুন্দর বদন॥ বদন রতন মত উজ্জ্বল তাহার। দেখিলে তাহায় ঘুচে মনের আন্ধার॥ নৃপের সম্মুখে আসি দরশন দিল। মধুর বাণীতে ধনী কহিতে লাগিল॥ ভেবনাহে নরপতি মনে আপনার। শশী মত পুত্র এক হইবে তোমার॥ বিধাতা তুষ্টিত হৈল তব আরাধনে। ছোটরাণী অন্তাপত্ত্য থাকিবে এক্ষণে॥ বিলম্ব নাহিক হবে হবে শীঘ্রগতি। আর না ভাবিও মনে ওহে নরপতি॥ তোমার দুঃখের দিন ক্ষয় পেয়ে গেছে। সুখের সময় আসি উপস্থিত আছে॥ স্বপন দেখিয়ে নৃপ চেতন পাইল। তাহার সন্ধান পেয়ে ছিদ্দিকি রচিল॥

রাণীর গর্ব্ভ হইবার কথা।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। দুঃখ নিবারণ হৈল, সুখ আসি দেখাদিল, ছোটরাণী অন্তাপত্ত্য হৈল। গত হৈল তিনমাস, গর্ব্ভ হৈল সুপ্রকাশ, সকলেতে তখন শুনিল॥ অরুচি হইল রাণী, নাহি খায় দানা পানী, পোড়ামাটি খেতে হয় সাদ। শুনেতে বাঁদিল ক্ষীর, দেখাদিল বক্ত শির, দেখে রাণী ভাবেন প্রমাদ॥